প্রথম প্রকাশ

জন্মাষ্টমী ১৩৬৬

প্রচ্ছদ

শিল্পী অসিত পাল

প্রকাশক

ছবি ঘোষ
আঁকড় প্রকাশনী
২৯, এইচ্‌ বি, পাথওয়ে সাহাপুর
কলকাতা-৭০০০৩৮

পরিবেশক

প্রমা প্রকাশনী
৫৭/২ ই, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর

ছবি ঘোষ
জি, ডি এণ্টারপ্রাইজ
২৯, শীতলাতলা রোড
কলিকাতা-৩৮

উৎসর্গ

অগ্রজ প্রিয় কবি

অমিতাভ দাশগুপ্ত ও প্রণবেন্দু দাশগুপ্তকে

প্রকাশকাল

দর্পণে অনেক মুখ
শবযাত্রা
ঐ 'ভারবি' সংস্করণ
হেমন্তের সনেট
আগুনের বাসিন্দা

অন্যান্য গ্রন্থ

ইবলিশের আত্মদর্শন
প্রথম মুদ্রণ (কবিপত্র)
দ্বিতীয় মুদ্রণ (তিনসংগী)
তৃতীয় মুদ্রণ (আঁকড)
অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত
বিযুক্তির স্বেদ রক্ত
শ্রেষ্ঠ কবিতা
দ্রোহহীন আমার দিনগুলি
অলর্কের উপাখ্যান
আমি তোমাদের সঙ্গে আছি
পশুপক্ষী সিরিজ
ভারবাহীদের গান
আছি প্রেমে বিষাদে বিপ্লবে

সম্পাদিত

ষাট দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা
কবিতা : ২৫ বছর

প্রবন্ধ গ্রন্থ

বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন
কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ

দর্পণে অনেক মুখ

শবযাত্রা

ভাসান

হেমন্তের সনেট

আগুনের বাসিন্দা

মায়ের মুখ

দেয়ালে অজস্র মুখ, মা-র মুখ মনেই পড়ে না।
কতো ঝড় বৃষ্টি এলো ভেঙেচুরে স্মৃতির প্রান্তর।
উদ্ধত ফলক নেই, গোলাপের পাপড়িও ঝরে না
বিস্তৃত শ্যামলে, শুধু নিরন্তর পাতার মর্মর।

মা, তুমি হারিয়ে গেছো বহুদীর্ঘ মুখের মিছিলে।
ঐ তো সুতপা লিলি সুকুমার ইলাদি সবাই
কেমন সুস্পষ্ট মুখ, স্পষ্ট চিহ্ন—আঁকা যেনো নীলে
উজ্জ্বল শুভ্রতা দিয়ে, সেখানে তোমারই চিহ্ন নাই।

ছেলেবেলাকার ছবি মনেই পড়ে না, তাই তুমি
নিরাকার স্মৃতি হ'লে কেমন সহজে অনায়াসে!
ইলাদি সুতপা লিলি সুকুমার শ্যামলী ও রুমি
ওরা তো এখনো ঠিক কথা কয়, কাঁদে আর হাসে।

দেয়ালে অজস্র মুখ, শুধু নেই তোমার তোমার
স্নেহার্ত সুন্দর ছবি। চতুর্দিকে মগ্ন-অন্ধকার।

দর্পণে অনেক মুখ

অতীত পায়চারি করে ধুলিডোবা স্মৃতির চত্বরে।
প্রসারিত অন্ধকারে বহুচেনা মুখের উৎসব।
একান্ত রাত্রির গর্ভে নির্বাসিত যারা, মনে পড়ে।
উধাও দিনেরা আজ শোকম্লান আর্দ্র অনুভব।

একাগ্র তুলির টানে ফোটাতে পারি না শিল্পে বিবর্ণ ছবিকে
নানাবর্ণ একাকার ; ধূসরক্যানভাসে রং বিকৃত হবেই।
ও আলো নেবাও, চলো অন্ধকারে। দ্যাখো, চতুর্দিকে
শৈশব কৈশোর সুস্থ যৌবন বেদনাবহ। মৃত্যুর হাতেই

ত্রিবর্ণ হৃদয় কাঁপছে—কী সহজ সমর্পিত সরল বিশ্বাস!
বিস্মিত উজ্জ্বল মুখ ফুল হয়ে ফোটে—তারা সুন্দর উপমা।

বেদনা দু-হাতে তুলি, পান করি দুঃখের নির্যাস ;
প্রদর্শনী ঘুরে দেখি বিধ্বস্ত আলেখ্য। আহা ব্যর্থ পরিক্রমা

নিষ্প্রাণ রেখার বৃত্তে। সেই সব পরিচিত মুখ
সুরক্ষিত অন্ধকার দস্যুর স্বভাবে কাড়ে উপার্জিত সুখ ॥

কেউই ফেরে না যদি সন্ধ্যা নামে

কেউই ফেরে না যদি সন্ধ্যা নামে নদীর এপারে :
অবিশ্রান্ত কেঁদে ফেরে প্রান্তরের নিঃসঙ্গ বাতাস ;
দু-একটা পাখীর কণ্ঠ অঢেল শূন্যতা ঢেলে দিয়ে
তীব্রতর করে যন্ত্রণারে ॥

তখন পৃথিবী হয় রেখারিক্ত নিরুত্তর পট।

নদীর নিভৃত-বুকে ক্লান্তিময় ছায়া ফেলে ফেলে
পাখিরা কুলায় ফেরে ; পরিচিত সংসারের ছবি
মনে হয় শতাব্দীর পুরাতন মঠ—

খোপে খোপে অন্ধকার ; পুরাতন হাওয়ার গন্ধের
নৈঃশব্দ ছড়ায় কোন্‌ স্মৃতি-হওয়া মানুষের কথা ॥
যাদের শরীর ছিলো আমাদের মতো সত্য, তারা

কেউই ফেরেনি আর সন্ধ্যা নেমে এলে এপারের ॥

কাকে যে প্রেমিক বলি

কাকে যে প্রেমিক বলি জীবনকে অথবা মৃত্যুকে !
এই দুই প্রতিবেশী সময়ের সমান বয়সী—
অবিরল কাছে টানছে। কাকে সন্তর্পণে রাখি বুকে
কার প্রণয়িনী হয়ে সগৌরবে বামপার্শ্বে বসি ?

অথচ নিশ্চিত জানি—এই যুগ্ম-প্রণয়ীর হাতে
খেলা কোরছে ত্রিজগৎ—স্বরাজ্যে স্বরাট যাদুকর ॥

কার কণ্ঠে মালা দেবো ? কে যে শয্যাসংগী হবে রাতে !
দুজনই আমার প্রিয়, জন্ম হতে পরম নির্ভর।

জীবনকে ভালোবেসে নিরঙ্কুশ ক্ষয়ে যেতে পারি
নির্ভার শান্তিতে গেঁথে আলোকিত মুহূর্তের মালা ;
অথচ মৃত্যুর প্রেমে আকণ্ঠ নিমগ্ন এই নারী,
অকুণ্ঠ আশ্রয়ে যাঁর অপসৃত সব দুঃখ জ্বালা।

কাকে যে প্রেমিক বলি জীবনকে অথবা মৃত্যুকে !
স্বৈরিণী জীবন তাই নাটকীয় সংঘাত-মুখর।
অতএব হে সময় ! তোমার সর্বজ্ঞ শান্ত বুকে
মাথা রেখে শান্তি চাই। তুমি হও তৃতীয় ঈশ্বর।

কে তোকে যৌবন দেবে

কে তোকে যৌবন দেবে, মা তোর শৈশবে পলাতকা।
তুই তো জানিস, শুধু সে-ই পারে চাঁদ ধরে দিতে।
আমরা যতই হাত ঊর্ধ্বে তুলি, চতুর্দিকে অপার শূন্যতা !
স্নেহময়ী অন্ধকার সর্বস্ব যে দাবী করে সময়ের মতো।

মৃত্যুর যেটুকু স্বত্ব তার বেশী সে দাবী করে না।
ওরা সব চায় দুঃখ সুখ আলো প্রেম প্রণয়িনী,
এবং বন্ধুর ছবি, পরিচিত নিবিড় হৃদয়,
মহৎ আকাঙ্ক্ষা গান দূরস্মৃতি, ব্যর্থতা অবধি।

তবে কে যৌবন দেবে ? অসম্ভব প্রার্থনা যে তোর।
বরঞ্চ প্রতিষ্ঠ হও বয়সের স্বধর্মে। কামনা
সুস্থির হলেই সেই পিতামহ পিতামহী বহুদৃশ্য হবে।
আবর্তে অদৃশ্য মুখ, স্থির জলে বলিরেখা অভিজ্ঞ সম্মান।

সোনার হরিণ চাস ? সেও তো মৃত্যুর হাতে নিয়ন্ত্রিত আলো।
পদ্মের পাতায় জল যাদুকর দক্ষ হাওয়া নিশ্চিত নিয়তি।

মৃত্যুর প্রতি : ১

কখনো তোমার কাছে করজোড়ে দাঁড়াতে পারবো না :
বলতে পারবো না, তুমি অনুগত যুবকের প্রতি
সামান্য সদয় হও ; জানাবো না বিনীত প্রার্থনা :
আমাকে আশ্রয় দাও হে সম্রাট ! আমি মূঢ়মতি ।

কখনো ঈশ্বর জ্ঞানে পূজো কোরবো না, ভালোবেসে
দেবো না আতিথ্য কিংবা প্রেমিকের বিজয়ী সম্মান ;
কোনো মেঘদূত লিখে পাঠাবো না প্রিয়ার উদ্দেশে,
বোলবো না, তুমি প্রভু, হে বিরাট ! ঈশ্বর মহান্ ।

বরং দু'পায়ে তাকে ঠেলে যাবো তুচ্ছ কোরে তার
রক্ত চক্ষু তীক্ষ্ণ নখ ভয়াল দন্তের অট্টহাসি ;
সজোরে ভাঙবো ক্রূর অন্ধকার বর্ম, অবজ্ঞার
কঠিন আঘাতে । তুমি, জরাতুর মরণ-বিলাসী !

কৃতার্থ সম্পুটে ধরো ঐ ভীরু মৃত্যুর প্রসাদ ।
আমার দু-চোখে দ্যাখো পৌরুষ-প্রদীপ্ত প্রতিবাদ ।

মৃত্যুর প্রতি : ২

মরণ, তোমার মুখ কী করুণ নিষ্প্রভ মলিন !
যে আমি প্রতীক্ষা কোরে নিষ্ঠাবান প্রেমিকের মতো
অবশেষে কালক্রমে পরিণত নিঃসঙ্গ প্রবীণ,
সেও তুচ্ছ করি প্রতি পদক্ষেপে প্রবল সংহত ।

দ্যাখো হে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে দ্যাখো : আমি
দর্পিতা নারীর ইচ্ছা, সর্পিল কামের কথামৃত
সহজে দলিত পিষ্ট কোরে যাচ্ছি । দূরে অন্তর্যামী
কেমন নীরবে হাসছে, যেনো প্রত্যাখ্যাত ও পীড়িত

প্রথম-প্রণয়-ভিক্ষু । আমি বহু নারী উপগত—
নাস্তির সাম্রাজ্যবাসী জনৈক প্রবীণ দার্শনিক ।

মরণ ! তোমার মুখ দেখতে চাই না । ঐ যে আহত
সন্ত্রস্ত পুরুষ, ও যে আশৈশব তোমার প্রেমিক—

মুগ্ধ আলিঙ্গনে বাঁধো, টেনে লও বুকে ভালোবেসে ।
নেবে না ? উপেক্ষা কোরছো ? প্রেমিকেরে দেবে না সম্মান ?
ঘৃণিত দুর্বল ভীরু ? অতএব প্রগাঢ় আশ্লেষে
দেবে না পরমতৃপ্তি ? শুধু প্রাপ্য ক্রূর প্রত্যাখান ?

আমাকে প্রার্থনা কোরছো ? সে বিলাস আরো অর্থহীন ;
মরণ ! তোমার মুখ কী করুণ নিষ্প্রভ মলিন ।

স্বীকারোক্তি

বর্তমান নির্বাপিত, অতীত নিষ্প্রভ বন্ধ অন্ধকার ঘর,
পুরোনো বিচিত্র ছবি দেয়ালে টাঙানো ধুলো অস্পষ্ট মলিন
ভবিষ্যৎ ? বৈশাখের মূর্ছাতুর অফলা প্রান্তর;
কোথায় দাঁড়াবো যদি তুমি ক্ষমাহীন ?

এবং নাস্তিক, তাই আস্থা নেই শ্রুত কর্মফলে,
পুনর্জন্মে অবিশ্বাসী উপরন্তু অপার্থিব প্রেমে
উচ্ছ্বসিত নই আমি । বরং তৃষ্ণায় দেহ জ্বলে,
সম্রাটের মতো হই অসংবৃত কখনো হারেমে ।

তবে কি বিমুখ হলে অকপট আত্ম-বিশ্লেষণে ?
ভাবছো ঃ কী কামুক, লোকটা মানে না স্পর্ধার সীমারেখা,
দ্যাখো, যারা ছদ্মবেশী মুগ্ধ করে ধূর্ত উচ্চারণে,
যেটুকু ছলনা করি সেটুকু তাদেরই কাছে শেখা ।

ত্রিকাল ত্রিশঙ্কু তবু বাঁচতে হবে আরো দীর্ঘ দিন !
তুমিই বলো না, আমি মূঢ় অর্বাচীন ?

ঈশ্বরের প্রতি

আমাকে শোনাও তুমি বিশ্বাসের গাঢ় সমাচার।

বিপুল ধ্বংসের হাতে শুয়ে আছে আমার বাসনা ;
আজন্ম নাস্তির রাজ্যে একচ্ছত্র সম্রাট আমার—
বিষণ্ণ ঈশ্বর, তুমি একবার তোলো তীক্ষ্ণ ফণা।

অন্তত একবার এসো অন্ধকার আলোড়িত কোরে
অতল স্তব্ধতা হতে অবিরল শব্দের প্লাবনে,
আর অবিশ্বাস হতে বিশ্বাসের অটল শিখরে
উঠে এসো হে ঈশ্বর ! দ্যাখো ঃ স্বচ্ছ নখের দর্পণে
ত্রিকালের তৃষ্ণা ঘোরে মৃত্যু হতে জন্মে নিরবধি।

অজস্র ক্ষতের চিহ্ন বুকে নিয়ে অস্থির আলোতে
কখনো দেখি না প্রেম, প্রসন্ন প্রত্যয় যেনো নদী—
কুটিল ঘূর্ণিতে আর অবিচ্ছিন্ন স্রোতে-প্রতিস্রোতে
আমার মায়ের মুখ প্রচ্ছন্ন ব্যথায় একাকার।

আমাকে শোনাও তুমি বিশ্বাসের গাঢ় সমাচার।

চেয়ো না নিষিদ্ধ ফল

চেয়ো না নিষিদ্ধ ফল হে প্রেমিক ! শূন্য করতলে
জেগে আছে নিদ্রাহীন কৃতঘ্ন ঘাতক অন্ধকার।
সযত্নে লালিত স্বপ্নে ঢেকে রাখো বুকের অতলে ;
অবাধ তৃষ্ণার স্রোতে যদি ভাসে প্রবীণ ব্যথার
প্রবালে নির্মিত মঠ মন্দিরের চূড়া, যদি জলে
ডুবে যায় সুসজ্জিত লতাকুঞ্জ, দীপ্র দীপাধার
হ'তে প'ড়ে যায় দীপ, সব দৃশ্য হ'লে একাকার
যদি তীব্র আকাঙ্ক্ষার ধূপ বৃথা দুঃখ হ'য়ে জ্বলে—

তথাপি চেয়ো না তুমি হে প্রেমিক, নারীর হৃদয়।
যেখানে অজস্র স্মৃতিফলকের চিহ্ন প'ড়ে আছে,
অথবা দলিত মালা হাত পেতে নিও না। সময়
দুয়ারে প্রতীক্ষারত। সে নিষ্ঠুর বণিকের কাছে
চেয়ো না নিষিদ্ধ ফল, পরিবর্তে দেবে সে যন্ত্রণা।
তাঁর চেয়ে মৃত্যু ভালো। তুমি কোনো প্রার্থনা কোরো না।

জনৈক দুর্বল প্রেমিকের উক্তি

তোমার সত্তার স্মৃতি ধারণ কোরেছি, অপলক
চোখের সম্ভ্রান্ত হাসি আজো কাঁপে অন্ধকার ঘরে।
তুমি যাকে অঙ্কে রাখো, স্বপ্ন ঘিরে তৃপ্তির স্মারক,
আমি সেই দুর্বিনীত মূঢ়,—অন্ধ কামনার ঝড়ে
নিশ্চিন্ত নির্ভর ভাঙি কী সহজ সম্রাটের মতো !

তুমি তো বিশ্বাসী আজো মানুষের সততায়, জানি।
অহংকারে কোষবদ্ধ দু'হাতে যে হৃদয় সতত
তুলে ধরো, আমি তাতে তৃষ্ণার বিষাক্ত তীর হানি।

দ্যাখো, ফিরে গেছে তারা একে-একে অগম্য চূড়ায়
যৌবনে ধর্ষিতা নারী অন্তঃপুর লীলা সঙ্গিনীরা ;
হয়তো জননী হবে, বিশ্বস্ত দম্পতি। অসহায়
যন্ত্রণাকে বুকে চেপে তুমি সুখী হয়েছো রুচিরা ?

দুর্লভ তোমার প্রেম ভাগ্যবান প্রেমিকই তা জানে।
অথচ আমি যে নিঃস্ব, ভেসে যাই কামনার টানে।

নেপথ্য নায়ক

চিত্তার নায়িকা তুমি। এ জন্মের একাঙ্ক নাটকে
নেপথ্য নায়ক আমি। জন্মান্তর-প্রত্যাশী হৃদয়
পূর্বাপর স্মৃতিনিষ্ঠ। স্বরচিত দুঃখের নির্মোকে
নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখি। রাত্রিকে আত্মীয় মনে হয়।

ভৈরবী আলাপে নয়, শান্তি পাই পূরবীর সুরে।
একান্ত নিস্পৃহ হাতে মুছে দিই অনাত্মীয় দিন।
অজস্র স্মারক-লিপি বিম্বিত যে মনের মুকুরে,
সামান্য সান্ত্বনা দিতে ব্যর্থ সেও। স্বোপার্জিত ঋণ

নিষ্ঠুর কৌতুকে বাড়ে। আসন্ন ঝড়ের তুমি প্রিয়
নারী, দৃশ্যমান হও, আমি এই মঞ্চের আড়ালে

অস্থির যন্ত্রণা নিয়ে দৃশ্যপট সাজাই যদিও
প্রত্যহ নীরবে, তবু ওই মুখ জাগে অন্তরালে !

অক্ষম নায়ক আমি ছদ্মবেশী প্রেমের প্রহরী।
ঊনিশ বছর ধ'রে এ-জন্মের প্রায়শ্চিত্ত করি।

পাতা ঝরছে মনে পড়ছে

পাতা ঝরছে পাতা ঝরছে মনে পড়ছে তাকে।
দুয়ার ঠেলে হাওয়ার স্রোত ভাসায় সারা ঘর।
পুরোনো দিন হারানো দিন জড়ায় পাকে পাকে।
এবার আমি শীতের পাতা ব্যথিত মর্মর।

হাওয়া ঘুরছে পাতা উড়ছে শুকনো নদী মাঠ।
শূন্য জুড়ে চোখের জাল, এলো না সেই পাখী।
দু-হাত ঠেকে দেয়ালে—আমি এখানে সম্রাট :
ইচ্ছেমতো স্মৃতির খাঁচা বানিয়ে জেগে থাকি।

কারা হাসছে ? চোখে ভাসছে অনেক চেনামুখ।
তোদের ভালোবাসার তাপ কখনো ভুলবো না।
একটি রেখা চিহ্নহীন হৃদয়ে আনে সুখ :
এখানে ঢের বুনেছি বীজ ফলেছে ম্লান সোনা।

পাতা ঝরছে মনে পড়ছে এসেছি বহুদূর !
হৃদয় জুড়ে স্মৃতির শব, জীবন ভঙ্গুর।

কার জন্যে ঘর ভাঙছো

কার জন্যে লিখছো তুমি, কে তোমার স্মৃতির পাঠক
কাকে বা শোনাতে চাও হৃদয়ের গভীর যন্ত্রণা ?
কে শুনবে ? তুষ্ট সব অন্ধকার-শবের বাহক ;
তাদের বুদ্ধির প্রতি নির্বোধ শিশুর মতো তোমার ধারণা।

কবির দুঃখই প্রাপ্য। স্বেচ্ছায় যে তীব্র হলাহল
পান কোরে নীলকণ্ঠ হবে তার নির্বাসন শ্রেয়।
কতোটুকু পান কোরবে, শুষে নেবে আগ্নেয় তরল ?
দু-হাত সংকীর্ণ ছোটো, মৃত্যুবীজ অক্রান্ত অমেয়।

তুমি ভাবছো ভালোবাসবে সুলক্ষণা সুন্দরী নারীকে,
প্রেমে পরিশুদ্ধ হবে, ঘর বাঁধবে অতল বিশ্বাসে ?
তাহলে উন্মাদ তুমি। স্থির হও। দ্যাখো চতুর্দিকে
কামার্ত প্রতীক হাসছে, বিদ্ধ কোরছে তীক্ষ্ণ পরিহাসে।

কার জন্যে ঘর ভাঙছো, ক্ষয় কোরছো অমূল্য শরীর ?
জীবন অপরিমেয় নয়, তা সংকীর্ণ অগভীর।

শিল্পীর মৃত্যু

সম্প্রতি বিচ্ছিন্ন সব প্রেম শান্তি নৈরাশ্য বিষাদ।
কি হবে অজস্র এঁকে, ক্রমশ বাড়িয়ে চিত্রসূচী ?
অভিষ্ট শরীর আঁকি যতোবার ততোবার মুছি ;
রেখায় পড়লো না ধরা গর্ভিণীর মোহন আহ্লাদ।

কীহবে অজস্র এঁকে ক্রমশ বাড়িয়ে চিত্রসূচী ?
শিল্পীর মৃত্যুই শ্রেয়, অক্ষমের ব্যর্থ আর্তনাদ।
রেখায় পড়লো না ধরা গর্ভিণীর মোহন আহ্লাদ।
নিষ্প্রাণ সৌন্দর্যে জানি ভাগ্যবান যমেরও অরুচি।

শিল্পীর মৃত্যুই শ্রেয়, অক্ষমের ব্যর্থ আর্তনাদ।
নৈপুণ্য চাতুর্য বৃথা, ফেলে দিই ছিঁড়ে কুচি কুচি,
নিষ্প্রাণ সৌন্দর্যে জানি ভাগ্যবান যমেরও অরুচি :
স্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে ক্ষমার অযোগ্য অবসাদ।

দিনগত পাপক্ষয়ে অতঃপর স্থির কর্মসূচী !

সন্ধ্যার স্টেশনে বসে

তোমাকে সমস্ত দিয়ে আমি হবো বিবাগী বাউল ।
ছেলেবেলাকার স্মৃতি মনে করো, ভাবো, প্রতিদিন
কী তীব্র উজ্জ্বল ছিলো ! কতো মুক্তি সহজ সতেজ !
তাকে ভাবো—রাত্রি হ'য়ে যে আজো অজস্র ছবি আঁকে ।

আহা, কী তরঙ্গ ওঠে শেষবেলাকার শান্ত নদী, তোর বুকে ।
কতো দৃশ্য ভেঙে যায়, পুনশ্চ সাজাও চিত্রপট ।
বিচ্ছিন্ন স্বপ্নের কাছে করযোড়ে দাঁড়াও প্রেমিক
ঊর্মির বালুকাতটে স্মৃতিফলকের একাগ্রতা
বুকে নিয়ে । আমি জানি তর্পণও নিষ্ফল ; কোনোদিনই,
সে আর আসবে না, মুগ্ধ চোখ তুলে তাকাবে না আর !

পৃথিবী এখন শ্রান্ত, রূপমুগ্ধ প্রেমিকের মতো
রূপসী রাত্রির প্রতীক্ষায় সব প্রকৃতি নীরব ।
আমার হৃদয় তবু তরঙ্গিত অশান্ত উদ্বেল,
একে একে সব মুখ ভীড় করে দক্ষিণের দ্বারে ।

তোমাদের কতোকাল দেখিনি বলো তো, ঐ মুখ
ঐ চোখ ঐ হাসি তোমাদের সঙ্গে চলে গেছে ।
ক্ষমাহীন সময়ের ধুলোয় আকীর্ণ সব ছবি,
একদা যেসব আমি চিত্রিত কোরেছি অহংকারে ।

সন্ধ্যার স্টেশনে আমি অন্তিম ট্রেনের অপেক্ষায়
বসে আছি ; কতো যাত্রী চলে গেছে বিকেলের ট্রেনে !
লাখো লাখো অন্ধকার দস্যুর মতন লুফে নিয়েছে তাদের,
প'ড়ে আছে ভাঙা কলসি ছেঁড়া চট শুকনো ফুলমালা ।

শীতের সন্ধ্যায় কাঁপে বিবর্ণ হলুদ পাতা হিমেল বাতাসে ;
ধানকাটা শূন্যমাঠ আমার হৃদয় । কতোদিন
তোমাকে দেখিনি ! তুমি সুবর্ণরেখার বালুকায়
মিশে আছো ! কোনোদিন দেখা আর হবে না হে প্রেম !

হাওয়ায় ক্লান্তির সুর আসন্ন বিচ্ছেদ ; তবে শোনো
হে বন্ধু আমার ! সব সঞ্চিত বেদনা তুলে দিয়ে
বিবাগী বাউল হবো । ছেলেবেলাকার স্মৃতি বড়ো ব্যথা আনে ।
আমার সমস্ত নাও—মহৎ আকাঙ্ক্ষা গান অন্তহীন প্রেম ।

দ্যাখো কি বিচিত্র দুঃখ

দ্যাখো, কি বিচিত্র দুঃখ দৃশ্য হয়ে আমার শরীরে
নিয়ত দর্পণে মুখ তুলে ধরে ; দ্যাখো, কি বিষাদ
আমার চোখের নীচে চিহ্ন হয় ; চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে
বিনষ্ট কীর্তির শব মুহুর্মুহু করে আর্তনাদ।

কে তুমি দুঃখের হাতে বন্দী হয়ে আছো চিরকাল,
প্রণম্য প্রেমের হাতে ধরা দাওনি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ?
দ্যাখো, এ রাত্রির বৃন্তে ফুটে আছে আলোর সকাল—
আমাদের স্মরণীয় যাত্রা হবে তারই তো সন্ধানে।

যদিও নিয়তিনিষ্ঠ পদক্ষেপ, যদিও মূঢ়তা
প্রাত্যহিক কামনায়, পরিণামী অন্ধকার ভাসে
প্রদীপের পাদপিঠে, তথাপি হে গাঢ় নির্জনতা,
প্রার্থিত শান্তির স্বাদ দিও এই দুঃখের প্রবাসে।

সুখ, সে তো ক্ষণস্থায়ী, দুঃখ চিরকাল প্রতিবেশী—
সপত্নী দু'পাশে, আমি প্রেম ! তোর সুচির অন্বেষী।

দুঃখ তাকে দিয়েছিলো

দুঃখ তাকে দিয়েছিলো প্রকৃত প্রেমের অধিকার।
মৃত্যুকে মথিত কোরে সে বিজয়ী সম্রাটের মতো
গিয়েছে দক্ষিণ হতে পশ্চিমের প্রশস্ত বাগানে,
হাতে তার জয়বার্তা অবিকম্প তৃষ্ণা হয়ে জ্বলে।

অনিন্দ্যসুন্দরদেহী হে আমার প্রবল প্রেমিক !
(যদিও লালিত স্বপ্ন অন্য এক ব্যাভিচারী প্রণয়ীর বুকে
জেনেছি, নিদ্রিত আছে।) আরো এক কুটিল যন্ত্রণা
তোমাকে উত্তীর্ণ হতে হবে ঠিক সম্রাটের মতো।

তোমাকে উত্তীর্ণ হতে হবে স্থির দীপ্ত পদক্ষেপে
সময়, প্রবল দুঃখ, সাময়িক সুখের সংকেত,
অধ্রুব আনন্দ আর অনির্ণীত আলোর ইশারা,

গড্ডল স্রোতের মোহ, অচঞ্চল প্রৌঢ়ের প্রসাদ ।'

তাহলে প্রস্তুত হও, শব্দ কোষে বেজে ওঠো, আর—
ঘোরাও সদম্ভে আত্মপ্রত্যয়ের তীক্ষ্ণ তরবারী—
দ্বিখণ্ডিত করো ঐ অনায়াস শরবাহী কুঞ্চিত ললাট,
এবং দুঃখকে ভাবো কখনো বন্ধু বা প্রণয়িনী ।

আমি আছি শব্দহীন ছায়া, আমি মৃত্যুহীন প্রেম ॥

মৃত্যু এবং প্রেমিকের ভালোবাসা

'এমন কি প্রেমিকের ভস্মশেষও পায়না বিশ্রাম'—
বলেন জন্‌সন্—'শান্তি নেই তার বিদেহ আত্মার ।'
হাওয়ায়-হাওয়ায় ভাসে ধূলিতে মাটিতে অবিরাম,
প্রাণে-প্রাণে সুগভীর শান্তি ভাঙে স্মৃতির সম্ভার ।

তার প্রার্থনার গাঢ় উচ্চারণে ত্রিকালের চূড়া
কেঁপে ওঠে, প্রতিধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে ক্ষিপ্রগতি
বেজে ফিরে আসে মৌনে ; ভীতত্রস্ত সলজ্জ বধূরা
অন্তরালে তুলে দেয় সম্ভাবিত আনন্দসম্মতি ।

এমন কি সে লম্পটও আসক্ত যে বারবনিতায়,
আসবে আশ্রিত সুখী সুখ দুঃখ সহজেই ভোলে,
এবং কুটিল স্বামী প্রত্যহ যে ভোগেন ঈর্ষায়
অজস্র সন্দেহে, সেও প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসে দোলে ॥

এ মুহূর্তে হতে পারে সর্বত্যাগী নিঃস্ব অনিকাম,
এ কারণে প্রেমিকের ভস্মশেষও পায় না বিশ্রাম ॥

তুমি

মরা ডালে শুধু তুমিই ফোটাতে পারো
অজস্র ফুল সময়ে কি অসময়ে
আগত দিনের গোপন ব্যর্থতারও
প্রচ্ছদপটে শুধু তুমি নির্ভয়ে
স্বপ্নকে দাও মুখর চিত্ররূপ

নিহত সাপের মতো শীতার্ত নদী
ভাবে পৃথিবীকে গভীর অন্ধকূপ
সম্ভাবনাও থাকতো জীবনে যদি !

তবু তার বুকে মরশুমে ফোটে ফুল
শ্রাবণের দানে রূপোলী তারার মতো
অসংখ্য প্রেম নিয়ে ; ঋণ তার যতো
প্রতিমুহূর্তে বেড়ে ওঠে নির্ভুল

আমার সূর্য-শরাহত দিনগুলি
ব্যঞ্জনাহীন। স্বপ্ন-মারিচ আর
ইচ্ছার কাছে আসে না, যে রং তুলি
সৃষ্টি ব্যাকুল ছিলো, সে নির্বিকার

পত্রবিহীন যে আমার পটভূমি
সূর্যের তাপে পড়েছে মাটিতে ঝ'রে
ঋণী তাকে কেউ করেনি, জীবন ভ'রে
জেনেছে, তৃষ্ণা মেটাতে পারবে তুমি

প্রত্যয়-গাঢ় চেতনা তো নয় ভুল
মরা ডালে পারো তুমিই ফোটাতে ফুল।

কালক্রমে সব কিছু ভুলে যাবো

কালক্রমে সব কিছু ভুলে যাবো—প্রেম, মৃত্যু, শোক,
দুঃখের দুঃসহ দিন, দুঃস্বপ্ন-চকিত অন্ধকার,
ভুলে যাবো ক্ষমাহীন সময়ের কঠিন প্রহার,
তৃষ্ণার শীতল শব কাঁধে নিয়ে চলে যাবো কালের বাহক।

সজ্জিত শ্মশান চুল্লি, খাঁ খাঁ কোরছে প্রান্তরের হাওয়া,
পার্শ্বে বেত্রবতী নদী ক্ষীণস্রোতা নারী শবাসনা ;
এপারে ওপারে দুল্‌ছে শব্দহীন বৃক্ষ। যে যন্ত্রণা
নিয়ত ভাসায় ঘর তারও হবে শর্তহীন শূন্যে ফিরে যাওয়া।

ডুবে যাবে সব শব্দ স্বরচিত অনন্ত তিমিরে।
হে বিষাদময়ী মৃত্যু, তুমি একমাত্র প্রিয়মুখি।
চতুর্দিকে ঘুরছে দ্যাখো অনাহারী অতৃপ্ত অসুখী,
স্মৃতির সূর্যকে দ্যাখো বিস্মৃতির সপ্তরথী ঘিরে।

কিছুই থাকে না, থাকবে না। তুমি, প্রণয়ী সম্রাট,
স্মৃতির বল্লমে আর গেঁথে রাখতে চেয়ো না প্রিয়াকে ;
কিছুই শাশ্বত কিংবা কালজয়ী নয়। মৃত্যু যাকে
ভালোবাসে, তার কীর্তি গৌরবকাহিনী রাজ্যপাট

সমস্ত নিয়েও বুঝি তৃপ্তি নেই! ব্যথিত আত্মার
অবশিষ্ট আলো এসে ঢেকে দেবে দস্যু অন্ধকার।

জীবনানন্দের মতো একা

কোথাও আনন্দ নেই, একমাত্র শ্রাবণী মল্লিক,
তোমারি ঠোঁটের প্রান্তে অমলিন আনন্দের রেখা।
কবিতা, কেতকী কেকা ইন্দ্রাণী মিত্রের মতো ঠিক
তুমি নও, যেনো তুমি পিতামহ সূর্যেরও অদেখা।

একুশ বসন্ত ধরে প্রস্ফুটিত হয়েছো, জানি না
কে তোমার মালঞ্চের হবে মালাকর, শুধু জানি
আমরা কয়েকটি যুবা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারি না
সম্মুখে তোমার, শুধু স্তোত্র পড়ি কোরে যুক্ত পাণি।

তোমার সন্ধানী চোখে চোখ রেখে রৌদ্রের দহনে
গুটিকয় কৃষ্ণচূড়া জ্বলেছিলো মৃত্যু ভালোবেসে।—
আমরা প্রস্তুত হই. উচ্চারণ করি মনে মনেঃ
তোমার কটাক্ষ মাত্র ভস্ম হবো সহজে নিমেষে।

তারপরে সম্ভাবিত পরিণাম জানি না যদিও।—
হয়তো ঠোঁটের প্রান্তে অমলিন আনন্দের রেখা
মুছে যাবে. ফুটে উঠবে করুণ নির্ভীক রমণীয়
একটি উজ্জ্বল আলো। জীবনানন্দের মতো একা

নির্বাসিত, তাই জানিঃ নও তুমি শ্রাবণী মল্লিক
কবিতা.কেতকী কেকা ইন্দ্রাণী মিত্রের মতো ঠিক।

তথাপি

জানি মৃত্যু সীমাহীন, তবু প্রেম চির অনশ্বর—
এ ধ্রুব বিশ্বাসে আমি অন্ধকার হতে ঘরে ফিরি।
আকাশে বিস্তৃত শান্তি। নীচে নামছে ক্রমাগত সিঁড়ি।
কী তৃষ্ণা ভাসায় প্রেমে অমলিন সমর্পিত ঘর ?

কোথায় অভ্যস্ত সুখে ডুবে আছো বাসনা আমার !
সমস্ত সংসার জুড়ে দুঃখ বাজে দুঃখ প্রতিদিন
অবিশ্রাম তীব্র জ্বালা চোখ পুড়ছে মুখ পুড়ছে, অশান্ত ধমনী।
পদশব্দে চমকে উঠি, ছায়া ! তুমি বুকে বইছো ত্রিকালের ভার ?

গভীর নৈঃশব্দ আর শব ঠেলে প্রতি পদপাতে
তুমি শান্তি রাত্রিদিন। অবিরাম তৃষ্ণা জ্বেলে চোখে
ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর। দুঃখ শোকে
প্রাপ্তিহীন সেই স্বপ্ন ভেঙে ফেলে নিষ্ঠুর আঘাতে

সমস্ত সংসার দুঃখ। তুমি রেখে শব্দ পরস্পর
তথাপি নির্মাণ করো প্রেম শান্তি আনন্দিত ঘর।

কে তুমি বাজাও বীণা, আমি মুগ্ধ কান পেতে শুনি।
শব্দের নির্ঝর আহা! প্লাবিত হৃদয় শূন্য আত্মীয় আকাশ;
অন্তর্ভেদী অন্ধকার, সরে যা সরে যা কোনো দুর্লক্ষ্য পাতালে
সপ্তস্বরা বীণাযন্ত্র শেষবার ঝড় করো অতল বিস্ময়।

ঝড়ের অন্তিমে শান্তি। কে তুমি প্রেমিক দীর্ঘশ্বাসে
ভরে তোলো শূন্য ঘট, অপলক চোখে রাত্রি আনো?
তুমিও এখানে এসো, অন্তরঙ্গ ছায়া হও ছায়া হয়ে থাকো,
শব্দের নিষ্কাম স্রোতে বহুদূর পরস্পর যাবো হাত ধরে।

আকাশ কোথায় মেলে? কোথাও না। তবু মনে হয়
এবার ঘনিষ্ঠ হবে শৈশবের আস্বাদিত স্মৃতির মতন;
শব্দের সুরের টানে দূরে যাক প্রাত্যহিকতার দায়; তুমি
বাজাও বাজাও—শান্তি নৃত্য কোরছে দু-হাতের দশটি আঙুলে।

আমি মুগ্ধ কান পাতি ঃ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিষাদ-নির্ঝর!
তির্যক শব্দের শরে সংবিদ্ধ চেতনা : স্বেদ খরস্রোত নামে,
পদতলে সৃষ্টি হয় নদী। কোন পুণ্যকামী অন্তর্জলী হবে
শব্দের দুর্বার টানে? দুঃখ সে তো স্নেহময়ী প্রতিশব্দ, জেনো।

কে তুমি বাজাও বীণা? যেই হও, কণ্ঠ তোলো, সুন্দর পরমা
চতুর্দিকে শবাধার, প্রতীক্ষিত আমাদের সুঠাম শরীর।
জলের নৈঃশব্দে আহা শব্দ হও শব্দ হও নারী;
আমি মুগ্ধ কান পাতি যতক্ষণ শবাধার বাহক না তোলে।

দেয়ালে জীবনানন্দের ছবি দেখে

সব তুচ্ছতার সীমা এইখানে কয়েকটি নিপুণ রেখায় !
দ্যাখো, কী আশ্চর্য শান্তি আলো প্রেম স্থির নির্জনতা ।
কাছের দেয়ালে তুমি, অথচ স্পষ্টত বহুদূরে ।
হে নৈঃশব্দ, ঘিরে থাকো প্রেমিকের স্বরচিত দ্বীপের সংসার ।

কে তুমি তন্ময় ধ্যানী ! অনুজ্জ্বল নক্ষত্রকে পরম বিশ্বাসে
রেখায় সম্মত করো ধরা দিতে, দুঃসাহস বড় ভালো লাগে ।
আকাশে উজ্জ্বল শস্য ছিঁড়ে খায় পলাতক সোনার হরিণ,
বড়ো ভয় করে তার রক্তপাত আমাদের মগ্ন-চেতনায় ।

তুমি এসো দস্যু হাওয়া, মুছে দাও সংসারের যাবতীয় আলো,
একটি নিষ্কম্প শিখা তুমি তাকে রক্ষা করো দাম্ভিক কৃপাণে ।
জানালায় জানালায় দরজায় পরদায় নৃত্য করো হে নর্তক !
দূরের দেয়ালে ঐ চিত্রকাব্য স্পর্শ করো কৃতার্থ সম্পুটে ।

কী প্রতিজ্ঞা বুকে তোর মরে গেছে অবিশ্রাম দুঃখের দহনে !
আহার মৈথুন নিদ্রা তিনসংগী সমতালে পা ফেলে প্রত্যহ
সূর্যাস্তে বা সূর্যোদয়ে । একই বর্ণে তিনরঙ্গা কালের দৃশ্যের
সব চিত্র মুছে দিয়ে হতে চাস্ দুঃখহীন বিষণ্ণ বাউল !

ঐ দ্যাখ ! তুচ্ছতার সীমা সুস্থ কয়েকটি নিপুণ রেখায়
এবং আশ্চর্য শান্তি আলো প্রেম স্থির নির্জনতা ।
কাছের দেয়ালে তুমি । স্পষ্ট দূর আকাশের অফুরন্ত নীল
দু-চোখে বিস্মিত । আমি রক্তমাখা হাত ধুয়ে ফেলেছি রাজন্ !

এক বর্ষার দুটি চিঠি

[স্বদেশরঞ্জন দত্ত-কে]

এখানে করুণ মেঘ অবিশ্রান্ত বর্ষণে মুখর,
গলিতে জলের শব্দ পায়ে পায়ে বাজে। ওরা কাল
আসেনি যাদের আমি একদিনও না দেখে পারি না।
স্বদেশ! তুমিও কাল এলে না? আমার ছোটো ঘর
তোমাদের কাছে চায় এতোটুকু উষ্ণ আত্মীয়তা।

যাবতীয় দুঃখ বড়ো কাছে আসে, যখন টেবিলে
কলমটা নিয়ে বসি। শোভনের আঁকা মা ও ছেলে
কেমন জীবন্ত হয়; যন্ত্রণায় বিকৃত হলুদ
মায়ের মুখটা যেনো কথা বলতে চায়। আর শোনো:
ছেলেটা চিৎকার কোরে ওঠে কোনো অবোধ্য ব্যথায়।

স্বদেশ, তোমার চোখে এখন যে কার ছবি ভাসে
জানি না. আমার চোখ বিঁধে আছে পাশের দেয়ালে;
ছবিটা খুলেই রাখবো, ঐ মুখ ডুবিয়ে কখন
আরেক মুখের রেখা স্পষ্ট হয় অতল উজ্জ্বল
গভীর আনন্দ হতে উৎসারিত বেদনার মতো।

এখনো বৃষ্টির রেশ থামেনি স্বদেশ, তুমি কাল
সন্ধ্যায় যদি আসো দেখবে: সে ছবিটা তখনো
দেয়ালে তেমনি আছে। সরাতে পারি না, যতোবার
হাত দিই, ব্যথাতুর করুণ চোখের প্রতিবাদ।

স্বদেশ, আগামীকাল বৃষ্টি থেমে গেলে তুমি এসো!

[কৌশিক চট্টোপাধ্যায়-কে]

বৃষ্টি থেমে গেছে ঘর অবিশ্রান্ত বর্ষণের শেষে
করুণ বিষণ্ণ এক পৃথিবীর মতো পড়ে আছে।
আমি একা শুয়ে আছি কি বিপুল তৃষ্ণা নিয়ে বুকে!
তোমাকে এখন যদি কাছে পাই, সব শূন্যতার
ছায়া হতে চলে যাবো আকাঙ্ক্ষিত উজ্জ্বল কৈশোরে।

অ্যালবামে ছবিগুলো অযত্নে পাণ্ডুর রেখাহীন ;
ওরা কেনো কাছে টানে অবিরল কাছে টানে ? শোনো ঃ
এখনো অনেক পথ, অথচ সবুজ নেই পথে ও প্রান্তরে ;
সে গভীর বেদনায় ওরা আনে আমার মায়ের
দুর্লভ স্নেহের স্পর্শ, এখন যা গল্প মনে হয় ।

কৌশিক ! তোমার সাথে সকালবেলার আত্মীয়তা ;
ভোরের অমল আলো আমাদের তৃতীয় বান্ধব ।
বড়ো কাছে বসে আছি, প্রতিদিন বড়ো কাছাকাছি
ঘনিষ্ঠ ছায়ার মতো কাছে কেউ আসেনি কখনও ।

এখন অনেক রাত । নিভৃত টেবিলে ছায়া ফেলে
বসে আছি ! প্রেমেন্দ্র ও জীবনানন্দের যুগ্ম ছবি
দেয়ালে টাঙানো ; তবু কতো দূর নিভৃতে আমাকে
আশ্চর্য দু-হাতে টানে, কতো ম্লান ইতিহাস থেকে
আমাকে প্রার্থিত দ্বীপে নিয়ে যায়, জানো না কৌশিক ?

আমাদের পরবর্তী ইতিহাস রক্তে অবক্ষয়ে
স্নায়ুযুদ্ধে মন্বন্তরে মরণের প্রবল তাণ্ডব ।—
আমরা থাকবো না, তবু আমাদের কৃতকর্মভোগ
যাদের উত্তরাধিকারসূত্রে লভ্য অনায়াসে
তারা কি সহজে দেবে অভিপ্সীত সশ্রদ্ধ প্রণাম ?

সে সব দুর্দ্দিন ঘৃণা অভিশাপ অভিযোগ থেকে
আমাদের মুক্তি নেই আমাদের অব্যাহতি নেই !
কৌশিক ! ভোরের সেই অমলিন আনন্দের রাখী
এসো, বেঁধে দিই কোনো প্রত্যাশিত কিশোরের হাতে :
এসব উৎসবে তুমি যোগ দিতে এসো কাল ভোরে ।

আজ আমি স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসনে । সমস্ত পৃথিবী
দরজার ওপারে ভীত সংকুচিত কুমারীর মতো ।
আমাদের চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দুর্ভেদ্য প্রহরী ।
মৃত্যুর পায়ের শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর শুনি ।

নির্বিকার ছায়া রেখে সম্মুখের প্রশস্ত টেবিলে
ভোরের প্রতীক্ষা কোরছি । কতোকাল কোরবো জানি না

আশ্চর্য, আমরা আজো বেঁচে আছি

আশ্চর্য ! আমরা আজো বেঁচে আছি, এবং দু-চোখে
এখনো নিঃসীম স্বপ্ন সাধ কিংবা প্রত্যাশা নিবিড় !
এখনো বন্ধুকে কাছে পেতে চাই ; মাতাল অস্থির
অবাধ্য দু-পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছি দুঃখে কিংবা শোকে ।

আশ্চর্য ! এখনো আমরা মুগ্ধচোখে প্রেমিকের মতো
প্রসারিত করতলে হে নারী, তোমাকে পেতে চাই !
এখনো প্রতিষ্ঠ প্রেমে, অন্ধকারে আজো হাতড়াই
একদা বিশ্বস্ত রাখী, আজো ভাবি রয়েছে অক্ষত !

দৈবাৎ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি পরিচয় হলে
এখনো বিস্মিত হই, ভয় পাই, অথচ প্রত্যহ
অজস্র বিচ্ছিন্ন মৃত্যু খেলা কোরছে নিয়ে অহরহ
নিপুণ শিল্পীর মতো রাজপথে অন্দরমহলে ।

আশ্চর্য ! আমরা আজো বেঁচে আছি এবং দু-চোখে
এখনো নিঃসীম স্বপ্ন জ্বলে ওঠে দুঃখে কিংবা শোকে !

অস্থির শব্দেরা সব

অস্থির শব্দেরা সব শান্তির নৈঃশব্দে ফিরে গেছে ।
আমি একা শুয়ে আছি অসহায় অন্ধকার ঘরে ।
কেউ ওরা কাছে নেই শান্তি কিংবা শৈশবের দূরতম স্মৃতি,
অথবা সামান্য প্রেম অসামান্য তৃষ্ণার শরীর ।

শব্দেরা এখন সব মরণের একান্ত আঁধারে !
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি নিখিল বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে অবিরত ;
পরিপূর্ণ স্তব্ধতায় নিভৃত বুকের অন্তঃস্থলে
নিহিত যন্ত্রণা তবু মাথা তোলে উদ্ধত অটল ।

আমার ইচ্ছারা সব শুয়ে আছে শূন্যতার হাতে ;
আর আমি শুয়ে আছি কতোকাল অবিশ্বাস ঘৃণা নিয়ে বুকে !
প্রতিবেশী অন্ধকার একমাত্র বন্ধু কিংবা মায়ের মতন
জেগে আছে জেগে থাকে, শব্দেরা নিথর হয়ে গেলে, তারও পরে ।

ক্ষয়িষ্ণু আলোর রাজ্যে

ক্ষয়িষ্ণু আলোর রাজ্যে নির্বাসিত আমার সম্রাট
(প্রেম যার অন্য নাম।) ; নরকের ক্লান্ত দ্বারদেশে
ফিরে যেতে চাই আমি, অবক্ষয়ী ধৈর্যের কবাট
দক্ষিণে উন্মুক্ত কোরে রাজ্যহারা সম্রাটের বেশে।

গর্বিত মুকুট দ্যাখো ধুলোয় লুণ্ঠিত অবহেলে।
কেউ ফিরে তাকাবে না বন্ধু কিংবা পুত্র প্রণয়িনী,
বিশ্বাস বেদনা ক্ষমা ; দুইচোখে অন্ধকার জ্বেলে
ঘোরানো সিঁড়ির বাঁকে প্রতীক্ষিতা চতুরা স্বৈরিণী।

তাকে তো দেখেছো তুমি দর্পিত আলোয় প্রতিদিন
কুণ্ঠিত ক্লেদের ভারে অসহায় পাণ্ডুর ললাট।
এখন সম্রাজ্ঞী যেনো পৃথিবীর প্রলয়কালীন,
যেহেতু অদৃষ্ট দোষে হৃতরাজ্য আমার সম্রাট।

দিকে দিকে মৃত্যু তাই অবারিত স্বচ্ছন্দ শরীরী ;
যেখানে সে বসে আছে তার পরে নেই কোনো সিঁড়ি।

নতুন প্রত্যয় থেকে

মধুবাতা ঋতায়তেঃ। কেনো এই অনিন্দিত ঘরে
অবাঞ্ছিত অন্ধকার অনাহূত অতিথি আমার !
উদার আলোর প্রার্থী চারাগাছ, আজ দ্বিপ্রহরে
অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় মৃত্যু কেনো জীবনের ভাবো সারাৎসার ?

প্রস্তরিত যৌবনের কামনার কবন্ধ এখন
এই শূন্য তেপান্তরে ঘুরে মরছে, পাতা ইতস্তত
ঝরে পড়ছে। স্বপ্নাতুর অন্তরঙ্গ একদা জীবন
আশ্চর্য সংগতিহীন ; মরণ বাঞ্ছিত আপাতত।

অমৃতস্য পুত্রাঃ—ডাকে রক্ত, তোলে রক্তে কোন্ ঝড় ?
মধুবৎ পার্থিবং রজঃ আমার মায়ের অস্থি নিয়ে।
আমার মায়ের স্নেহ খোলে দরজা খোলে জান্‌লা ; ঘর
ওঁ মধু মন্ত্রের স্রোতে ভেসে যায়। এই পথ দিয়ে

পরম্পর নৃত্য করে ছয় ঋতু। কণ্ঠে তাই সুরমা আমার
আশার সংগীত বাজে—অন্তরঙ্গ মনে হয় সমস্ত সংসার।

বিষয়ের আর্তি

আশার সংগীত কেনো কণ্ঠে আর বাজে না সুরমা ?
কেনো যে বিশুষ্ক ম্লান মনে হয় সব দৃশ্যাবলী ?
একটি বিবর্ণ মুখ ভেসে ওঠে। নিষিদ্ধ উপমা
কখন অলক্ষ্যে এসে ভরে দেয় যৌবনের দীপ্ত বনস্থলী।

কেনো যে আলোর উৎস নিরুদ্ধ অক্ষম শিলাতলে !
মুখের প্রতিটি রেখা স্পষ্টতই তোলে হরিনাম।
বিপুল দুঃখের ভেলা প্রত্যহ ভাসাই এই গাঙুরের জলে..
শবদেহ গলে পড়ে, মেলে না বাঞ্ছিত স্বর্গধাম।

শবের শিয়রে বসে কতো রাত্রি যাপনের গ্লানি
সমস্ত শরীরে, আর প্রতিদিন নরক দর্শন ;
শতাধিক রমণীর প্রণয়ী সম্রাট, রাজধানী
এবং স্বরাজ্য ছেড়ে হাঁটুজলে করে নিত্য স্মৃতির তর্পণ।

সংসারমন্থিত সুধা নিরবধি পান করো দেবতা আমার !
কণ্ঠে যে সুতীব্র বিষ ধারণ কোরেছি সে আগুনে
আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছে। এক রথে বিপুল সংসার
অন্য রথে আমি একা যুদ্ধ কোরে নিঃশেষিত তূণ।

সব তার পুড়ে গেছে—এ বিপুল ধ্বংস করো ক্ষমা।
আশার সংগীত বুঝি কণ্ঠে আর বাজবে না সুরমা ?

যন্ত্রণার মুখ

সমস্ত মুখেই তার চিত্রিত এ-যুগের যন্ত্রণা ?
অথবা প্রতীক বুঝি বিধ্বস্ত এ নগর-আত্মার।
যতো দৃশ্য গড়ে, হেসে, অনায়াসে ভাঙে পুনর্বার ;
স্থির শান্তি শূন্যকুম্ভ। নাভিদেশে নৃত্য করে উষ্ণ রক্তকণা।

হৃদয়ে বাঁচবার সাধ বিলাসিতা ? হে দুঃখ আমার !
প্রেম, তুমি পরাজিত নিষ্পিষ্ট বিকৃত পদতলে।
কে আর জননী হবে যদি তৃষ্ণা মেটে সুকৌশলে ?
স্বেচ্ছায় আশ্রিত হবো নগ্ন-বুকে বারবনিতার।

তিনটে বুদবুদ হয়ে মিশে যাবে মদের গেলাসে
তিনটি শূন্যতা—আমি পান কোরে ত্রিকালজ্ঞ, জানো !
ছায়াহীন বৃক্ষ, পরিচয়-হীন আমার সন্তানও
মাতৃজঠরেই পুনঃ ফিরে যাবে। রমণী বিলাসে

অন্ধকার গাঢ় হবে, মুছে যাবো বিন্দুর মতন”
বলে সে হাসলো—মুখে সুগভীর যন্ত্রণা তখন।

ক্লাচ

শেষরাতে ঘরে ফিরছে বুঝি তার নিশাচর স্বামী !
অবাধ্য পায়ের শব্দ ! পথের নিষ্ঠুর প্রতিবাদে
সামান্য ভ্রূক্ষেপ নেই। মাতালের অবুঝ নষ্টামি
সুতীব্র আগুন জ্বালে বুকে তারা, একা বসে কাঁদে।

সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। ফেরেনি মদ্যপ স্বামী তার।
দু-চোখে দুঃসহ ভয়, উৎকণ্ঠায় কেঁপে ওঠে বুক—
হয়তো……সে ভেবে চলে—জুয়ায় সর্বস্ব হেরে আর
ফিরবে না আজ রাতে দুশ্চরিত্র লম্পট কামুক।

অভুক্ত এখনো হয়তো—হ্যারিকেন জ্বেলে বসে ভাবে ঃ
মাসের প্রথম দিন যা পেয়েছে জুয়ার আড্ডায়,
মদের দোকানে, সস্তা রেস্তোঁরায় নিশ্চিত খোয়াবে—
সকালে বেহুঁস হয়ে শুয়ে থাকবে শুকনো বিছানায়।

ঘুম নেই। রাত্রিশেষ ! নুয়ে পড়ে দুশ্চিন্তার ভারে—
অদৃষ্ট ঠকালো তাকে। অন্ধকার শিয়রে নিশ্চিত।
তথাপি বাঁচতে হবে ?—প্রশ্ন করে প্রভুবিধাতারে।
তিলে তিলে ধ্বসে পড়ে জন্মলব্ধ বিশ্বাসের ভিৎ।

মুহূর্তেই জেগে উঠে দরজা খোলে বিশ্বস্ত রমণী।
আলোটা উজ্জ্বল করে। অসংযমী দেহ তার কাঁধে
নির্ভয়ে দু-হাত রেখে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। সে ঘরণী
আশ্বাসে নিজেকে বেঁধে পুনশ্চ সে লম্পটের সাথে—

খেলার সামগ্রী হয়। “অসতী হবো না আমরণ।”
দুর্বল স্বামীর হাতে সঁপে দেয় বিধ্বস্ত যৌবন !

নৈঃসঙ্গ্য ও একটি গোলাপ

ওরা সবাই চলে গেছে অনিন্দিত আলোর মোহনায়
ওরা কখন ছায়ার মতো ও-পথে চলে গেছে
আমি তোমার ধূসর মুখ মুখের রেখা দু-চোখে বিঁধে রাখি
আমার সব দেয়াল জুড়ে বিষণ্ণতা অন্তহীন দোলে

আমার সব দেয়াল জুড়ে শব্দহীন স্মৃতির জলছবি
কালের কতো কুটিল রেখা তোমার দেহে এঁকেছে সংসার !
আমায় কাছে ডাকে আমায় কাছে ডাকে নিবিড় ভালোবাসা
এখন আমি দরজা ধরে নীরব প্রতীক্ষায়

এখন তুমি গোলাপ কেনো রক্তহীন মুখের কথা আনো
এখন তুমি গোলাপ কেনো যন্ত্রণার প্রতীক হলে প্রিয়
এখন তুমি গোলাপ কেনো দুঃখ হয়ে ফুটেছো নির্মম
এখন তুমি গোলাপ কেনো মৃত-মায়ের হৃদয় হয়ে জাগো

আমার মাকে দেখিনি সেই যখন ঘুম ভেঙেছে আমি তাকে
দেখিনি আর। অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে যেতে আমার মা
তাকিয়েছিলো ; হয়তো সব শরীর দিয়ে রচিত অসহায়
শিশুর মুখ পথের বুকে নিষেধ হয়ে বেজেছে পায়ে পায়ে

কখন যে সে চলে গেছে, এখন কুঁড়ি ফুটেছে যথারীতি
কাঁটার ভারে আনত তারা রুক্ষ তারা সহজ পাণ্ডুর
যেহেতু ছায়া আন্তরিক মেলেনি, আদি পিতার আশীর্বাদ
অন্তহীন প্রার্থনায় প্রতিদিনের নিয়ম অনিয়মে

ওরা সবাই চলে গেছে অনিন্দিত আলোর মোহনায়
ওরা কখন ছায়ার মতো এ-পথ হতে ও-পথে চলে গেছে
এখন আমি অন্ধকারে সহস্র মুখ দেয়ালে এঁকে রাখি
আমার সব দেয়াল জুড়ে বিষণ্ণতা অন্তহীন দোলে

বড়ো বেশী অন্ধকার

বড়ো বেশী অন্ধকার দু-চোখে তোমার, বড়ো বেশী
অন্ধকার শুয়ে আছে তোমার সমস্ত অবয়বে।
কালের নখরাঘাতে শতচ্ছিন্ন মসৃণ দেবতা,
বাঞ্ছিত মৃত্যুর সাপ সারা দেহে সাম্রাজ্য মেলেছে!

বড়ো বেশী শীতল এ অন্ধকার, মৃত মনে হয়;
এবং সামান্য স্পর্শে ধ্বসে পড়বে স্মৃতিসৌধ মহার্ঘ খিলান,—
বাঁচার সকল অর্থ মুছে যাবে, সমস্ত সাধনা
নিরর্থক শূন্য বলে মনে হবে। তাহলে প্রত্যহ
কি দৃশ্য জানলা খুলে দেখতে পাবো? না না, তুমি আর
এসো না। তোমার স্পর্শে সব ফুল ঝরে পড়বে ঘাসে।

তুমি তো যুবক, নও পিতা কিংবা পিতামহ। তুমি
প্রেমিক হলে না কেনো? কোনো ফুল ফোটাতে পারলে না?
শুধু এক অন্ধকার হতে অন্ধকারে যেতে যেতে
ছড়ালে নিখিল শূন্য, পথের দু'পাশে, সেই বীজ
দেবে না শীতল ছায়া, ফুল ফল দুর্লভ সান্ত্বনা।

তৃষ্ণার বল্লমে গেঁথে অনাঘ্রাত কুমারীর দেহ
কী উল্লাসে মেতে উঠলে হিংস্র লোভী সম্রাটের মতো?
যতোই ছেনেছো মাংস ব্যর্থ হয়ে ফিরেছো নির্মম,
চূড়ান্ত শূন্যের হাতে নিক্ষিপ্ত হয়েছো পরিণামে।

বড়ো বেশী অন্ধকার দু-চোখে তোমার, বড়ো ভয়!
তোমার নিঃশ্বাসে হয়তো ঝরে পড়বে সদ্যোজাত প্রাণের মুকুল!
নীল হয়ে যাবে বুঝি প্রেমিকের প্রণম্য শরীর!
তাহলে কী দৃশ্য দেখবো জানলা খুলে, ভোরের জানালা?

হে নির্মম! ফিরে যাও নিঃশব্দ মৃত্যুর অন্তরালে!

ইদানীং যা লিখছি

ইদানীং যা লিখছি সবই সেই বিবর্ণ মুখের
সমাহিত আর্তনাদ, ইদানীং যা বলছি সব
আপাত সংগতিহীন ; চিন্তা যেনো শেষ উৎসবের
পরিত্যক্ত মণ্ড ঘিরে আলো-নেভা ক্ষণিক গৌরব।

এ-নিত্য সংসারে আমি নিপুণ নটের ভূমিকায়
নামতে অক্ষম জেনে দীর্ঘশ্বাস ছড়াইনি পথে ;
সুতীব্র তৃষ্ণার স্পর্ধা দেহের গচ্ছিত প্রতিভায়
সংগত ভাবিনি ; বহু উচ্চারিত শব্দের শপথে

স্থিরতা চেয়েছি ; দস্যু ? কোনোদিন ভাঙিনি দেয়াল
উচ্ছ্বসিত জীবনের তটরেখা ছুঁইনি আঙুলে ;
উঠিনি ঊর্ধ্বের দিকে ইচ্ছার মতন, সপ্ততাল
ভেদ কোরে শৌর্য আমি দেখাতে চাইনি ; বুকে তুলে
অন্তহীন মমতায় স্পর্শ কোরেছিলাম শরীর।

তবু কী দুঃসহ মৃত্যু ! অনুভব বিক্ষুব্ধ অস্থির।

শ্রদ্ধাহীন এ উপসংহার

যেহেতু দু-চোখই মগ্ন পরিচিত প্রচ্ছন্ন-আঁধারে
এ জন্মে পেলে না তাই তমোঘ্ন সূর্যের ভালোবাসা।
নিয়তির চক্রব্যূহে মৃত্যু পায় স্পর্ধিত পিপাসা ;
তোমারই অক্ষম লোভ দোষী করে নিত্য বিধাতারে।

নিষ্ঠুর চক্রান্তে লিপ্ত মনে হয় দুর্বৃত্ত সময়
গুপ্তচর মুহূর্তেরা পায়ে পায়ে ফেরে। কোনোদিনই
আকাঙ্ক্ষা হবে না তৃপ্ত। কামাতুরা প্রবীণা স্বৈরিণী
তোমার অসুস্থ চোখে ঘুরবে যেনো মায়াবী বলয়।

দৈনিকে আকণ্ঠ ডুবে। দেহ প্রথাসিদ্ধ শবাধার।
সন্দেহ জাগে না তবু শ্রদ্ধাহীন এ উপসংহার।

আমার মায়ের গল্প : শ্মশানে একটি গোলাপ চারা-দেখে

না সে তো যায়নি মুছে অসহিষ্ণু সময়ের হাতে
বৎসল নদীর স্নেহ প্রতিদিন ছড়ায় সম্প্রীতি
শব্দিত বৃক্ষের ডাকে সন্ধ্যা আর সুস্থির-প্রভাতে
কয়েকশ' পাখির কণ্ঠে জেগে ওঠে শব্দহীন স্মৃতি

নিঃসঙ্গ গোলাপ, তুমি আমার মায়ের গল্প জানো ?
আমার মায়ের গল্প খেলা কোরছে শৈশবের করুণ বাতাসে
সে-ক্লান্ত কাহিনী শুনে আহা ! জানি জেগে উঠবে নীরব পাষাণও
একান্তই ব্যক্তিগত সে যন্ত্রণা শুয়ে আছে এইখানে, ঘাসে

আমাদের সম্মিলিত ব্যথা কিংবা ব্যর্থতার করুণ কাহিনী
সাগ্রহে ঘোষণা করে সময়ের অতন্দ্র রাখাল
একান্ত যা ব্যক্তিগত সে কাহিনী তোর কাছে ঋণী
একক স্মৃতির শস্যে নামে বিস্মৃতির পঙ্গপাল

যাবতীয় চিত্রপট এযাবৎ এঁকেছি, বিষাদ
ছিলো তার পটভূমি, অন্তরালে জাগ্রত জীবন
দেখেছে বিচ্ছিন্ন মৃত্যু, ইতস্তত দুঃখের নিষাদ
রচিত শব্দের শিল্প কী নিঃসঙ্গ স্মৃতির দর্পণ !

অরব প্রার্থনা হয়ে, শান্তি হয়ে ফুটেছো গোলাপ
একটি স্নেহার্ত মুখ হঠাৎ যে গল্প হ'য়ে গেলো
তার আন্তরিক স্মৃতি বুকে কোরে নীরব সংলাপ
অতীতের গন্ধ নিয়ে উচ্ছ্বসিত বাতাস উদ্বেল

না ! সে তো যায়নি মুছে ; সময়ের যে কাহিনীকার
অনলস সততায় কবিতায় গল্পে ধ'রে রাখে
ব্যথিত সত্তার স্মৃতি, সে এখনো গোলাপ, আমার
মায়ের বিষণ্ন মুখ আন্তরিক আলো দিয়ে আঁকে।

এখনই নিঃসঙ্গ ঘরে ফিরে যাবো

এখনই নিঃসঙ্গ ঘরে ফিরে যাবো। তোমার সংসার
অজস্র রাজন্যবর্গ ঘিরে থাক উজ্জ্বল উৎসাহে।
প্রার্থিত ঈশ্বরী শোনো, ওখানে আমার ক্লান্তিভার
নামালে লাঞ্ছিত হবে, ভেসে যাবে গ্লানির প্রবাহে।

তোমার সংসার ঘিরে অগণন উদ্বাহু বামন
প্রত্যহ প্রসন্ন মনে বারংবার করে স্তবস্তুতি ;
সামান্যে সন্তুষ্ট, করে ভক্তিভরে নাম সংকীর্তন,
যেনবা কটাক্ষ মাত্র দিতে পারে জীবনই আহুতি।

আমি তা পারিনা দেবী। বহু আকাঙ্ক্ষিত নীলোৎপল
মুহূর্তে পারি না দিতে অমূল্য আয়ুর বৃন্ত ছিঁড়ে ;
যেহেতু সামান্য কবি, আছে তার সামান্য সম্বল
এবং সাতটি প্রাণী অবুঝের মতো তাকে ঘিরে।

তা থেকে নিস্তার নেই, অতএব আকাঙ্ক্ষিতা নারী,
তোমার স্মৃতির মাত্র হতে চাই উত্তরাধিকারী।

প্রেমিকের প্রতি

কে তুমি দেহের কাছে হৃদয়ের আনুগত্য রাখো ?
উচ্চারিত শপথের শর্ত ভোলো ? তুমি না প্রেমিক ?
তোমার বলিষ্ঠ বুক নির্ভর, অথচ তুমি ঢাকো
উন্মুখ প্রেমের তৃষ্ণা, অত্যাচার করো পাশবিক ?

সে তবে সম্ভ্রান্ত সুস্থ বাহুর বন্ধনে দেবে ধরা
সমস্ত জড়তা ভেঙে যদি তুমি শান্ত মানবীয়
স্থৈর্যের প্রশান্তি আনো, সে রমণী রূপের পশরা
একে একে তুলে দেবে তোমার দু-হাতে। রমণীয়

যৌথ হৃদয়ের শান্তি—সম্মানিত স্মৃতির গৌরব।
তবে কেনো মগ্ন হলে অশ্রদ্ধায় অর্পিত শরীরে ?
কুণ্ঠিত দু-হাতে চাও আকাঙ্ক্ষিত যৌবনের শব ?
তবে কেনো নৃত্যে মাতো, আপাতমধুর তৃষ্ণা ঘিরে ?
হৃদয়ে হৃদয় রাখো, প্রসন্ন নৈবেদ্য দেবে ঠিক
শ্রদ্ধায় জড়িত হাতে। স্বেচ্ছাচারী ! তুমি না প্রেমিক !

ত্রিশঙ্কু

বিশ্বাসে নিবিড় তুমি, অবিশ্বাসে বল্লাহীন যৌবনের জ্বালা।
নিমগ্ন শিল্পীর তুলি একই রঙে তিনরঙা তৈলচিত্র আঁকে,
শ্বেতবর্ণ দেওয়ালের স্তব্ধতায় বিলম্বিত। শূন্যতাকে ঢাকে
সহসা নৃত্যের বেগে ত্রস্ত পদক্ষেপ, কাঁদে মূর্চ্ছিত বেহালা।

নীল বর্ণ স্ফটিকের চূর্ণ আলো চতুর্দ্দিকে, কাঁপছে সারাঘর,
নূপুর আছড়ে পড়ে, তরঙ্গ-শরীর সাপ ঘোরে ইতস্তত।
উপার্জিত পুণ্যফল ব্যর্থ হলে স্বর্গভ্রষ্ট ? পুনশ্চ দুশ্চর
তপস্যায় মগ্ন হবো। এখন প্রেমের হাতে হবোই আহত।

না হলে কুণ্ঠিত হাতে তৃষ্ণার মদির কাঁচ চূর্ণ হবে ঠিক—
নির্ভর যখনই ভাঙে নিরুপায় সন্তরণ অপটু শরীর।
পুরোনো ভৃত্যেরা ডেকে ফিরে যাবে, বন্ধুজন কাঁদবে সাময়িক,
সময় পিচ্ছিল পথে দ্রুত হাঁটবে। সব ঢেউ ক্রমে হবে স্থির।

সে আমি দেবো না হতে, অন্তত তুলির টানে ফোটাবো যৌবন!
প্রতিটি রেখায় নগ্ন অনুরাগ, বিচ্ছুরিত হবে তীব্র আলো;
সম্পন্ন দেহের স্তবে একলক্ষ শ্লোক তুচ্ছ। বিমুগ্ধ চারণ
পথে পথে গান গাইবে: কি রূপ দেইখ্যা মোর আত্মার পালালো।

সভাভঙ্গে চলে যাবে একে একে পুণ্যগর্বী ভাগ্যবান শ্রোতা;
ত্রিশঙ্কু,—তৃষ্ণার ফলে—এই ভালো। হতে চাই না নিষ্প্রাণ দেবতা

হঠাৎ যে দার্শনিক হয়ে উঠলে

হঠাৎ যে দার্শনিক হয়ে উঠলে পঁচিশের উজ্জ্বল যুবক;
আকাশে উন্মুখ দৃষ্টি মিতভাষী সংযত-আলাপী;
করুণার চোখে দেখছো পৃথিবীর সবই নঙর্থক;
বৃথাই প্রাণীরা ঘুরছি তুচ্ছ সুখ খুঁজে মরছি অবোধ সন্তাপী।

পঁচিশে প্রসন্ন আমি। "মন্দভাগ্যে" হেসে উঠলে ক্লান্ত কণ্ঠস্বর।
শোনো হে: বাঁচার অর্থ আনন্দের উৎস হতে মোহনায় যাওয়া।

আমার তো মনে হয়—তৃষ্ণার প্রবল স্রোতে ভেসে উঠলে ঘর
স্থিতির জড়তা ভাঙবে, বুকে ঘুরবে সময়ের বহুবর্ণ হাওয়া।

দুর্লভ প্রেমের হাতে শিশু হয়ে নৃত্য কোরবো সহজ বিশ্বাসে ;
হোকনা সামান্য ক্ষণই, তবু জানবো কারো বুকে দ্রুত ওঠা নামা
অমঙ্গল আশঙ্কায়। কারো চোখে কালো স্থির মেঘ নেমে আসে
সামান্য স্থিরতা দেখে, রোগার্ত শিয়রে জাগছে নিস্তব্ধ ত্রিযামা।

আমি কারো যোগ্য পুত্র কারো স্বামী বন্ধু, তারো চেয়ে
বিশ্বস্ত তোমার শর—যে অব্যর্থ মৃত্যুকেই জানে ?
বয়সে সাজেহে বন্ধু—ভাবুকতা শূন্যবাদী। দীর্ঘ পথ বেয়ে
অজস্র মৃতুকে ছানো দুইহাতে। হেসে হাঁটবো আলোর সন্ধানে।

দৃষ্টির প্রসন্ন কুঁড়ি ফুটে উঠবে একে একে তীব্র অনুভবে।
হঠাৎ যে দার্শনিক হয়ে উঠলে ! পরিণত অবিকৃত শবে।

আলো চাই না হে রাজন !

আলো চাই না হে রাজন ! আলো চাই না জলধর্মী মনে।
প্রিয়দর্শী অন্ধকার ! মৃত্যুর বালিশে মাথা রেখে
তোমার প্রতীক্ষা কোরছি। তুমি মুখ এঁকো না দর্পণে ;
ফিরে যাও জলগতি প্রসন্ন শিখাটি বুকে ঢেকে।

স্মৃতির সবাক দীর্ঘ চলচ্চিত্র কী দুর্বহ ভার !
চোখে কারা মুখ দেখছো ? চলে যাও প্রতিধ্বনি হয়ে।
আমাকে বিশ্বাস কোরে যে কুমারী বুকের জঙ্ঘার
আচ্ছাদন তুলে দিলো, তার স্নিগ্ধ অক্ষত হৃদয়ে

আমি তো প্রথম দস্যু, আলো তাই আমারি প্রতীক।
সেও অন্ধকারে শুয়ে। বর্ণহীন স্মৃতির মাতাল
মুহূর্ত দেয়না শান্তি ! ফিরে যাও প্রসন্ন প্রেমিক,
শবাধার বহনেও অগৌরব। কুৎসিত কংকাল

শুয়ে থাক পরিণামী সুরক্ষিত মাটির গভীরে।
অন্ধকার ভালোবাসি। সে-ই শুধু জেগে থাক চতুষ্পার্শ ঘিরে

দুই নায়ক

সুদক্ষ নায়ক তুমি পরিস্রুত জীবনের মঞ্চে বারোমাস ঃ
অভিনয় কোরে চলো প্রতিদৃশ্যে ঠিকঠিক সম্মত সজাগ;
আমরা সব দর্শকেরা কি সহজে দিতে পারি ঢেলে অনুরাগ
অজস্র হাততালি। আহা! ব্যর্থতা দেখলে ফের করি হাহুতাশ।

এ ঘূর্ণায়মান মঞ্চে বদলে যায় স্বভাবত প্রতি দৃশ্যপট।
অজস্র মুহূর্তে দ্যাখো. অন্তরালে অভাবিত অন্য পরিণাম
রচনা কোরছে, তবু উটপাখীর মতো দ্যাখো আমরাও কপট
বালুতে দু'চোখ গু'জে বাঁচতে চাই পেতে চেয়ে সামান্য আরাম।

দৃশ্যত নায়ক বটে, ঠিকঠিক অভিনয় কোরে যেতে হয়,
নিয়ন্ত্রিত পায়ে বাজে প্রত্যহের ছোটো ছোটো দাবীর শৃঙ্খল।
অবাঞ্ছিত সর্বনাশ জড়ো করে প্রতিদিন অদৃশ্য সময়।
শূন্যের কোঠায় প্রাপ্তি। নিঃস্ব-বুক জুড়ে দীর্ঘ অন্ধকার জল

স্রোতের মতন তীব্র যন্ত্রণাকে তুলে ধরে। দৃশ্য বদলায়।
পেশাদার নটনটী—নিশাচর চামচিকের মতো জেগে উঠি
আবার অদৃশ্য হই প্রথামত। জীবনের প্রচ্ছন্ন মায়ায়
যদিও বিধৃত আছি ; মৃত্যু নেই—মাঝে মাঝে অন্ধকারে ছুটি।

সুদক্ষ নায়ক তুমি আকাঙ্ক্ষিত-জীবনের মঞ্চে বারোমাস।
আমরা সব ঠিকাদার—বঞ্চিত দু-হাতে ভরি বৃত সর্বনাশ।

ব্যর্থ প্রেমিকের খেদোক্তি

মিলনান্ত নাটকের নায়ক হবো না কোনোদিন।
বিচ্ছিন্ন আলোর মঞ্চে মৃত সৈনিকের ভূমিকায়
অভিনয় কোরে যাবো ; তোমাদের উজ্জ্বল সভায়
অপদস্থ বিদূষক, শোধ করি পৈশাচিক ঋণ।

অপাতত হে নৈঃশব্দ. আমার অস্তিত্ব ঘিরে থাকো।
সংগমেও শান্তি নেই, প্রেম যেনো স্থূল রসিকতা ;

কিসে তবে তৃষ্ণা মেটে ? কবরের নিঃসীম মৌনতা
নেমে আসে বিশ্বজয়ী সৈনিকের মতো লাখো লাখো।

হায়রে জীবন ! তুই মিলনান্ত নাটকী নায়ক
হতে চাস্ ! স্পর্ধা তোর দর্শনীয় হাস্যকর ঠেকে।
বরং সংগত তালে নৃত্য কর। (উপমা উল্লেখে
গোপন যন্ত্রণা বাড়ে !) ভুলে যাও যন্ত্রণাদায়ক

অচরিতার্থের দৈন্য ! ভুলে যাও অবুঝ উচ্ছ্বাস।
নাহলে স্পর্ধাই তোর হাতে তুলে দেবে সর্বনাশ ॥

এক অন্ধকার থেকে

এক অন্ধকার থেকে চলে যাচ্ছি অন্য অন্ধকারে,
মাঝখানে ইতস্তত অর্থহীন প্রেমিক সেজেছি।
দুরন্ত নদীর স্রোতে কোনো দৃশ্য পারিনি সাজাতে ;
নির্বোধের মতো শুধু হাত পেতে চেয়েছি যৌবন।

শোনো হে সংসার, তুমি চিরকাল মূর্খ বিদূষক।
বিয়োগান্ত নাটকের প্রতিদৃশ্যে ধূর্ত বাচালতা
অসহ্য বেদনা দেয় ; বহুশ্রমে যে আলো নাচাও
শেষ দৃশ্যে তারা সব অর্থহীন বলে মনে হয়।

পৃথিবীর সব ক্লান্তি বেদনা সংশয় বুকে নিয়ে
প্রত্যহ সূর্যের ক্লান্ত পদক্ষেপ, প্রতিটি সন্ধ্যার
প্রগাঢ় শান্তির তলে অনির্দেশ্য তুহিন মৃত্যুর
নিত্য ভাঁড় সেজে থাকা কী গভীর যন্ত্রণা ছড়ায় !

আমার আনন্দ কিংবা স্নেহ প্রেম কখনো সংসার,
প্রত্যাশা করোনি ; আমি দিতে চেয়ে তীব্র অবহেলা
পেয়ে আজ সংকুচিত, চতুর্দিকে নিরর্থক ছবি ;
নিশ্চিহ্ন হৃদয় হতে অবাঞ্ছিত আলোর ইঙ্গিত।

এক অন্ধকার থেকে চলে যাচ্ছি অন্য অন্ধকারে।

মঞ্চের সমস্ত আলো এবার নেবাও

মঞ্চের সমস্ত আলো এবার নেবাও একে একে।
এখন যে নাটকের অভিনয় তাতে থাকবে না
নায়কের হা-হুতাশ, নায়িকার ব্যথার উল্লেখে
ভারাক্রান্ত কোরবে না দর্শকের আন্তরিক চেনা।

এ-নাটকে দৃশ্য নেই, দৃশ্যপট হবে অন্ধকার ;
এ-নাটকে শব্দ নেই, শুধু অন্ধমুনির হত্যায়
যে-টুকু শব্দের আর্তি ; মূক অভিনয়ে চমৎকার
দেখানো যাবেই সব মুখোশের গভীর অন্যায়।

কারা যেনো শব্দহীন কথা বলে চক্রান্ত কুটিল !
দু-চোখ স্তিমিত শাদা অথচ কী ভয়ংকর শাণিত বিদ্রূপ !
সমস্ত প্রেমিক মূর্তি ভেঙে ফেলবে, ধ্বংসের মিছিল
ক্রমশ এগিয়ে যাবে। বুদ্ধের প্রশান্ত অপরূপ
চোখের ঐশ্বর্য হয়তো কেড়ে নেবে তৈমুরের রক্তপায়ী সেনা।

এখন যে-নাটকের অভিনয় তাতে কোনো আলোই থাকবে না।

সময়ের স্বগতোক্তি

সময় হলেই ওরা ফিরে আসবে ঘরে, সারারাত
যে আত্মবঞ্চনা নিয়ে সুখী হতে চেয়েছে, যে মোহে
আচ্ছন্ন জন্মের ম্লান ইতিহাস, নিষ্ঠুর আঘাত ;
প্রতীক্ষায় আছি আমি কর্ষণের বিপুল আগ্রহে।

সকাল হলেই ঠিক ফিরে আসবে তোমার প্রেমিক।
তোমার সর্বস্ব হোলো যার তীব্র ক্ষুধার ইন্ধন,
বিশ্বাস ভেঙেছে রূঢ় অভিঘাতে, সুস্থ গাণিতিক-
নির্ভুল নিয়মে আমি অবিশ্বাস্য দস্যুর মতন

কেড়ে নেবো তার শান্তি সান্ত্বনা সামর্থ ভালোবাসা
ছায়া হবে অন্ধকার, হৃদয় কঠিন দুরারোহ ;

প্রার্থনা ? ঈশ্বর নেই ! আমিই সর্বজ্ঞ কীর্তিনাশা,
আসন্ন ধ্বংসের দৃশ্যে দ্রষ্টার ভূমিকা। নির্মোহ

দৃষ্টির আঘাতে মৃত্যু, সুনিশ্চিত সর্বনাশ ঠিক !
সকাল হলেই যেই ফিরে আসবে তোমার প্রেমিক।

জনৈক কাপুরুষের জবানবন্দী

নির্যাতীত স্বপ্ন তুমি, যৌবনের অমল বিশ্বাসে
পেয়েছো আমার হাতে চক্রান্তের অব্যর্থ যন্ত্রণা।
পৌরুষ-সম্মত প্রশ্নে নিরুত্তর থেকেছি। অর্চনা,
প্রধান ভূমিকা ছিলো আমারি এ গূঢ় সর্বনাশে।

অথচ শঙ্কিত পায়ে কাপুরুষ, ফিরে এসে ঘরে
জানালা কোরেছি বন্ধ—দুঃসাহসী আলো কী দুঃসহ
আমরা দুহাতে কাঁপছে ! ভীরুর যৌবন অহরহ
ব্যথার বিষাক্ত কীটে কুরে খাচ্ছে। প্রতিটি প্রহরে

জ্বলছি, তোমাকে বলি, অনুশোচনার তীব্র বিষে।
শুনেছি তোমার মৃত্যু। চেয়েছিলে আরো কিছুদিন
বেঁচে থাকতে প্রয়োজনে। ব্যর্থ তুমি। আর ক্লান্তিহীন
আমি তো আকণ্ঠ মগ্ন চোখ বুজে আড্ডায় মজলিশে।

এখন রয়েছি রোগে শয্যাশায়ী। শয্যার আরামে
আমিও প্রতীক্ষা কোরছি এ সুদূর স্যানাটোরিয়ামে।

কোনো এক বারবনিতার মৃত্যুর পরে

প্রতিবাদ কোরবে না, তুমি যদি তীক্ষ্ণ রূঢ় শব্দের আঘাতে
শবাধার-শান্তি ভাঙো, ঘৃণায় কুঞ্চিত করো মুখ ;
পানপাত্র হয়ে আর ঘুরবে না লম্পটের হাতে
লুণ্ঠিত শরীর, কিংবা নৃত্যসভা হবে না উৎসুক ।

নূপুর নিঃশব্দ, তার পদপাতে মদ্যপেরা হবে না চঞ্চল ;
সুডৌল স্তনের ছায়া দীর্ঘ হোলো, আকাঙ্ক্ষিত নিম্ননাভি দেশে
একাগ্র ধ্যানের তুলি ঘুরবে না, শূন্যে তুলে প্রার্থী-করতল
বাঁধবে না শিশু হয়ে সহৃদয় প্রেমিকেরা কঠিন আশ্লেষে ।

জেগে থাক শবাধার নিভৃত-ধাত্রীর হাতে নিঃশেষিত দেহ ।
ফিরে চলো স্থির পায়ে । নিঃশব্দ ঘুমের মতো চতুর্দিকে হাসে
অনিশ্চিত অন্ধকার । তাঁর মাতৃপরিচয়ে কোরো না সন্দেহ ।
প্রতিবাদ কোরবে না, সে এখন দীর্ঘসূত্র শান্তি হয়ে ভাসে

শুভ্র মরালের মতো, যেহেতু যে নিঃশেষিত রূপের ভাঁড়ার ।
কৃচ্ছ্রসাধনের চেয়ে এই ভালো । অন্ধকার পাশে থাক তার ।

কোনো তরুণ কবির প্রতি

[অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে মনে রেখে]

আমার এপাশে দুঃখ, অন্যপাশে স্থির নির্জনতা,
শরীরে চিত্রিত তাই সময়ের সূক্ষ্ম কারুকাজ ;
অনাত্মীয় পৃথিবীতে এক দশকের আত্মীয়তা
রেখেছে অক্ষত সেই যৌবনের ক্লান্ত যুবরাজ ।

আশা ও আনন্দ দুলছে তার মুখে, বুকের গভীরে ।
দ্যাখো, তাঁর দীপ্ত চোখে অবারিত গৈরিক আকাশ ।
যে মৌলকণ্ঠের কান্না এনেছিলো ঘরের বাহিরে
সে বুঝি এখনো ডাকে ক্লান্তিহীন কণ্ঠে বারোমাস !

প্রান্তরে পাহাড়ে আর অনর্গল আকাশে হাওয়ায়

ছন্নছাড়া সেই কবি তিরিশের তৃষ্ণা মেলে ধরে,
সে তৃষ্ণা আলোর, যাঁর উৎসমুখ দীপ্ত প্রতিভায়
এখন আপন খাতে প্রবাহিত। অবিশ্রান্ত ঝরে

তাঁর একতারা থেকে হরিহর জীবন মরণ।
আমার সন্মুখে শান্তি বিকেলের নদীর মতন।

রবীন্দ্রনাথ

মৃত্যুকে দূরেই রাখি, জীবনের পঞ্চাগ্নি আলোয়
চোখে রাখি সর্বদাই পূর্ণতার প্রতীক কবিকে—

বিষ্ণু দে

আজন্ম বিশ্বাসী মন ইদানীং নৈতির শাসনে
সংশয় বিলাসী ; অন্ধ-আনুগত্যে প্রসন্ন যদিও ;
গার্হস্থ্য সুন্দর ছবি চোখে ভাসে ; আজো রমণীয়
প্রলুব্ধ সংসার ছেড়ে চলে যাওয়া দীর্ঘ নির্বাসনে।

আবক্ষ নিমগ্ন তরী,—প্রতিকূল ঝড়ের আঘাতে
সন্ত্রস্ত নাবিক ধরে ভাঙা হাল সজোরে শঙ্কায়,
(আসন্ন মৃত্যুকে বুঝি দেবে না সে সম্মতি স্বেচ্ছায় !)
সব শক্তি জড়ো করে শেষবার মুষ্টিবদ্ধ হাতে।

মৃত্যুকে দূরেই রাখি প্রাণপণে, নিশ্চিত জেনেও।
অদূরে অস্পষ্ট ছবি ঊর্ধ্বগ্রীব পর্বতের চূড়া।
মাতাল, মাতাল আমি, আকণ্ঠ কোরেছি পান সুরা—
তীব্র তিক্ত জীবনের ব্যূহ আর লাগে না দুর্জ্ঞেয়।

দুঃখের আশ্রয়ী আমি। ইদানীং নৈতির শাসনে
নিরাশ্রয়ী শূন্যতাও ভরে গেছে আলোর প্লাবনে।

এখন কোথাও কোনো আলো নেই

এখন কোথাও কোনো আলো নেই। এই শতাব্দীর
অভিজ্ঞ সূর্যের দেহে অজস্র জটিল রেখা কাঁপে।
এখন কোথাও কোনো শান্তি নেই ; কুটিল অস্থির
সমুদ্রের গভীরতা অন্ধ-নিয়তির অভিশাপে।

আমাদের সাময়িক আশা কিম্বা আনন্দের দীপ্ত উজ্জ্বলতা
ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে অবশেষে সময়ের শান্ত যাদুঘরে
পড়ে থাকে অতিকায় জন্তুর মতন ; সার্থকতা
দর্শকের হাততালি অথবা বিস্মিত চোখে শুধু ধরা পড়ে।

এই বিংশশতকের শেষার্ধে এসেও সাবলীল
স্বচ্ছ কোনো তটরেখা কোথাও দেখি না, মানবিক
সুস্থ কোনো স্রোতোভূমি রূপকথা, তারও অন্ত্যমিল
দুঃখ আর রিক্ততায়। মানুষের সব আক্ষরিক
স্তুতি কিংবা নিন্দা তাই অর্থহীন শব্দের মতন।

এখন নিশ্চিত তুমি মৃত্যু তুমি বিঘ্নবিনাশন।

শবযাত্রা

বলো, সুন্দর আছে কোন্ উপকূলে

একুশবছর বয়সের রচনা ঊনতিরিশে এসে পুনঃপ্রকাশের সময় কুণ্ঠা জাগাই স্বাভাবিক, কিন্তু 'শবযাত্রা'র পুনর্মুদ্রণে আমি কুণ্ঠিত নই। পরিণত মানসিকতায় পৌঁছেও এই দীর্ঘ শোককাব্যটির প্রতি আমার জন্মকালীন করুণমমতা এতোটুকুও হ্রাস পায়নি। শিথিল বাগ্‌ভংগী, অবিন্যস্ত মনোযোগ এর সর্বাঙ্গে। এসব আবিষ্কারে পাঠকের সামান্য পরিশ্রমেরও প্রয়োজন নেই, কিন্তু অকৃত্রিম অনুভূত বেদনাপ্রবাহ শবযাত্রায় শব্দবন্ধ হয়েছিলো আত্মিক প্রয়োজনে, সে প্রয়োজন শব্দশিল্পীর জীবনে কখনো নিঃশেষিত হবার নয় বলে দুঃসাহসিক পুনর্মুদ্রণের কালে আমি লজ্জিত বা শংকিত নই। প্রথম প্রকাশ পাঁচটি সর্গেই সীমিত ছিলো। শবযাত্রার পরবর্তী সম্পূরক অংশ 'ভাসান' 'মোহন তরণী' নামে খণ্ড খণ্ড ভাবে পত্রস্থ হয়েছে. গ্রন্থাকারে সংকলিত হলো এই প্রথম। শবযাত্রা ও ভাসান দুটি খণ্ডিত অংশ মনে হলেও অখণ্ড ভাবনাপ্রবাহ এদের যোগসূত্র রচনা কোরেছে। যোগসূত্রটি ক্ষীণ হলেও অনুভূতিগ্রাহ্য।

আপন আত্মিক তাড়নায় যৌবনারম্ভের কবিতা শবযাত্রা হাজার ত্রুটি নিয়েও অনুভূতবেদনার শিলালিপি। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পংক্তি স্ব-প্রয়োজনে উল্লেখ কোরছি ঃ

শির নাড়ি কেহ কহে "সব সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভালো হত আরো ভালো হলে"
কেহ বলে "আয়ুহীন বাঁচিবে দু-চারি দিন
চিরদিন রবে না তা বলে।"
কেহ বলে "এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা
হত যদি অন্য কোনোরূপ।"
যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়
আমি শুধু বসে আছি চুপ।
লয়ে নাম লয়ে জাতি বিদ্বানের মাতামাতি
ও সকল আনিস নে কানে।
আইনের লোহ ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।
হাসিমুখে স্নেহ ভরে সঁপিলাম তোর করে
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি খোঁজে
ভালো যার লাগে তার লাগে।

প্রকাশনা বিষয়ে আমাকে অমূল্য সাহায্য কোরেছেন অগ্রজ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাছে ঋণী রইলাম।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ

শ্রীরমানাথ রায়

বন্ধুবরেষু

পতন

আমি স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট বর্ণহীন ব্যথিত গোলাপ
অশান্ত অতৃপ্ত এক দেবশিশু পরম সুন্দর,
কোথায় এলাম ? এই শাপদগ্ধ প্রাচীন প্রান্তরে ?
ভ্রষ্ট আদমের মতো আর্তনাদ অমল আত্মার। ৪

নির্লিপ্ত আঁধার, তুমি, স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের মতো
দিগন্ত প্লাবিত শূন্যে রাজদণ্ড সদম্ভে ঘোরাও,
তুমি হে বিষাদ-ক্লিষ্ট হে আলোকবর্ষী প্রাচীপট !
অশুভ লগ্নের স্পর্শে আতঙ্কিত মুখশ্রী ললাট। ৮

কে তবে ধারণ করে নিপতিত ক্লান্ত দেবশিশু ?
অনাত্মীয় অন্ধকার, আত্মীয় আলোক, বিশ্বাসের
অমলিন তটরেখা, মাতৃস্নেহসম স্রোতোধারা,
কে তবে ধারণ করে ভূলুণ্ঠিত অমল শরীর ? ১২

নিষ্পত্র বৃক্ষের তলে, অনর্জিত পুণ্যের শিখরে !
জীর্ণ দেবালয়ে, মাতৃ জঠরের নির্মম আঁধারে,
তৃষ্ণার্ত অধরে, বহুযুগাতীত দুঃখের শিলায়
কোথায় আশ্রয় পাবো দু'দণ্ডের, কোথায় সান্ত্বনা ? ১৬

কোনো দীপ্ত পুরোহিত নেই যার উদাত্ত গম্ভীর
কণ্ঠে উচ্চারিত হবে শেষবার আকুল প্রার্থনা ?
তেমন জননী নেই যার স্পর্শে স্বেদাক্ত শরীরে
অনুচ্চারিত শান্তি ক্ষণকাল আশ্রয়ের দ্বীপ ? ২০

দীপ্তিহীন নিরালোকে, বর্ণহীন বিপুল আঁধারে,
ভয়হীন রাজদ্বারে, প্রশ্নহীন গম্ভীর প্রাসাদে,
গন্ধহীন বাগানের কোটি পুষ্পে, প্রীত সখ্যে, আবদ্ধ বাহুতে
কোথায় গোপন করি ভীত আর্ত কোমল হৃদয় ? ২৪

প্রস্তরিত মুখগুলি কেঁপে ওঠে, তরল স্তব্ধতা
ক্রমশ কঠিন হয়, এরা কতোকাল পরিচিত !

হয়তো জননী ছিলো কিংবা প্রণয়িনী বন্ধুজন
অথবা কল্যাণী বধূ, প্রতিবেশী, পরম আত্মীয়। ২৮

এরা কতোকাল ধরে পরিচিত অথচ বিস্মৃতি
ঘিরেছে শৈবালদাম আমার চেতন সরোবরে,
অথচ চেনেনা কেউ, কিংবা কৃষ্ণপক্ষের ছায়ায়
আতঙ্কিত মূক, মূঢ় জেগে আছে প্রস্তরের প্রায়। ৩২

নির্বান্ধব প্রেতপুরী! প্রেমহীন খিলানে গম্বুজে
প্রদীপ্ত প্রাসাদ তুমি কথা কও, ভয়ার্ত আকৃতি!
সকরুণ নিস্তব্ধতা শ্মশানের নিক্ষিপ্ত নক্ষত্র
সম নেমে আসে, বড়ো ভয় করে, ক্লান্ত দেবশিশু। ৩৬

আয় ক্লান্ত অন্ধকার ঘাতকের কঠিন আঙুল!
রক্তহীন অক্ষিপটে, পদদ্বয়ে, গল যুবাহুতে,
বিধ্বস্ত জঙ্ঘায়, রিক্ত নাভিমূলে, রুগ্ন বক্ষপটে,
ছড়া রক্তক্ষয়ী ব্যাধি যন্ত্রণার বিপুল সন্তাপ। ৪০

আয় রে ঘৃণিত আত্মা, অন্তর্বাহী শোণিতের স্রোতে
প্রতিটি শিরায় তুই নৃত্য কর বাঞ্ছিত পিশাচ।
লোভী পিপীলিকা, হিংস্র মর্গের ইদুর সারমেয়
এ দেহ ভক্ষণ কর অর্থহীন অমিত আহ্লাদে। ৪৪

কোথাও ময়ূর নেই জ্যোতির্ময় নৃত্যপারঙ্গমা?
অথবা স্ফটিক যার বিচ্ছুরিত আলো হিরণ্যাভ?
কোথাও প্রেমিক নেই বিরহের আলোকে উজ্জ্বল?
নিরাসক্ত পুরুষের পদচিহ্ন বিস্মৃত অতীত। ৪৮

কে তুমি ভয়ার্ত কণ্ঠ নরকের নব আগন্তুক?
নিঃসঙ্গ প্রহরী, জেগে অবিচ্ছিন্ন সময়ের দ্বারে,
ত্রিপদে ত্রিকাল ধৃত, ত্রিনয়নে অভিজ্ঞ চেতনা,
স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাত্মা হেথা এলে অনন্ত প্রবাহে? ৫২

কে তুমি অনিদ্র ক্লান্ত অমাশ্রিত চৈতন্য আমার!
কে ঢালে বীভৎস ঘৃণা সুন্দরের সুস্থির বিগ্রহে?

খুঁজে ব্যর্থ অন্তরাত্মা, আর্তনাদে খুঁজিছো আশ্রয় ?
বড়ো ভয়ঙ্কর মূলে দেহ রেখে নিদ্রিত পুরুষ।   ৫৬

নানাবিধ প্রস্তরের আলিঙ্গনে আদৃত প্রান্তরে
নির্বাসিত হে আমার অনিকেত নিগৃহীত প্রাণ !
আত্মঘাতী অন্ধকারে শেষতম আর্তনাদ করো।
কে বাঁচায় ?   সকলেই পরবাসে, নিদ্রিত নায়ক।   ৬০

পরিচিত আত্মজন অনাত্মীয় আঁধারে আশ্রিত,
যুগার্জিত ক্ষতচিহ্ন বুকে বহি গোপন সৈনিক,
চিনতে পারিনা ওই মুখশ্রেণী ওই ভগ্নচূড়া,
মুকুটবিহীন এক সম্রাটের মতো জেগে আছি।   ৬৪

ভ্রষ্ট গোলাপের আর্তনাদে
হে করুণ সতর্ক কণ্টক,
নিদ্রা কী ভাঙে না ?   এ প্রমাদে
দেখো, প্রতীক্ষিত হন্তারক।   ৬৮

অবিরত শোণিত ক্ষরণে
যে পুষ্প ফোটাই রাত্রিদিন
তাও ঝরে যায় বিস্মরণে,
অকালে অক্লেশে ক্ষান্তিহীন।   ৭২

কি নিয়ে প্রত্যহ জেগে থাকি ?
অবিস্মরণীয় কিছু নেই ?
শিল্পের মহান দ্যুতি, তা কি
বেলা শেষে বিবর্ণ হবেই ?   ৭৬

এই পূতিগন্ধের নরকে
সুন্দরের শতচ্ছিন্ন শব,
নিরর্থক জাগা নিরালোকে,
ক্লান্তিহীন ব্যথিত উৎসব।   ৮০

যুগান্তের এই সন্ধিক্ষণে
অন্ধকার অনন্ত ঈশ্বর,

তাহলে কী পৃষ্ঠপ্রদর্শনে
আমরাও হবো না তৎপর ? ৮৪

তাহলে কী বিষাদই প্রতিমা ?
আত্মঘাত বিনা নান্যপথ ?
তাহলে কী সৃষ্টির মহিমা
ভ্রষ্ট হওয়া শাস্তির শপথ ? ৮৮

প্রশ্ন আমার অঙ্গে অঙ্গে কল্লোলিত ;
যে নীরবয়ব নাস্তি নিয়ত টানে
তারই ক্রীতদাস, কতোকাল আছি নির্বাসিত,
কাটে দিনমান দেবতার সন্ধানে ! ৯২

রাত্রি জড়ায়, অবসর কাঁপে আলিঙ্গনে
বধ্য পশুর মতো,
বিজয়াভিলাষী সৈনিক যেনো রণাঙ্গনে
নিয়তির হাতে অনায়াস পরাহত। ৯৬

তবে কি আঁধার সীমাহীন শতলক্ষ যোজন ?
অবিশ্বাসের ঘনতমসার দেশে
নিঃস্ব প্রেতের মতো পলাতক রবো আমরণ
কি উদ্দেশ্যে ? ১০০

প্রশ্ন আমার অঙ্গে অঙ্গে কল্লোলিত
যেহেতু নরকে নিয়ত আমার বাস !
ধ্বংস কোথায় ? কতোকাল আছি প্রতীক্ষিত
নাস্তির ক্রীতদাস। ১০৪

মৃত্যু কোথায় ? মর্মর যূপকাষ্ঠে মাথা
পেতেছি, ঘাতক, বন্ধু পরম প্রিয়,
অনাদিকালের মহান প্রাজ্ঞ পরিত্রাতা
ঈশ্বর, পূজনীয়। ১০৮

শাণিত খড়্গে করো লোভনীয় আহার্য এই
সুন্দর শ্বেত ক্লান্তির অবয়ব ;

দুয়ারে হিংস্র ক্ষুধার্ত পশু-দেবতাকেই
উৎসর্গিত করো এ ছিন্ন শব।   ১১২

শান্তি কোথায় ?   মর্মর যূপকাষ্ঠে মাথা
পেতেছি পরমপ্রিয়,
তুমি প্রিয়তম ঈশ্বর প্রেম পরিত্রাতা
সুন্দর পূজনীয়।   ১১৬

আর্তনাদ

আমি নির্বাসিত এই প্রেতলোকে, দেবতা আমার
অপূর্ব পুরুষ ? দেখো, জেগে আছি কীর্তির শ্মশানে।
বিগলিত নখদন্ত, মুখরুচি কুৎসিত ভয়াল,
রক্তহীন অবয়বে পদচিহ্ন মহান মৃত্যুর। ১২০

আমি নির্বাসিত এই অন্ধকারে কুটিল গহ্বরে—
চতুর্দিকে ভগ্নস্তূপ, আর ভয়ঙ্কর প্রেতযোনি :
নষ্ট সুন্দরের শব ছিঁড়ে খায় শকুনি গৃধিনী ;
কোথায় অমর আত্মা অপরূপ দেবতা আমার ! ১২৪

এ ঘৃণ্য পাতক ক্লান্ত, নিরাশ্রয়ী শূন্যের প্রহরী :
হৃদয় বিপুল শূন্য···অন্ধকার···গভীর গহ্বর···
কোথায় সান্ত্বনা, শান্তি, প্রত্যয়ের প্রবল ঘোষণা ?
বড়ো শূন্যতার মাঝে ঠেলে দিলে দেবতা আমার। ১২৮

এ জ্ঞাতিনিধনযজ্ঞ ভয়াবহ দীর্ঘ বিভীষিকা ;
সুন্দর শরীরগুলি সর্বভুক অগ্নির জঠরে
ভীত আর্তনাদ কোরে পুড়ে যায়, যেনো পিতামহী
অনন্ত পুণ্যের লোভে যজ্ঞানল বাঁধে আলিঙ্গনে। ১৩২

আমিতো প্রস্তুত, তাই তুলে ধরি অগ্নির শিখায়
সুন্দর রক্তাক্ত পূত কুন্দকলি প্রতিম আঙুল—
গলে পড়ে অশ্রুবৎ গলা-মাংস শুভ্র নখমালা,
অস্থি বেঁকে যায় অর্ধদগ্ধ কৃষ্ণ সর্পের মতন। ১৩৬

পুড়ে যায় পূত অস্থি শ্বেত শুভ্র পবিত্র ঈশ্বর ;
নষ্ট শরীরের ঘ্রাণে আমোদিত সুন্দর বনানী ;
ভীড় ক'রে প্রাণীদল, মাংসভুক নিষ্ঠুর ভয়াল ;
শব্দ কোরে ফাটে খুলি, মজ্জা জ্বলে, ঝরে জলভাগ। ১৪০

তেজরাশি মিশে যায় নীলিমায়, অনন্ত আকাশে ;
প্রবল মরুৎ মেশে মহাব্যোমে অদৃশ্য বায়ুতে ;

শেষতম বস্তুকণা খুঁজে লয় মাটিতে আশ্রয় ;
আমার প্রস্তুতি তাই ভয়হীন প্রজ্ঞার আলোকে। ১৪৪

ভীষণ পুরুষ এক এসেছিলো, তীব্র পদাঘাতে
চূর্ণ কোরেছিলো জীর্ণ ভয়ঙ্কর মৌন প্রেতপুরী ;
সে ছিলো দেবতা বুঝি প্রলয়ের, ঝড়ের, ক্রান্তির
বুঝিবা মৃত্যুর, সেই অপরূপ সুন্দর দেবতা। ১৪৮

সে ছিলো অমল পূতঃ শুভ্রতার সুন্দর প্রতীক,
অস্পর্শ অদাহ্য শান্ত ; জানি তার বিপুল মহিমা
জেগে ওঠে সন্ধিলগ্নে, ভস্ম করে ঘৃণিত পাতকে
তৃতীয় নেত্রের তেজে ; আমি ভস্ম হয়ে যেতে চাই। ১৫২

কে দোলাও ফুলমালা আমার কুৎসিৎ কণ্ঠ ঘিরে !
নিস্তেজ নিষ্কম্প পত্রপল্লবের অস্বচ্ছ জানালা
তোমাকে অদৃশ্য রাখে ; এই রিক্ত অন্তরাল হতে
আমাকে উত্তীর্ণ করো যেথা শান্ত সুন্দর দেবতা। ১৫৬

কতো জ্যোতির্ময় বেদী, শৈলচূড়া, মর্মরমন্দির,
সহস্র প্রদীপমালাপরিবৃত উজ্জ্বল নগরী,
মুখরিত জনপদ, যশোগর্বী রাজনিকেতন,
চূর্ণিত হয়েছে ওই ভয়ঙ্কর দেবতার ক্রোধে। ১৬০

কতো কীর্তিসৌধ, দীনতম রাজা, গর্বিত ভিক্ষুক,
পবিত্র মাতাল, শুদ্ধ বারাঙ্গনা জননীপ্রতিম,
নষ্ট কবি, প্রজ্ঞাবান পাগলের কীর্তির সমাধি
রচনা কোরেছে ওই ভয়ঙ্কর পরম দেবতা। ১৬৪

কতো না সম্রাট, ভাঁড়, মহান সম্রাজ্ঞী, রাজবালা,
প্রণয়ীর মুগ্ধ মুখ, শয়তানের উৎকট উল্লাস,
ব্যথিতের অন্তরাত্মা সকলই নিস্পৃহ পদক্ষেপে
সহজে দলিয়া যায় ওই ক্রুদ্ধ ঈশ্বর আমার। ১৬৮

কেঁপে ওঠে জরাজীর্ণ পুরাতন এই প্রেতপুরী—
তার ক্ষিপ্র পদশব্দ, তার তীব্র ভীষণ হুঙ্কার

কাঁপায় এ যুগাতীত সভ্যতার জীর্ণ অট্টালিকা ;
অন্ধকার শব্দ কোরে কথা কয়, কান্নায় করুণ। ১৭২

স্নান কোরে উঠে আসে রক্তের বিমল সরোবর
হতে যে পুরুষ, তাঁর ক্ষতচিহ্ন-কণ্টকিত দেহ
চায় রুদ্র দেবতার পরম আশ্রয় বরাভয় ;
শান্তির ললিত বাণী কে শোনায় আহত আত্মাকে ? ১৭৬

জানি, ব্যর্থ পরিহাসমাত্র শান্ত সুন্দরের তরে
আমার আকাঙ্ক্ষা. জানি—আমাদের উপাস্য ঈশ্বর
হিংস্র কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর পিশাচ হন্তারক
ভয়াল ঘাতক, তবু কোরে যাই অমল প্রার্থনা। ১৮০

তুমি পরিপূর্ণ সুখি প্রেমিক, আমার হাত ধরো,—
রিক্ত নিঃশেষিত ক্লান্ত জরাগ্রস্ত শূন্যের বিগ্রহ।
অপ্রেমের দেবালয়ে শুধু দিনযাপনের গ্লানি
আমাকে উন্মাদ করে, ঠেলে দেয় গভীর গহ্বরে। ১৮৪

কে তুমি অনিদ্র জেগে ? মহাকাল ? নির্মম ঘাতক ?
অপ্রেমের অন্ধকারে নিমজ্জিত আমার ঈশ্বর !
হাত ধরো প্রিয়তম, পাতকের পরম প্রার্থনা !
পবিত্র অনল, দেব ! স্পর্শ করো শীতল আত্মাকে। ১৮৮

নানাপুষ্পসমাকীর্ণ বয়সের স্বচ্ছল বাগানে
আমি ঘৃণ্যতম কীট. দীর্ণ কোরে আনন্দ উজ্জ্বল,
দগ্ধ কোরে পিশাচের মৃতদেহ. ভাঙো দন্তরাজি,
আমাকে বিদীর্ণ করো সিংহরূপী শিল্পের দেবতা। ১৯২

আমাকে বিদীর্ণ করো প্রিয়
তীক্ষ্ণধার খড়্গের ফলকে
সে মরণ বড়ো রমণীয়
ফিরে যাওয়া অন্তিম আলোকে। ১৯৬

যুগান্তের এই সন্ধিক্ষণে
ভবিষ্যৎ ক্লান্ত নিরুৎসুক

অবসাদগ্রস্ত দেহ মনে
কে টঙ্কার করিছে কার্মুক ! ২০০

কে ভাসাও মোহনতরণী
সুন্দরের দিকে, কে নাবিক ?
আমি এই দুর্যোগে আরুণী
হতে চাই বিনম্র নির্ভীক। ২০৪

হতে চাই সম্ভ্রান্ত সম্রাট
ঐশ্বর্যের অনলে আবৃত,
অতঃপর বিদীর্ণ বিরাট
দেহ হোক শান্ত সমাহিত। ২০৮

আমাকে বিদীর্ণ করো প্রিয়
তীক্ষ্ণধার দন্তের ফলকে,
সে অন্তিম বড় রমণীয়
ফিরে যাওয়া অন্তিম আলোকে। ২১২

বাতাসে বাতাসে মেঘে মেঘে বাজে অন্তহীন
অন্ধকারের নির্জনতার শব্দাবলী,
মৃত্যু ঘনায়, কোথা আমি হবো অন্তরীন
ছড়িয়ে নখর আকাশ আলোক বনস্থলী ? ২১৬

শীতল শান্ত অবয়ব কাঁপে পক্ষাঘাতে,
কি কোরে জ্বলবো ? প্রবল বিষাদ অঙ্গে নামে,
ফুলমালা হতে ছিঁড়ে নেয় দল ক্লিষ্ট হাতে,
শীতল রাত্রি দৃঢ় হয়ে বসে ডাইনে বামে। ২২০

অন্ধ মাতাল ! আমাকে কোথায় এনেছো টেনে ?
অবিরল বাজে জলের শব্দ, বাতাস কাঁদে ;
এই শূন্যের প্রান্তে আমাকে কেই বা চেনে ?
নামহীন এক শ্রমণ মরছে আর্তনাদে। ২২৪

জলহীন এই প্রান্তর এই শুষ্ক নদী,
বন্ধ্যা মাটির অন্তর জুড়ে বিষণ্ণতা,

কে ফোটাবে ফুল ? বাঁচাতে পারবে যে ঔষধী
কোথায় তাহার দীপ্তি ? এখানে কী নীরবতা ! ২২৮

রক্ত ভুলছে আপন স্বভাব, ধমনী শিরা
মৃতের স্পর্শে উত্তাপহীন শটিত শব,
তাইতো এখানে মত্ত হয়েছে পার্তাকনীরা,
দুর্যোগ যদি আসন্ন, হবে মহোৎসব। ২৩২

চুল্লি জ্বলছে দাউ দাউ জ্বলে অগ্নিশিখা,
বিশাল পাত্রে ফুটছে অমল-শুভ্র শিশু,
করুণ আর্দ্র যুগ্ম-নয়নে যে বিভীষিকা,
চিনেছি, পরম ঈশ্বর সেই দেবতা যিশু। ২৩৬

শবযাত্রা

আমাকে আশ্রয় দাও হে শয়তান কৃতঘ্ন নিয়তি,
প্রবল প্রচুর তীক্ষ্ণ তীব্র তিক্ত ঝাঁঝালো আশ্লেষে
চূর্ণ হবো, পুড়ে যাবো, মাড়িয়ে ছড়িয়ে সারাদেহ—
ঘৃণা জ্বেলে চতুষ্পার্শ্বে, মৃত্যু জ্বেলে দক্ষিণ শিয়রে। ২৪০

আমি কী উন্মাদ ? কার উষ্ণ নীল শোণিতের দাগ
ঠোঁটে, চেটে খাই লোনা জীবনের বিবিধ বিশ্বাস ;
বাঁচবো না, আশৈশব শুয়ে আছি অমেয় আঁধারে,
রক্তে নিয়ে দুঃখ ক্লান্তি তমসার অমিত বিষাদ। ২৪৪

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বহমান ধ্বংসের প্রবাহ,
নদ-নদী গিরিমালাধৃত মাটি বনরাজিনীলা
সমুদ্র প্রান্তর-মেঘ-ঝড়-বৃষ্টি-রাত্রি দিবালোক
সবই মূর্ত বিষাদের প্রতিমূর্তি, সবই ছায়ারূপী। ২৪৮

যে দিকে তাকাই ঝরে রক্তপুষ্প উজ্জ্বল বল্লরী,
যে দিকে তাকাই পোড়ে যৌবনপ্রদীপ্ত ফুলশাখা,
এতো ঘৃণা পুঞ্জীভূত চক্ষের কোটরে, এতো ঘৃণা
বক্ষের পঞ্জরে, আমি নরকের জঘন্য পাতক। ২৫২

তোমরা পুষ্পিত সুখ তিরস্কার করো, ঘৃণা করো,
দৃষ্টিতে ফোটাও জ্বালা রাত্রিদিন প্রভূত দহন,
শেখো ছুড়ে ফেলে দিতে অভিশপ্ত কুটিল কীটের
উদ্ধত শপথ, মারো, ছুঁড়ে মারো প্রবল আক্রোশে। ২৫৬

কেউ কী বান্ধব নেই যার বদ্ধমুষ্ঠিতে আবদ্ধ
হতে পারে শীর্ণহাত ? কেউ কী সম্পূর্ণ সুখী নেই
যার পদক্ষেপ হবে সংসারের প্রার্থিত আনন্দ,
আমি যার পদচিহ্ন মুছে দিতে পারবো না অক্লেশে ? ২৬০

কেউ কী বিশ্বাসী নেই ঈশ্বরের ব্যর্থ মহিমায় ?
অবহেলে সঁপে দিতে পারে কেউ অমিত দহনে

চন্দনচর্চিত দেহ, মৃত্যুর এপাশে বসে কেউ
দিতে কী পারে না তার লোভনীয় সুন্দর শরীর ?   ২৬৪

বিষাদ, পরমবন্ধু, আমাদের লগ্ন সমাগত,
অপেক্ষী আঁধার দরজা ধরে যাপে বিনিদ্র রজনী,
শৃংখলিত মনুষ্যত্ব খোঁজে শেষ আশ্রয় গহ্বরে
যেখানে আদিমরাত্রি শিল্পরুচি অক্ষয় অম্লান।   ২৬৮

সুন্দর কোথায় ? প্রকৃতি না নগ্ন প্রস্তর মূর্তিতে ?
খোদিত কিন্নরী দেবমূর্তি কিংবা মহান অপ্সরী
কে ধরে অম্লানজ্যোতি অপসৃত কোরে অন্ধকার
জ্বালে স্মৃতি একদার উজ্জ্বল উচ্ছল পরিমিত।   ২৭২

যেখানে আশ্রয়, শেষ পরিণতি সুমিত মরণ.
পুরোনো প্রত্যয় প্রেম ধ্রুবশান্তি স্থির জ্যোতির্ময়
হয়তো জাগাতে পারে মুমূর্ষুকে আসন্ন অন্তিমে,
নাহলে ত্রিশঙ্কু ; কোথা দুঃখহর শিল্পের মহিমা ?   ২৭৬

বাসনা, বিষণ্ন কৃমি খুঁটে খায় আমার বাসনা,
রক্তে প্রবাহিত কীট সংক্রামিত অসুখে অস্থির,
নরকের শাস্তি ভোগে অসমর্থ কৃশ অবয়ব,
আজন্ম নরকাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যত্বহীন কৃমিভোগী।   ২৮০

হে তীব্র উন্মাদ দুঃখ মোহময়ী রাত্রির বয়সী !
ঘৃণায় জড়ানো ওষ্ঠে তুলে দাও সুতীব্র চুম্বন,
অসহ দিনের পুষ্প ম্লান হোক ক্ষরিত বিষের
আতপ্ত আশ্লেষে, শেষ রক্তপায়ী বাসনা আমার।   ২৮৪

অনন্ত ইচ্ছার মৃত্যু তোলে না সামান্য প্রতিধ্বনি.
ঊর্ধ অধঃ জুড়ে শব্দতরঙ্গের প্রবল গর্জন,
শান্তি নেই—লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে প্রতিশব্দ নিনাদিত···
শোকাশ্রু বৃথাই, বৃথা সহিষ্ণু-আত্মার ভালোবাসা।   ২৮৮

উত্তাপ কোথায় ? রক্তে শীতলতা কোরেছি ধারণ ;
নিরন্তর ঝড়, আর অগ্নিস্রাব হিমশিলাপাতে

অসহ্য অধুনা, প্রাণধারণের মসৃণ প্রবাহে
ভেসে যায় তৃষ্ণা, ভাসে খরস্রোতে স্বপ্নের শরীর। ২৯২

ভেসে যায় লোভ কাম মাদকতা স্রোতে প্রতিস্রোতে,
অনিবার্য গুহা এক পরিণাম···তার দিকে ধায়
বহুশত পতঙ্গের উর্ধ্বমুখী জীবন যৌবন।
কে পারে দাঁড়াতে একা প্রতিধ্বনিবিহীন প্রান্তরে? ২৯৬

বিবিধ বিশ্বাস ভাঙ্গে শতাব্দীর দারুণ ঘূর্ণনে ;
প্রেম শব্দ মাত্র, তাও ব্যঞ্জনাবিহীন শীতলতা ;
সমস্ত বন্ধন ছেঁড়ে লোভনীয় কামুক ইচ্ছারা···
হায়, এ করুণ গল্প কতোকাল পাঠ কোরে যাবো? ৩০০

বন্ধু কে? কোথায় তার মহান ঐশ্বর্য অপেক্ষিত?
কোথায় অমিত শান্তি ডুবে আছো সুখের গহ্বরে?
নানাবিধ অহঙ্কার চোখে মুখে ছিটোয় কুয়াশা,
তাকাতে পারি না। শবযাত্রা চলো মন্থর গতিতে। ৩০৪

ছড়াও বিবিধ পুষ্প লাল নীল হলুদ বাদামী,
চন্দন সুগন্ধী ধূপ খই মুদ্রা ছড়াও দুহাতে,
ঈশ্বরের নাম দাও শূন্যে ছুঁড়ে, বাজাও খঞ্জনী,
কীর্তনে ফোটাও শোক উচ্চরোল প্রভূত কল্লোল। ৩০৮

আমি শুয়ে আছি থাকবো যতক্ষণ শবযাত্রা চলে ;
নৈঃশব্দ্য কোথাও নেই, মুহুর্মুহু আনন্দ উচ্ছ্বাস,
বয়ে যায় পায়ে পায়ে অনিবার্য স্রোতের বেদনা,
ফাঁকা বুক শব্দ করে, ফাটা বুক সজোরে চেঁচায়। ৩১২

এ মৃত্যু তো শান্তি নয়, একসাথে ভাঙো নীরবতা,
অন্তিমে আনন্দ করো, ধূলি মাখো পবিত্র শ্মশানে,
এরকম উন্মত্ততা তুলে দেবে ক্ষণিক বিস্মৃতি,
সেইতো পরম শান্তি, জীবনের অতৃপ্ত কামনা! ৩১৬

ঘৃণা করো সঙ্গিগণ, তোমাদের নিভৃত বয়সে
আমার সঙ্গিনী ছিলো কদর্য মাংসের পিণ্ড, মদ ;

জ্বালা, বুক জ্বালা করে ঝাঁঝালো স্মৃতির উষ্ণ বিষে,
মহৎ ইচ্ছারা, যাও দ্রুত ক্লিষ্ট বিনষ্টির পথে। ৩২০

ক্ষমা করো বন্ধুগণ, এ মহান পবিত্র শ্মশান
মাতৃসম, সহে শোষে দুঃখ আর অশ্রুর প্লাবন,
ঘৃণায় ঢাকে না মুখ, ফেরায় না দৃষ্টি দূরদেশে ;
আমি, তুমি, ঘৃণ্য রাজা সবই পায় বুকের উত্তাপ। ৩২৪

আমার সঞ্চয় কিছু সঙ্গে নেই, যা আছে নিঃশেষে
ফেলে রথচক্রতলে উলঙ্গ শিশুর মতো যাবো,
নিষ্করুণ ছায়াহীন বন্ধ্যা প্রান্তরের ছায়াতলে
আমাদের বন্ধু নেই, নেই মুগ্ধ সুস্মিত সান্ত্বনা। ৩২৮

বড়ো দীর্ঘ পথ, পরিক্রমা অন্তে অনন্ত শয্যায়
ক্ষণিক বিশ্রাম,—বন্ধু, আত্মীয় স্বজন ঘিরে আছে,
পরিচিত অহংকার ভাবছে এই উৎসব প্রতীক
বড়োই বিষন্ন কেউ কাছে নেই সমাজ সংসার। ৩৩২

একদা শৈশব ছিলো পুষ্পিত বাগান, ছিলো আলো,
পথের দুপাশে ছিলো অগণ্য সুন্দর চিত্রাবলী,
ক্ষমায়, অমেয় স্নেহে স্থৈর্যে ভালোবাসায় সুস্মিত
ছিলো অনুত্তাপ দিন, করুণায় শোধিত সুন্দর। ৩৩৬

একদা কৈশোর ছিলো আশা শ্বেত সুন্দরী ময়ূরী,
এমন কি চৈত্রেও তার নৃত্য ছিলো অগাধ অবাধ ;
বালক বন্ধুরা ছিলো চতুষ্পার্শ্বে আনন্দপ্রাচীর,
পৃথিবীর নগ্ন ধুলো অধিকার পেতো না সহজে। ৩৪০

একদা যৌবন ছিলো মোহময় উদ্দিষ্ট উন্মাদ,
সবই তার ইচ্ছাধীন, উড়ে যাবে সামান্য ইংগিতে—
এরকম স্পর্ধা তার বিস্ময় অনন্ত সুখকর
এরকম উন্মাদনা অতিদূর ক্লান্ত বেলাতটে। ৩৪৪

আজ পুষ্পে সমাকীর্ণ বন্ধুজন—পরিবৃত সেই
মোহিত মানুষ, রক্তে ছিলো যার মরণের গ্লানি—

অন্ধকার পান কোরে পানপাত্র শূন্যে তুলে-ধরে
বলেছিলো—অন্ধকারই একমাত্র সত্য পরিণাম। ৩৪৮

বেলাশেষে অন্ধকার এসেছিলো যেমত অতিথি,
তাকে ডেকে বলেছিলো ঃ হে অম্লান অস্থির উন্মাদ,
দেখো বিবর্ণতা, দেখো, ঘৃণিত কুক্কুর, উজ্জ্বলতা,
তথাপি নরকে ক্লান্তি ব্যর্থতার শূন্য অবসাদ। ৩৫২

অবেলায় অবসাদে টলোমলো সমর্থ শরীর,
দেখলো দর্পণে বহুরেখাচিহ্নে কণ্টকিত তার
ঈশ্বর প্রতিম দেহ, ভেঙ্গে গেলো ত্রিকোণ মুকুর,
ছড়ালো আসন্ন দুঃখ জলে স্থলে আকাশে বাতাসে। ৩৫৬

শূন্যতা কোথায় তাকে নিয়ে গেলো ? কোথায় গচ্ছিত
রাখলো বিমূর্ত কান্তি ? হে-মোহন সুন্দরী প্রতিমা,
জন্মের গহ্বরে তুমি অনন্তর কোরেছো গোপন ?
অথবা বুকের উষ্ণ খাঁচায় রেখেছো পাখি ধরে ? ৩৬০

অসহায় অন্ধকারে শুনি কার করুণ নিঃশ্বাস ?
মাথা খুড়ে মরো কার অন্তরাত্মা আজি বারবেলা ?
হে শববাহকবৃন্দ, ধীরপদে চলো ধীরপদে,
কোরোনা কীর্তন কিংবা ঈশ্বরের অষ্টোত্তর নাম। ৩৬৪

তোমাদের প্রেতচ্ছায়া কাছে আসে প্রতি পদক্ষেপে।
স্থিতধী প্রবীণ বৃক্ষ, ভাবো প্রতিনিমেষে অন্তিম,
ডাকে কি নিবিড়, চায় আলিঙ্গন, উত্তপ্ত মন্থন,
এখনো প্রস্তুত হও প্রিয়তম মানব সন্তান। ৩৬৮

সহমরণ

আমরা দাঁড়িয়ে আছি ভয়ঙ্কর পর্বত শিখরে
যার চতুস্পার্শ ঘিরে নৃত্যরত মত্ত জলরাশি,
প্রমত্ত গহ্বর ঘূর্ণি, বহুবিধ ধ্বংসের প্রতীক ;
আমরা অপেক্ষমান ভয়ঙ্কর মৃত্যুর নির্দেশে। ৩৭২

হে নষ্ট পৃথিবী, বড়ো ভয় করে, আসন্ন প্রলয়…
বড়ো অসহায়… দীর্ঘ অন্ধকার……ঝড়ের গর্জন,
চতুর্দিকে বিনাশের প্রস্তুতি ঘনায় দ্রুতগতি,
চতুর্দিকে বাতাসের অবিরল শোকার্ত সংগীত। ৩৭৬

পদতলে মৃত্তিকার শীতল গহ্বর অপসৃত,
সূর্যহীন নীলিমায় প্রেতদল অক্লান্ত সম্রাট,
নিরন্তর ঝরে বৃষ্টি, হিমকণা নিরন্তর ঝরে……
অমেয় আহ্লাদ কার ? প্রেতাত্মার ? মুগ্ধ নিয়তির ? ৩৮০

হে ক্লান্ত পৃথিবী, এই সমাসন্ন বিপুল বিনাশ,
এই ভয়ঙ্কর দিন তোমার সন্তান চেয়েছিলো ?
সহমরণের এক শুভ্রবোধে তাদের বিলাস,
প্রয়োজন ছিলো এই অভাবিত আত্মিক ধ্বংসের ? ৩৮৪

আমরা দাঁড়িয়ে আছি অথবা প্রতীক্ষা কোরে আছি
ভীষণা রাত্রির……যার স্পর্শের অমিত অহঙ্কার
নিয়ে যাবে সুখ-দুঃখহীন এক বোধের অতীত
অন্ধকার প্রেতলোকে, পরিত্রাণহীন নিরালোকে। ৩৮৮

আমার বন্ধুরা আজো ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের শিকার,
বালিতে শরীর ঢেকে বিস্মরণ খোঁজে অনায়াসে,
সর্বাঙ্গে তৃপ্তির রেখা, মুখশোভা সরল সুন্দর,
পুরোনো বিশ্বাস নীতি নিয়ে তুষ্ট ক্ষয়িষ্ণু সংসারে ; ৩৯২

প্রতিটি স্তম্ভের কাছে করজোড়ে জানায় প্রার্থনা,
প্রয়োজন হলে রক্ত, শরীরের সমস্ত নির্য্যাস

ঢেলে দিয়ে তৃপ্ত হয়, নির্ধারিত মসৃণ সরণি
বাহিয়া লক্ষিত স্বর্গে চলে যায় পরম বিশ্বাসে। ৩৯৬

যতো করি শঙ্খনাদ নিদ্রা যায় ততই শিবিরে,
জাগরণে আর্তনাদ. সময় বিগত হলে জাগে,
মৃত্যুর শিকড় দৃঢ়বদ্ধ হয়, ঘনায় বিনাশ,
তথাপি নিশ্চিত ক্রোড়ে মাথা রাখে করুণ সন্তান। ৪০০

সময় বিগত হলে জাগে
দুয়ারে প্রবীণ সর্বনাশ,
কে যাবে ধ্বংসের কাছ আগে…
হায়, কেনো দ্বিধা! ক্রীতদাস ৪০৪

অমৃতের পুত্ররা তাহলে
সময়ের এবং মৃত্যুর?
সময় বিগত হোলো বলে
আর্তনাদ বিষণ্ন বিধুর। ৪০৮

হে অগ্নি, হে বরুণ দেবতা
জ্বালাও নেবাও মরদেহ,
বৃথা কেনো জাগাও মমতা?
আমরা অবাধ্য নই কেহ। ৪১২

ক্লান্তির শীতল দীর্ঘিকায়
স্নান কোরে আছি মৃতবৎ,
অনশ্বর শিল্পের শিলায়
মাথা রাখি এমন মহৎ ৪১৬

সুন্দরচেতনা দূরগামী।
হায়, অন্ধ নিয়তিনির্দেশে
আমরা আজ মৃত্যুর প্রণামী
সুন্দর সংবিদ্ধ তীক্ষ্ণ শ্লেষে। ৪২০

ধ্বংসই নিয়ত সহচর,
প্রেম বা প্রত্যয় নয়, ঘৃণা

দাহ করে একান্ত নির্ভর,
বেলাশেষে নিজেকে চিনিনা।   ৪২৪

দ্বারে দ্বারে দুন্দুভি বাজায়
দুর্দিনের দুরন্ত ঘোষক
তবু ঘুম ভাঙ্গে না যে হায় ;
ছিঁড়ে ফেলি পুষ্পের স্তবক।   ৪২৮

তথাপি ক্লান্ত শরীর এনেছি টেনে
বিশাল সরণি যেথায় হয়েছে শেষ,
যে প্রিয় মাতাল ঘাতক আমাকে চেনে
তাকিয়ে রয়েছি এখনো নির্ণিমেষ।   ৪৩২

অন্ধকারের সুন্দর পদরেখা
জানায়, অদূরে তরণী অপেক্ষিত,
তুমি কাণ্ডারী, তুমিই যাত্রী একা
পৃথিবীর আয়ু কতোকাল অবসিত।   ৪৩৬

দ্যাখো, সুন্দর তরণী অচঞ্চল
অথচ প্রকৃতি প্রলয়ে মৃতপ্রায়।
ক্ষিপ্ত দানব, দুচোখে অশ্রুজল,
ক্রমশ জলের গর্ভে ধরণী যায়।   ৪৪০

অবিশ্বাসের বেদনা, পুঞ্জীভূত
ঘৃণার কৃষ্ণ কলুষ, চমৎকার
দম্ভের তেজ, অপরাধ-সম্ভূত
বাষ্প সৃজন কোরেছে মেঘের ভার।   ৪৪৪

যদি সেই মেঘ অজস্র আহ্লাদে
নেমে আসে, ঢাকে প্রমত্ত জলরাশি,
নিখিল নাস্তি—বৃথাই আর্তনাদে
ক্ষান্ত হবে না প্রলয় সর্বগ্রাসী। ৪৪৮

বৃথা প্রার্থনা জানাও হে প্রিয়তম,
মানবপুত্র, তোমার কর্মফল

আত্মহননে প্রমত্ত প্রেতসম
এ নহে ঘাতক, প্রণয়িনী এই জল। ৪৫২

অতএব প্রিয় মানবপুত্রগণ
জন্মের দেশে পুনঃ ফিরে যেতে যেতে
যে পথ কোরেছো সকলে মিলে খনন
তাকে ছেড়ে দাও লোভনীয় অঙ্কেতে। ৪৫৬

বৃথা শোকাশ্রু ফেলো না ক্লান্তিকালে ;
মোহন তরণী অদূরে অপেক্ষায়,
বড়ো প্রয়োজন দেবতার। কে পাঠালে
তোমার তরণী ? ঈশ্বর অসহায়। ৪৬০

অক্ষম ঈশ্বর, আমি ততোধিক অক্ষম মানব,
বহুযুগাতীত বহু বৃক্ষের শিকড়ে অসহায়
দিয়েছি অঞ্জলি দেহ, পুরাতন বিশ্বাসের কাছে
পবিত্র প্রণয়ী রূপে কতোকাল বিশ্বস্ত ছিলাম। ৪৬৪

অসংখ্য বন্ধুর কাছে বন্ধুরূপে, অসংখ্য নারীর
মহান প্রণয়ী রূপে এতোকাল জীবিত ছিলাম ;
ঈশ্বর ! তোমার ক্লান্ত আহ্বানে আমার সারা দেহ
কেমন শীতল; আমি অসহায় ক্লান্তির প্রতীক। ৪৬৮

শরীরে আমার বড়ো অবসাদ
হৃদয়ে প্রবল ঝরে তুষার,
দূর বনে করো কে আর্তনাদ
স্খলিত কণ্ঠে চমৎকার ? ৪৭২

তুমি কি বিবেক ? অথবা বিষাদ ?
যে আমার চির-আত্মজন ?
অথবা প্রণয় ! এমন প্রলয়
কালে কোরো না হে বিসর্জন। ৪৭৬

আমরা সবাই প্রতিপদপাতে
চলো যেথা তরী প্রতীক্ষায়,

সুন্দর, তুমি ভাঙো পদাঘাতে
লৌহ-কঠিন স্থবিরতায় : ৪৮০

ক্রমশ তলিয়ে যায় সৌধচূড়া মহার্ঘ মন্দির,
যুগাতীত বিশ্বাসের সুন্দর গভীর দেবালয়,
মুখরিত জনপদ, বনতল, সাজানো বাগান,
নীল গিরিশ্রেণী, শ্যাম বনরেখা, বিশাল প্রান্তর। ৪৮৪

মানুষ ! তোমার সৃষ্টি দেখা দিলো নিয়তির মতো
অক্লিষ্ট দুর্বার, তুমি সংযমের কঠিন শৃঙ্খলে
বাঁধোনি নিজেকে, তুমি স্বরচিত সুন্দর কবরে
ফারোদের মতো থাকো শুয়ে, থাকো নিদ্রায় বিভোর। ৪৮৮

হে বিংশশতক ! শরশয্যায় শায়িত পিতামহ !
কে শোনায় স্তবমন্ত্র 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' !
বাতাস শোকার্ত, নেই ছায়াময় বৃক্ষের আশ্রয়,
মাটি খায় হিংস্র জল, জলগর্ভে হিরণ্যকশিপু। ৪৯২

প্রজ্বলিত হুতাশন প্রদক্ষিণ করো প্রিয়জন,
ভীষণ অগ্নির গর্ভে নিরাশ্রয়ী শূন্য অবসান ;
জ্বালাও পবিত্র বহ্নি সুমহান আত্মার প্রতীক,
যা কিছু সুন্দর তাই পবিত্র, তা পরম আশ্রয় ৪৯৬

সমবেত আত্মজন আর্তনাদ করে বধ্যভূমে……
ঘাতক কী ভয়ঙ্কর, দৃষ্টিমাত্র পুড়ে যায় দেহ,
আমারই পাপের সৃষ্ট ভীষণ পুরুষ, দম্ভ যার
সৃষ্টির কারণ, হিংসা যার অঙ্গে কবচ কুণ্ডল। ৫০০

না, বধ্য আমরা, ওই যূপকাষ্ঠ পরম নিয়তি।
পরিত্রাণ নেই, ধায় গর্জমান ক্রুদ্ধ বারিধারা,
লক্ষ লক্ষ তাতারের উদ্ধত বর্শাও সমুদ্যত,
পরিত্রাণ নেই, শোনো, হে শিল্পের মহান ঈশ্বর ! ৫০৪

শিল্পের মহান দেবতার
পদতলে সকলি অঞ্জলি

দিতে হয় অমল আত্মার
নির্দেশে, প্রেমের পদাবলী ৫০৮

আনন্দ সঙ্গীত, বিষাদের
সুন্দর প্রতিমা পুষ্পসম,
দিতে হবে পাপ ও পুণ্যের
সহস্র কবিতা, পরাক্রম, ৫১২

উদ্ধত বিশ্বাস অহঙ্কার,
হৃদয়ের গোপন বৃক্ষের
নানাবিধ পুষ্পের সম্ভার,
সকলই ঐশ্বর্য জীবনের ৫১৬

দিতে হবে শিল্পের মহান
দেবতার মুগ্ধ পদতলে,
তারপর আত্মার শ্মশান
পূতঃ হোক পবিত্র অনলে। ৫২০

প্রার্থনা

আমার হাত ধরো শুষ্ক হাত ধরো, মাংসহীন এই কঠিন হাড়,
চিবুকে ঝুলে আছে নগ্ন-শূন্যতা এবং ভয়াবহ মাড়ির দাঁত ;
শব্দ নেই কোনো শব্দ নেই, এক কুটিল স্তব্ধতা জানায় খেদ ;
মুখের গহ্বরে মৃত্যু খেলা করে, আহা কী মৃত্যুর কঠিন রূপ ! ৫২৪

তোমরা চলো যাই সময় নেই যেথা এমতো সম্রাট প্রদীপ্ত ;
আমার দেহময় ছদ্মবেশী এক ক্লান্ত ক্রীতদাস ঘোরায় হাল ;
সজোরে মাথা ফাটে পাথরে, কর্দম রুধির ঘিলু আর মাংস হাড় ;
কৃমির দল হাঁটে, শৃগাল দ্রুত চাটে, বায়স উৎসবে মগ্ন হয় । ৫২৮

এমতো দুঃখের শাণিত দাঁত ছেঁড়ে সুঠাম অবয়ব যৌবনের ;
এমতো ক্লান্তির গুহায় দেহ ঢাকে অপার রূপময় রৌদ্রালোক ;
কোথায় পাদপীঠ ? নিঃসীম নীলিমায় আমার নেই হায় উত্তরণ !
অপার শূন্যতা অসীম শূন্যতা বাতাসে অবিরল ছড়ায় ভুল । ৫৩২

হায়রে মোহময়ী রজনীগন্ধার ক্ষণিক মদকল রূপোল্লাস,
হায় রে শববাহী যোদ্ধাসম্রাট, অনতিদূর ঐ তেপান্তর !
কোথাও আলো নেই. লক্ষ্য কোন্‌খানে ? আমার অন্তিম যাত্রাপথ
এমন ছায়াহীন, এমন কর্কশ পাথর বালি ঢাকা শতদ্রীর ! ৫৩৬

আমার চারদিকে চূর্ণ অনুরাগ যেনবা লীলাভূমি প্রেতাত্মার,
আমার চারদিকে ঘৃণার কুণ্ডলী, মুক্তি নেই আহা ! মুক্তি নেই !
এখনো কতোকাল নরকনির্জনে খুঁড়বো মস্তক দীর্ঘশ্বাস ?
দিন ও রাত্রির মিলিত শান্তির ওপারে আমি একা প্রতীক্ষায় । ৫৪০

আমাকে দাও দাও শ্মশানকাঠের তীব্র উত্তাপ অগ্নিময়,
মাংস যাক্ গলে, শূন্যে মিশে যাক দেহের যাবতীয় অস্থি মেদ,
প্রাণদ জলকণা বাষ্প হয়ে যাও মেঘের অবয়বে সুরম্য,
হে দেব প্রিয়তম সর্বভূক, শোনো, আহুতি নাও প্রিয় ক্লান্তিভার । ৫৪৪

ঘৃণায় কুণ্ঠিত কোরোনা অনুরাগ, ঘৃণায় কুণ্ঠিত কোরোনা মন ।
তুমি হে রমণীয় পৃথিবী ধূলিময় শুদ্ধ প্রাণদায়ী ধরিত্রী—

রক্তে প্রেম তোলে তীব্র ঝড় যার অপার রূপময় লাবণ্য
ডেকেছে মৃত্যুর দুয়ারে প্রতিদিন, যে গাঢ় ক্ষুধা হয়ে আশৈশব। ৫৪৮

দেবতা নয়, নয় স্বর্গবেশ্যার অমিত ক্রোড়ে চাই তীব্র সুখ,
জননী পঙ্কের স্বর্গে মাথা রাখি এমন নই আজও ভাগ্যবান;
যে অবচেতনায় চূর্ণ করি তার মোহন সুন্দর দিব্যগান
তাকেই অন্তিম যাত্রাপথে দেখি প্রেমিক কণ্ঠের পুষ্পহার। ৫৫২

তাহলে প্রিয়সুখ বিস্মৃতি
তুমি কি নও প্রিয়তম আঁধার ?
কি তবে সম্বল এ যাত্রার—
শুধু কী চেয়েছি এ নিষ্কৃতি ? ৫৫৬

তাহলে কী এ শববাহকেরা
ক্লান্ত হবে না ? কি মৃত্যুভয়
দাঁড়াবে না কি পথ জুড়ে সময় ?
পুরোনো পথ বেয়ে ঘরে ফেরা ? ৫৬০

হায়রে পশ্চাদগামী জীবন
দুপায়ে ধরে আছো দুঃখশোক,
যেনবা ভয়ভীত শববাহক
আপন মৃত্যুকে করে স্মরণ। ৫৬৪

শটিত পুষ্পের শবাধারে
আমার ঘৃণাময় গলিতশব,
সম্রাটের মতো মহোৎসব
সমাপনান্তে কী অভিসারে ? ৫৬৮

ঘৃণায় জ্বলে যায় দেহ আমার,
তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে কাটে
সম্ভাবনাময় সম্রাটে,
রাজ্য নেই. আছে বেদনাভার। ৫৭২

তাহলে মৃত্যু কি তুমি নরকের দীপ্ত যুবরাজ
নিয়ে যাচ্ছো সম্রাটের ক্লিষ্ট দেহ বেদিকার তলে ?

শেষ বিচারের দিন কতোকাল পরে এলো আজ,
কি শাস্তি কি শান্তি এই ভাবনার সৌম্য ধারাজলে। ৫৭৬

এতোকাল রক্তস্নানে তুষ্ট ছিলো প্রেমিক অতিথি,
চিন্তাহীন যৌবনের অবসাদে টলোমলো তার
অজস্র ক্ষতের চিহ্ন আঁকা ঐ রম্য দেহভার,
মানেনি শাসন রাজা কিংবা সময়ের ব্যর্থ ভীতি। ৫৮০

তুমি এলে বন্ধু, এলে একাকী এ উৎসবের শেষে,
(কী বীভৎস ছিলো ঐ উৎসবের নানাবর্ণ আলো।)
পরম প্রিয়ার মতো এই দেহ কে যেনো সাজালো,
তোমাকে ক্লান্তির মতো জড়াবো এ কঠিন আশ্লেষে। ৫৮৪

মিলিয়ে যাবো ঐ শূন্যে অবিরল শূন্যে,
বাতাসে অগ্নিতে ছড়াবো দেহ-শেষ ভস্ম,
মাটিতে রেখে যাবো শয়তানের শেষ শান্তি,
দেবতা নয়, আমি নারকী চুল্লিতে দগ্ধ। ৫৮৮

চতুর্দিক এসে বাহক হয়ে লয় স্কন্ধে
একটি শবদেহ, অন্য শবে শবযাত্রা
অন্তে ফিরে যাবে নরকে আহা সেই নরকে।
আমার পথ জুড়ে ধূলোয় ভরা ফুলশয্যা। ৫৯২

ভাসান

দ্বিতীয় খণ্ড

সুন্দর ! তোমার স্পর্শে হবো না কি পুনরুজ্জীবিত ?

রচনাকাল ১৩৬৮-৬৯

শবযাত্রায় যে অন্তহীন অন্বেষণের সূত্রপাত
ভাসানে তার পরিসমাপ্তি
শবযাত্রার নারকী প্রেমিক স্বর্গভ্রষ্ট
দেবশিশু দীর্ঘ পরিক্রমা
অন্তে উপনীত হলো
চিরসুন্দরের দেশে
শিয়রে সদাজাগ্রত বেহুলা মিলিয়ে
গেলো অনন্ত প্রকৃতিতে
লখিন্দরের হৃদয় মহৎ বেদনায়
আলোকিত হলো।

ভাসান

লখিন্দর

আমি ভাসমান এক নষ্টদেহ অমল মান্দাসে।
একি সেই প্রেতলোক শয়তানের সাম্রাজ্য ভয়াল
যেখানে পবিত্র আত্মা মুহুর্মুহু কাঁপে ভয়ে ত্রাসে
হেমন্তের পাতা যেনো। অপেক্ষিত দ্বারে ক্লান্তিকাল,
ভেসে যায় অপরূপ নষ্টদেহ অমল মান্দাসে। ৫৯৭

তুমি প্রিয়তম নারী নিদ্রাহীন কালের প্রতিমা,
বিষাদের অন্তরাত্মা, জেগে আছো অক্লান্ত শিয়রে ;
অমল আত্মার অগ্নি অনির্বাণ অতৃপ্ত শোণিমা
অনিদ্র আহ্লাদ ! দ্যাখো, শূন্যতাই বিশ্বচরাচরে ;
বাঞ্ছিত ঈশ্বরী, তুমি নিদ্রাহীন কালের প্রতিমা ৬০২

তুমি একমাত্র সত্য, আর সবই নাস্তির অধীন,
'গোলাপের প্রতিবাদে ফিরে যায় হন্তারক প্রেত ;
তবু হে পবিত্র আত্মা ! কতোকাল রবে নিদ্রাহীন ?
ঘাতক অনিদ্র, চায় লোভনীয় গোপন সংকেত ;
তুমিই সুস্থির সত্য, আর সবাই নাস্তির অধীন। ৬০৭

জানি, তুমি পরিত্রাতা গলিত বীভৎস প্রণয়ীর ;
নশ্বর শরীর ছেঁড়ে সারমেয় বায়স শকুন,
খ'সে পড়ে গলামাংস, ভোজ্য হয় প্রলুব্ধ কৃমির ;
মান্দাসে কে জাগে ? তুমি ? প্রতিজ্ঞার প্রোজ্জ্বল আগুন ?
জানি, তুমি পরিত্রাতা গলিত বীভৎস প্রণয়ীর। ৬১২

কিন্তু কী করুণ এই যাত্রা, এই সুন্দর শপথ !
প্রেমিকের পুতঃ অস্থি পুনরায় হবে উজ্জীবিত ?
যদিও করুণাহীন মাটি নিরুপায় মৃতবৎ,
এই জলরাশি যেনো ভয়ংকর প্রেতকবলিত,
তথাপি অনন্তমুখী এই যাত্রা সুন্দর শপথ। ৬১৭

পশুর আহার্য আমি হিংস্রমৃত্যুদেবতার ক্রোধে,
বিংশশতকের এক মূক মূঢ় অশান্ত যুবক,

আজন্ম লালিত স্বপ্ন ঝরে গেলো তীব্রতম বোধে,
যে ফুল না ফুটিতেই স্বপ্ন হোলো নির্মম কুহক ;
আমার এ পরিণাম হিংস্র মৃত্যুদেবতার ক্রোধে। ৬২২

জানি, ভাসমান এই নষ্টদেহ পুনরুজ্জীবিত
হবেনা, বিফল যাত্রা, শোনো শিল্প, আমার ঈশ্বরী!
নশ্বর পচনশীল লখিন্দর হবে অপসৃত,
আমার পবিত্র আত্মা! তুমি জাগো সতর্ক প্রহরী,
সুন্দর, তোমার স্পর্শে হবো না কি পুনরুজ্জীবিত? ৬২৭

বেহুলা

তোমার অতৃপ্ত তৃষ্ণা এই যুগ্ম বুকের কুসুমে
পবিত্র স্পর্শের ভার না রাখিতে ঝরিলো ধুলায়,
কালরাত্রি আচ্ছাদিলো, অন্যথায় ঢলে পড়ি ঘুমে?
নিদ্রান্তে অস্তিত্ব দুলছে শূন্যতার সমুদ্র চূড়ায়,
এখনো খোদিত তৃষ্ণা এই যুগ্ম বুকের কুসুমে। ৬৩২

হে ব্যর্থ প্রণয়ী, প্রিয়, যুগান্তের অন্তিম নায়ক,
প্রিয়াকে অনিদ্র রেখে স্বার্থমগ্ন নিদ্রায় বিভোর?
ক্লান্তির প্রেতিনী ভাঙে ফুলবন, নির্মম পাতক
ছড়ায় দুঃসহ ব্যাধি, মেদ মাংস কাড়ে কালচোর,
এখনো নিদ্রিত তুমি যুগান্তের অন্তিম নায়ক? ৬৩৭

প্রদীপ্ত পুরুষ, ওঠো, উঠবেনা কাল-নিদ্রা হতে?
এ নগ্ন বুকের চেয়ে বেশী শান্তি মরণের বুকে?
মৃত্যুর শীতল জিহ্বা কালান্তক গাঙুরের স্রোতে
ভাসিয়ে মান্দাস জাগি, নিরন্তর ক্ষয়িত অসুখে,
সুন্দর পুরুষ! ওঠো। উঠবেনা শেষ-নিদ্রা হতে। ৬৪২

[কেউ নেই, অন্ধকার উদাসীন জলের সান্ত্বনা,
নির্জন স্রোতের টানে ভেসে যায় একান্ত আশ্রয়,
প্রতিমা-প্রতিম নারী বুকে চেপে অসীম যন্ত্রণা
পবিত্র প্রেমের পুতঃ যূপকাষ্ঠে ঘুমায় নির্ভয়,
ব্যর্থ হয় গাঙুরের উদাসীন জলের সান্ত্বনা] ৬৪৭

আমি তীক্ষ্ণ কাঁটা জাগি, যাতে কেউ অস্ফুট গোলাপ
না ছেঁড়ে অস্পৃশ্য নখে ; নৃত্যশেষে সুরলোকবাসী
যখন ফিরিয়ে দেবে পূতঃ পুষ্প. তখনি সন্তাপ
অন্তর্হিত হবে, তুমি তৃপ্ত হবে দলে ফুলরাশি,
অনিদ্র কাঁটায় তাই ঢেকে রাখি অস্ফুট গোলাপ। ৬৭৬

লখিন্দর

নিরন্তর তোকে স্মরি যাত্রা এই প্রতিকূল স্রোতে
সুন্দর পরমপ্রিয়। চতুর্দিক আশ্রিত আঁধারে,
অবারিত জলরাশি দৃশ্যমান নিয়তির মতো
ধেয়ে আসে যেনো হিংস্র সরীসৃপ ভয়াল মাতাল। ৬৫৬

এই দীর্ঘরাত্রি, এই ভয়ংকর শ্বাপদসংকুল
অরণ্যপ্রতিম ক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে অন্তরীন
শাশ্বত তৃষ্ণার ভেলা। আমি শাপদগ্ধ-লখিন্দর,
কতোকাল ভাসমান জানিনা হে বাঞ্ছিত প্রতিমা! ৬৬০

কতোরাত্রি নিদ্রাহীন প্রবাহিত হয়েছে ক্লান্তিতে,
কতোদিন বহে গেছে শব্দহীন নিরর্থ পিচ্ছিল,
সান্ত্বনাবিহীন এই নিঃসঙ্গ প্রবাসে কতোকাল
অনিদ্র জেগেছি আর অন্তিমের কোরেছি প্রার্থনা। ৬৬৪

কেউ নেই। কতোকাল শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত আমার
অমলীন অন্তরাত্মা! কেউ নেই দীর্ঘপরবাসে!
কি নিয়ে প্রহর জাগি? কোন শান্ত সুন্দর দেবতা
আমার পরম পিতা? জানিনা। কেঁদো না হে হৃদয় ৬৬৮

এতো চূর্ণ আত্মা যেনো অভিশপ্ত শ্মশান প্রহরী ;
বন্ধুও ঘাতক—এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞা আমাকে
নিয়ে যায় বধ্যভূমে, মনে হয়ঃ আত্মঘাত্ বিনা
কিছুই প্রার্থিত নেই, কোনোদিন ছিলোনা আমার। ৬৭২

রক্তের উষ্ণতা. তুমি ভুলে যাও আপন স্বভাব
আত্মহননের চেয়ে প্রিয়তম জেনো, কিছু নেই ;
বিস্মৃতির রিক্তহাতে সমর্পণ বিনা নান্যপথ,
ভয়ংকর মহেশ্বর দ্বারদেশে সশস্ত্রপ্রহরী। ৬৭৬

সকলে প্রস্তুত যেনো বধ্যমঞ্চে, উদ্যত কৃপান ;
নিঃসঙ্গ আমার যাত্রা। অবিরল জলের গর্জনে
কার পদশব্দ শুনি ? বন্ধুহীন স্বজনবর্জিত
একোন প্রবাস যার অন্তরালে আমি নির্বাসিত ? ৬৮০

একোন প্রবাস যার দেবালয় ভগ্ন, চিত্রাবলী
অযত্নেধূসর, দীর্ঘ রাজপথ জুড়ে শবদেহ ?
উদ্যান আছন্ন হাড়ে, গলিত-মাংসের গন্ধ ভাসে
সন্ধ্যার বাতাসে। আমি কোন্ দেশে আছি নির্বাসনে ৬৮৪

যতোদূর দৃষ্টি শুনি অন্ধকার জলের গর্জন,
যেনো প্রেতলোকে বন্দী দেবশিশু মুক্ত হতে চেয়ে
বারংবার ব্যর্থ। হায় ! মরণ-প্রোথিত হে জীবন !
বৃথাই প্রার্থনা। অশ্রু মৃত্তিকায় নিমেষে মিলায়। ৬৮৮

যতোদূর দেখা যায় রক্তহীন বিমর্ষ পৃথিবী.
প্রস্তরযুগের গাছপালা কাঁপে শীতল প্রশ্বাসে,
কবর-নিসৃত মৌন মানুষের ভয়ার্ত মিছিল,
নানাবিধ বিষণ্ণতা খেলা কোরছে চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে। ৬৯২

জলশব্দ উড়ে যায়, ঘুরে ঘুরে ওড়ে শব্দরাজি,
কখনো নৈঃশব্দ্য নামে সামুদ্রিক পাখির চীৎকারে,
সুন্দর তরণী ভাসে উদাসীন আত্মার মতন,
আমাকে গর্ভের বৃন্তে মায়াময় হস্তে ধরে রাখে, ৬৯৬

যাত্রার কোথায় শেষ ? কোনখানে সেই তটরেখা ?
পৃথিবী ফেরাতে চায় মৃত্যুমুখি মান্দাসের গতি
শৈশবের শ্বেত-দ্বীপে। অসম্ভব জেনেও শেষবার
সাড়া দিতে চাই পূতঃ শৈশবের অমল আহ্বানে। ৭০০

অমল শৈশব অমেয় শান্তির পারাবার
তোমার করতলে অতল শান্তির আয়োজন
আমার ক্লান্তির আমার ভয়াতুর ভাবনার
কোথায় শেষ বলো, কোথায় সুন্দর মায়াবন ? ৭০৪

স্মৃতির ভারে নত আমি যে ভাঙ্গারথ-সারথি,—

প্রতিটি যুদ্ধেই সহজে মেনে নিই পরাভব
মৃত্যুময় এই জগতে করি কার আরতি ?
কে আছে জেগে যার এখনো অক্ষত অবয়ব ? ৭০৮

মাতৃহীন এই নষ্টপ্রজ্ঞার অনলস
আত্মসন্ধানই তাহার প্রিয়তম ভাবনা
হয়তো বহুবিধ রত্নভরা স্বর্ণকলস
আমার শৈশব, সেখানে তার কাছে যাবো না ? ৭১২

অমল শৈশব নিয়ত লীলাভূমি দেবতার
সূর্য জ্বলে যায়, সেখানে নেই জয়-পরাজয়
আমার স্মৃতি চায় সে ছবি স্নেহভরে রচনার
বয়স ভাবে এই সকল আয়োজন অপচয় ৭১৬

অথচ কী নিবিড় ভাবনা, কী অসীম অভিলাষ
প্রতিটি ফলকের শিকড়ে গোলাপের শিশুবন
রোপণ কোরে যাই সেচন কোরে প্রেম বারোমাস
কিন্তু বৃথা, প্রেত শোষণ করে জল অকারণ ৭২০

তুমি হে বিস্মৃতি, তোমাকে ঘিরে কতো ভাবনা
আমার দিনমান পীড়িত কেন তোর শাসনে ?
আমি কি তোর প্রেম জীবনে কোনোদিন পাবোনা ?
বাঁচাও শিশুবন হে প্রিয়, অনুরাগ সেচনে ৭২৪

আমাকে ঘিরে রয় বয়সী ভাবনার প্রেতদল
মরণ-চিহ্নিত সকল সাধনার পদপাত
আত্মহননের চেয়ে কি বাঞ্ছিত ছায়াতল ?
আমি কি তুলে নেবো মৃত্যু-মদ মুখে অচিরাৎ ? ৭২৮

দুজনে মুখোমুখী অথচ কী গভীর ব্যবধান
শাণিত দন্তের খড়্গ রেখে সঙ্গোপনে
ধূর্ত শয়তান জানাই ভালোবাসা অফুরান
সাজিয়ে পদাবলী মধুর ভাবরাজি বপনে ৭৩২

বিশাল মানুষের আমরা আত্মীয় নহি আর
নিঃস্ব পিশাচের আলিঙ্গনে ঢালি দেহমন

কে আর স্পর্শের বিরহে কাঁদে বলো দেবতার ?
ক্লিষ্ট আত্মার গভীরে জ্বলে চিতা আমরণ ৭৩৬

অমল শৈশব আর্ত-হৃদয়ের ছায়াতলে
আমাকে বলে দাও কোথায় তটরেখা অমলীন
চতুর্দিকে জুড়ে বয়সী ভাবনার প্রেতদল
জড়িয়ে নাগপাশে জানায় তোর কাছে কতো ঋণ ৭৪০

ছিন্ন পোশাকের আড়ালে প্রেম করে হা-হুতাশ
ফোটার আগে হায় মাটিতে ঝরে যায় গোপনে
জীর্ণ দেহভার জীবিতে মরণের ক্রীতদাস
সময় বয়ে যায় অফলা বৃক্ষের রোপণে ৭৪৪

মহান মৃত্যুর দিকেই বয়সের অভিসার
কখন ডুবে যাবো অতল রাত্রির বিবরে
চিহ্নহীন এই সমাপ্তির হাতে সাধনার
নিয়তি ! হায় ! বলো ক্ষণিক সান্ত্বনা কে ধরে ? ৭৪৮

নিদ্রাতুর স্নায়ুপুঞ্জ ভুলে যায়, আমি আর
আমার চেতনার বিবিধ উৎসের ধারাপথ
উপায় নেই আর মোহন কৈশোরে ফিরিবার
বৃথাই টানাটানি। ফেরেনা সম্মুখগামীরথ। ৭৫২

মৃত্যুরূপ দর্শন

ও মুখ বিষাদময় বিষাদের মূর্ত প্রতিচ্ছবি,
যেনো বা সর্বাঙ্গ তোর ঝলসে গেছে নরকাগ্নিতাপে,
চোখের গহ্বরে বহু যুগাতীত শ্রান্তির পূরবী,
যেনো স্ফুটমান স্বপ্ন ভস্মীভূত ঘৃণ্য অভিশাপে,
ও মুখ বিষাদময় বিষাদের মূর্ত প্রতিচ্ছবি। ৭৫৭

কুমারী অক্ষতযোনি কী ঘর্মাক্ত তোর ছায়া দেখে,
নারকী কুক্কুর! তোর লোলুপতা সর্বত্র বিদিত,
শবদেহ ছিঁড়ে খেতে রে পাষণ্ড! বাঁধেনা বিবেকে?
এমন কি অগ্নিদেব তোর ক্লিন্ন স্পর্শ হতে ভীত,
পবিত্র কুমারীমাতা কী ঘর্মাক্ত তোর ছায়া দেখে! ৭৬২

তুই সর্বভুক্। পিতৃপিতামহ পূর্বপুরুষেরা।
ঝোলে বৃক্ষশাখে, কাঁদে ঊর্ধবাহু সূর্যের সকাশে:
সবিতৃদেবতা! দ্যাখো, পুন্নামে অমৃত শাবকেরা,
কে করে তর্পণ? সব সমাধিস্থ বিপুল বিলাসে!
সভয়ে কাঁদেন পিতৃপিতামহ পূর্বপুরুষেরা। ৭৬৭

হে মূঢ় লুব্ধক, ভণ্ড কাপালিক হিংস্র কামাচারি,
কতো রক্ত চাস্ তুই করোটির কঠিন আধারে?
বালক-যুবক-বৃদ্ধ-সদ্যোজাত শিশু, দৃপ্তনারী
কে পায় ক্ষণিক মুক্তি তোর তুষ্টি বিনা ফলাহারে?
হে মূর্ত কলুষ ধূর্ত কাপালিক হিংস্র কামাচারি? ৭৭

তুই সে পুরুষ যার স্পর্শে ওঠে ক্রন্দনের রোল,
তুই সে রমণী যার ডান ভাগে চিরনিদ্রা রাজে,
নরকের দ্বাররক্ষী হিংস্রমুখি সেয়ানা পাগোল,
লক্ষ লক্ষ মড়কের ঘোর নৃত্য চৌদিকে বিরাজে,
কৃতঘ্ন শয়তান, তোর স্পর্শে ওঠে ক্রন্দনের রোল। ৭৭৭

সর্বদা সর্বথা তোর ঘোর নৃত্য রে মুক্ত পুরুষ!
ক্ষণিক বিশ্রাম নেই তপরত তাপসের মতো,

অজস্র শবের পরে স্থিতাসনা প্রমত্তকলুষ,
হে ত্রিকালস্পর্শী, তোর বহুরূপী শরীর সর্বতো,
যেদিকে তাকাই তোর ঘোর নৃত্য রে মুক্তপুরুষ। ৭৮২

যে দিকে চাই নাচে মাতাল জলরাশি আহত অজগর নৃত্যপর,
লক্ষ লক্ষ যোজন জুড়ে মহাকালের প্রতি যেনো ব্যঙ্গ কোরে
নাচেন জলপতি। কোথায় তটরেখা দীপ্ত বনভূমি রৌদ্রময় ?
অবাধ অস্থির অলস আত্মার শয্যা বুঝি শেষ বিশ্রামের ! ৭৮৬

লক্ষ জলরাশি সূর্যকিরণে কি পরেছে মণিমালা কণ্ঠহার ?
নিয়ত গর্জায় নিহত দিশেহারা বাতাস যেনো এক ক্রুদ্ধ পশু ;
অক্ষম নিষ্ফল আঘাতে চঞ্চল হিংস্র অজগর গর্জমান,
চতুর্দিক জুড়ে নিশীথ রাত্রির কুটিল দূরাগত আর্তনাদ। ৭৯০

এখানে নেই কোনো অবোধ-ইচ্ছার আঘাতে আলোড়ন, এখানে নেই
তীক্ষ্ণ তিক্ত বৃদ্ধ জটায়ুর বাঁচার শেষ দৃঢ় আস্ফালন,
সকলে মসৃণ নিয়মে বিধৃত, অথচ শূন্যতা সম্রাটের
মতন জেগে থাকে সারাটি দিনমান, মৃত্যু করে তারে নন্দিত। ৭৯৪

উপরে নীলিমায় নীরবে জ্বলে ওঠে মৃতের অক্ষিগোলকবৎ
ধূসর তারকার গোপন বেদনার খোদিত কথামালা রাত্রিদিন,
হাজার বছরের শীতল কবরের মতন মহাকাশ বর্ণহীন,
যেনো বা আগণন মরণ-চুম্বিত ব্যর্থ হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস। ৭৯৮

আমার নশ্বর তরণী সহচর লক্ষ ঢেউগুলি ক্রুদ্ধ খল,
কখনো মাথা নত গভীর মমতায়, কখনো পদাঘাতে জানায় ক্ষোভ,
আমি কী অসহায় ! বাঁচার কামনায় সজোরে ধরি ভাঙা ভ্রষ্ট হাল,
শরীর থরথর। কোথায় অবসর ? ক্ষণিক বিভ্রম আত্মঘাত্। ৮০২

আমার চারিধার ঘিরিয়া কী আঁধার নিত্যপতনের শব্দময়,
শ্মশান চুল্লির আগুনে চমকায় রিক্তসুন্দর ভবিষ্যৎ,
তরণী দুলে ওঠে জলজ প্রাণীদের আলিঙ্গনে, যদি মগ্ন হয়
ঈশ্বরের ঐ অবোধ শিশুগুলি মত্ত হবে মহাউৎসবে। ৮০৬

মৃত্যু প্রিয়তম ! তোমার গর্ভেই পৃথিবী ভ্রূণবৎ অন্তরীন,
অথবা পল্বলে গভীর সুখে ভাসে বিবিধ বর্ণিল মৎসশিশু ;
যেদিকে ফিরে চাই তোমার পদপাত, তোমার সিংহাসনতলে
সকল আলোকিত বিন্দু মিশে যায়. সকল মহিমার আত্মদান । ৮১০

মোহন সুন্দর পুষ্পরাজি ফোটে ছড়ায় অপরূপ গন্ধভার
তাহারো বক্ষের গোপনে মরণের হিংস্রদূত জাগে নিদ্রাহীন,
দিন ও রাত্রির আবর্তনে খসে উর্ধলোক-ছোঁয়া লক্ষশির,
মেদিণীগ্রাস করে রথের চাকা, কার সাধ্য টেনে তোলে ? সাধ্য নেই । ৮১৪

অপাপবিদ্ধ কি মুক্তি পায় ? ওই কোমল পঞ্জরে অধিষ্ঠান !
প্রাজ্ঞবৃদ্ধের চোখের কোরকের নিম্নে বঙ্কিম রাত্রিময়
শাণিত তালোয়ার শায়িত সে তোমার স্পর্শ তরে রয় প্রতীক্ষায়.
সকল যুবকের গর্বহরণের কৌতুকেও তোর ক্ষান্তি নেই । ৮১৮

যদিবা ক্ষণকাল ভুলেছি হে মাতাল ! সকল জীবিতের দেহ-আধার,
বিবিধ তৃষ্ণার আড়ালে ডুবে হই সম্রাটের প্রায় জ্যোতিষ্মান,
কাহার ছায়া আনে পরম নির্দেশ ! চেতনা জুড়ে নামে বিষাদ-ভার,
আমার পথময় জয় বা পরাজয় ছাপিয়ে নামে কালরাত্রি । ৮২২

তথাপি হে অমর ! যেখানে সুন্দর সৌম্য দেবতার অধিষ্ঠান
সেখানে যাত্রার পূর্বে মরণের স্মরণে হতে চাই পবিত্র,
মোহনতরণীর দুধারে ধরণীর দমিত শোক করে সঞ্চরণ,
কোথায় সুন্দর । পরম নির্ভর ! তীব্র আর্তির কি নেই শেষ ? ৮২৬

যাহার নিঃশ্বাসে ঝরিছে ফুলদল, স্পর্শে প্রাণীকুল শঙ্কিত,
যাহার আগমনে সভয়ে ত্রিজগৎ স্বপ্ন ভুলে হয় কম্পমান,
হিমেল জ্যোৎস্নার মতন চারিধার ধূসর পাণ্ডুর বর্ণহীন,
বুকের পঞ্জরে তাহাকে নিয়ে চরে সর্বচরাচর অকুতোভয় । ৮৩০

আমার যাত্রার ক্লান্ত-দেহভার যতোই ম্রিয়মান শংকাতুর,
মনের গতিপথ রুদ্ধ করে ক্ষত ভয়ের ক্লান্তির ব্যর্থতার,
ততোই মরণের মহান চরণের স্পর্শে অন্তর প্রদীপ্ত,
যেহেতু জানি যার মৃত্যুদেবতার দিব্যজ্যোতি চোখে প্রজ্ঞাবান ৮৩৪

জীবন

কে তুমি পুষ্পের মতো অমলিন ? মহান আত্মার
মতো জ্যোতির্ময় ? সিক্ত চন্দনে পবিত্র প্রিয়তম ?
কে তুমি ভূষিত শুভ্র দিব্য আভরণে ? হে সুন্দর
চিনিতে পারিনা ওই জ্যোতিঃস্নাত পুরুষ মহান। ৮৩৮

আমি এই প্রেতবনে স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট দেবশিশু,
কতোকাল নির্বাসিত অনায়াসে হয়েছি বিস্মৃত,
ঘৃণার চুল্লিতে দগ্ধ অঙ্গ আর সর্বাঙ্গে রুধির,
করতলে মুণ্ডমালা—ভয়ানক আত্মপ্রতিকৃতি। ৮৪২

তুমি কি জীবন ? শুদ্ধ প্রাণস্রোতে ? সূর্যের চেতনা ?
তুমি কি আত্মজ অগ্নি ? পূতঃ স্বপ্ন ? প্রাণদ প্রত্যয় ?
হিরন্ময়পাত্র তুমি ? নিখিলের নিরন্ত জননী ?
কালোত্তীর্ণ প্রাণস্রোত? অনশ্বর ব্যাপ্ত বনস্পতি ? ৮৪৬

তুমি কি আনন্দময় কল্যাণের পরম দেবতা ?
প্রাণে প্রাণে প্রবাহিত গানে গানে নিরবধি কাল
অনন্ত অমল আত্মা অজর অমর দুর্ণিবার,
মৃত্যুময় পৃথিবীতে আলোকিত সান্ত্বনার সেতু ? ৮৫০

কর্মের আধার তুমি ফলরূপে, পুষ্পের গোপন
গন্ধরূপে বহুবর্ণ সৌন্দর্যের বিচিত্র প্রকাশ ;
প্রাণে প্রাণে একস্রোত অভিন্ন অচ্ছেদ্য যেনো নদী
দেশে দেশে কালে কালে যেনো একই সাগরই মোহনা ৮৫৪

তোমার অখণ্ড সত্তা অদাহ্য অভেদ্য অনশ্বর ;
জননীর স্নেহধারা, শিশুর সারল্য সবই তোর
বিবিধ প্রকাশ মাত্র, বৃদ্ধের পরম প্রজ্ঞা, আর
যুবকের কর্মশক্তি—সবারই নিখিল উৎসভূমি। ৮৫৮

যদিও নশ্বর তবু এ-জীবন অম্লান ভাস্বর,
যদিও ভঙ্গুর ওই রত্নময় প্রাসাদ গম্ভীর

তবু কালজয়ী, পুষ্প কীটভোগ্য হলেও সুন্দর,
তোমার অমলস্পর্শে একলক্ষ পুষ্প ফুটে ওঠে। ৮৬২

তোমার স্পর্শেই সাগর গর্জায়, বাতাসে গান,
হৃদয় জ্বলে ওঠে, অধীর বনভূমি আহ্লাদে,
প্রাণের কণাগুলি সজোরে ফেটে যায়, বিপুল প্রাণ !
তথাপি চমকাই যখন ভেঙে পড়ি অবসাদে। ৮৬৬

যখন মৃত্যুর শীতল ছায়া দেখে শংকাতুর,
প্রেতের সহবাসে ঘৃণ্য গ্লানিময় প্রতিটিদিন,
আত্মহত্যার মহৎ প্রেরণায় বিষাদাতুর,
তখনো অপরূপ সম্ভাবনা জ্বলে অন্তহীন। ৮৭০

দুর্বিসহ হলে কপালে পুঞ্জীভূত আঁধার
ক্রমশ ডুবে যায় সুস্থ-স্বপ্নের স্বর্ণচূড়,
যখন পৃথিবীর সকল সুখনীড় শূন্যতার
স্পর্শে দোলায়িত, তখনো পাখা মেলে শ্বেতময়ূর ! ৮৭৪

নতুন পাতাগুলি শাখায় ঝুলে থাকে ভাবনাহীন,
জানেনা মরণের শীতল নিঃশ্বাস নিয়তি তার ;
বুকের গহ্বরে হলুদ পাতা ঝরে বিরতিহীন,
তখনো তুমি করো লাঘব তাহাদের বেদনাভার। ৮৭৮

যখন নেমে আসে দুর্যোগের কালো মেঘরাশি
কুটিল পাতকেরা মত্ত হয় সুখভাবনাতে,
তখন হে জীবন, তোমার দ্যুতি ওঠে উদ্ভাসি,
কে আর ভালোবাসে চিহ্ন মুছে দিতে অপঘাতে ? ৮৮২

ভীষণ সুন্দর মৃত্যুবিধৃত পৃথিবীময়
তোমার মন্দিরে অযুত প্রাণশিখা দীপ্যমান ;
আমার বেদনার দীর্ঘ গুরুভার অমিতব্যয়
সকলি কোরে তোলো মহানপুরুষের দিব্যগান। ৮৮৬

মরণ স্তম্ভিত ক্ষণতরে,
অধঃপতনের অভিমুখিন

ক্লিষ্ট আত্মার বাহু ধোরে
কোথায় লয়ে করো অন্তর্বীণ ? ৮৯০

সেকি সে-মায়ালোক-স্বর্গ-যার
মধুর কীর্তনে আশৈশব
দেখেছি, জেগে ওঠে কী দুর্বার
শুভ্র জ্যোৎস্নায় গলিতশব ? ৮৯৪

সে কী পবিত্র শিশুর মুখ ?
সকল গ্লানি আর কলুষতার
ঊর্ধ্ব-বিরাজিত অনুৎসুক
পলিতকেশ হায়, পাশবতার
ঘৃণিত পদতলে পলায়মান ? ৮৯৮

অন্ধ তামসিক স্বার্থপর
আত্মলোপে চায় পরিত্রাণ,
শিশুর মতো নয় মহত্তর। ৯০২

আমি যে পদতলে পিষ্ট হই
শিশুর তরুণীর জননী,—যার
হস্ত উদ্যত যেখানে ওই
অমল উজ্জ্বল দেহ তোমার। ৯০৬

ঝড়

তথাপি এ কোন্ গ্লানি আত্মঘাতী ইচ্ছার প্রেরণা ?
কোথায় পালাবো আমি নিপতিত বিনষ্ট গোলাপ ?
প্রসারিত করতল আমরণ নিয়তি আমার !
হায় দেবতাত্মা, তুমি ফিরে যাও সঙ্কোচে নীরবে। ৯১০

আমার কাঙ্খিত মুক্তি কোনোদিন দেবেনা শয়তান ?
দলিত পুষ্পের কোলে শেষ শয্যা পেতেছি অন্তিমে,
বন্ধুহীন পরবাসে, প্রেমহীন মহাশূন্যতায়
যা কিছু ধ্বংসের তা-ই শ্রেয়স্কর, অভীষ্ট ওষধী ! ৯১৪

অথচ সুন্দর দিন নিদ্রাতুর শুভ্র-শবাধারে,
কে তাকে জাগাবে, খুলে দেবে ওই শবপ্রাবরণী ?
মর্মভেদী আর্তনাদ প্রস্তরিত চেতনার দ্বারে
করাঘাত কোরে ব্যর্থ—ফিরে লয় হননে আশ্রয়। ৯১৮

সকল শুভ্রতা তাই নীরক্ত শটিত শবদেহ,
সকল বর্ণই লাগে একাকার পাংশুল ধূসর,
সকল গন্ধই আনে মরণের শরণ্য প্রেরণা,
মনে হয়, বহুকাল নিজবাসভূমে পরবাসী। ৯২২

মনে হয়, কতোকাল দেখিনি পুষ্পের উজ্জ্বলতা,
দেখিনি উদ্দাম অশ্ব, অবারিত সমুদ্র, আকাশ ;
স্নেহার্ত করুণ মুখ জননীর, বন্ধুর, পিতার !
শংকাকুল প্রণয়িনী জেগে নেই অনিদ্র শিয়রে। ৯২৬

বয়ে যায় দিনরাত্রি নিরন্তর কার অন্বেষণে ?
বিস্তৃত উধাও শূন্যে নৃত্যপর হিংস্র জলরাশি,
আযোজন নিদ্রাকুল অন্তরাত্মা কাঁপে মুহুর্মুহু,
চতুস্পার্শে কেউ নেই, শুধু মৃত্যু অনিদ্র একাকী। ৯৩০

অদৃশ্য পশ্চাতে ফেলে আকাঙ্ক্ষিত সাম্রাজ্য আমার
কতোকাল অনুত্তাল নিস্তরঙ্গ সমুদ্র প্রবাসী !

ওরা ডাকে বারংবার, কেঁপে উঠি আকুল আহ্বানে,
কিন্তু কি করুণ এই পরিণাম, নাহি যায় ফেরা !　　৯৩৪

অপরূপ প্রত্যয়ের রত্নহার কার কণ্ঠে দোলে ?
তোমার ?　তুমি কি সৌম্য দেববালা ?　নিত্যপ্রণয়িনী ?
কার চোখে মৃত-সূর্য দীপ্তিময় প্রখর উজ্জ্বল ?
তুমি কি দেবাত্মা ?　বহু আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর প্রণয়ী ? ৯৩৮

কার বুকে পুষ্পবৎ নিদ্রাতুর আমার শৈশব ?
কাঙ্ক্ষিত শয্যার স্পর্শ কতোকাল দূরান্ত কাহিনী !
আমার জননী নেই, স্নেহহীন পদাঙ্কে আশ্রিত !
বয়ে যায় সারাবেলা ক্লান্তিকর করুণ বিষাদে ।　　৯৪২

নিক্ষিপ্ত আমার আত্মা পিশাচের হিংস্র করতলে,
দলিত শীতল শব ছিঁড়ে খায় ভীষণা প্রেতিনী,
কোথায় অমল জ্যোৎস্না বহুকাল রয়েছো গোপন !
কোথা হিরণ্ময়বেদী রৌদ্রে জ্বলে সুন্দর স্ফটিক !　　৯৪৬

কোথা দীপ্র দীপাধার নানাবিধ পুষ্পের সম্ভার ?
চন্দনে নিষিক্ত কই জাহাজের সুগম্ভীর গ্রীবা ?
মাস্তুলে ওড়েনা শুভ্র পবিত্র পতাকা, পীতপালে
রাজর্ষি হাওয়ার শব্দ অন্তহীন নৈঃশব্দে নিশ্চুপ ।　৯৫০

অন্তহীন সন্দেহ সংশয়
নিয়ত কাঁপায় ভ্রষ্ট ভেলা
শিয়রে শায়িত পরাজয়
কতোকাল হৃদয় একেলা !　　৯৫৪

কতোদূরে তোমার আকাশ
অনর্গল চন্দ্রমা কিরণে,
যেথা নেই ক্রূর সর্বনাশ
প্রতি পদক্ষেপে প্রতিক্ষণে !　　৯৫৮

কতোদূর ঈপ্সিত ধরণী
আনন্দে আহ্লাদে মোহময় ?

প্রেম শিরোপরে আবরণী
আশৈশব বাসনা তন্ময় ?   ৯৬২

আকাঙ্ক্ষা ঝরেনা আর্তনাদে
যেথা প্রতি মুহূর্তে, যেথায়
মস্তক খসেনা অপরাধে
প্রেমের প্রসন্ন প্রার্থনায় ।   ৯৬৬

যেথা নয় অন্ধ নিশীথিনী
নারকীয় পঙ্কিল ক্ষুধায়
কলুষিত কামনা সর্পিণী
জড়ায় না অমল আত্মায়   ৯৭০

এই দূরান্বয়ী পৃথিবীতে
নির্বাসিত অযুত বৎসর
কী তীব্র বাসনা ধমনীতে
তোমার তৃষ্ণায় উন্মুখর   ৯৭৪

অন্তরাত্মা কাঁপে মুহুর্মুহু ;
আমি চাই অনন্ত উদার
অম্লান আকাশ, ক্লিষ্ট পাপে
বিকলাঙ্গ শরীর আমার   ৯৭৮

আর্তনাদে, অপ্রেমে ঘৃণায়
জ্বলেনা সুন্দর অবয়ব
যেথা আত্মা অন্তহীনতায়
মানেনা ক্ষণিক পরাভব ।   ৯৮২

যেথা কেহ বন্ধু বা প্রিয়ার
শরীরে বসেনা শবাসনে
মারেনা প্রস্রাব দেবতার
সুরম্যশরীরে প্রতিক্ষণে   ৯৮৬

যেখানে পুষ্পিত তরুলতা
শান্তির সুরম্য নিকেতন

শিশুর অমল উপকথা
অন্ধকার করেনা গোপন   ৯৯০

জননীর নয়নে শায়িত
যেথা উষ্ণপ্রস্রবণবৎ
অন্তহীন স্নেহ, ঊর্ধ্বায়িত
পশু যেথা সুন্দর মহৎ   ৯৯৪

মৃত্যু যেথা মহান ঈশ্বর
টানে কালোত্তীর্ণ হলে ক্রোড়ে
গ্রাসে যাহা রহেনা, নশ্বর
দীনতা গ্রাসিছে কালচোরে   ৯৯৮

যেথায় কখনো দিকে দিকে
ওঠেনা কল্লোল ক্রন্দনের
শিশু বা বৃদ্ধাকে জননীকে
চর্বণ করেনা পিশাচের   ১০০২

শাণিত জিহ্বাগ্র দন্তরাজি
যেথা ব্যর্থ ঝরেনা যৌবন
অকালে অক্লেশে, ফুলসাজি
যেথা নিত্য অরূপরতন   ১০০৬

তোমার স্পর্শের প্রতীক্ষায়
পিশাচের দলিত কানন
শিয়রে সুন্দর জেগে হায় !
কবে শেষ এ আত্মহনন ?   ১০১০

এখনো অনিদ্র তুমি প্রিয়তম কালের প্রতিমা ?
আমাকে জাগাবে বলে কতোকাল জাগিছো সুন্দর !
স্পর্শ করো প্রিয়, এই কীটদষ্ট ঘৃণ্য অবয়ব,
জাগি পুনর্বার, প্রেম পুনর্বার বাঁচাক আমাকে ।   ১০১৪

এতো কাছে, তবু কেনো মনে হয় দূরান্ত সুদূর ?
গলিতপ্রেমিক চায় ক্ষণকাল প্রীত আলিঙ্গন

যা দেবে আনন্দময় কল্যাণের মঙ্গলপরশ,
সমস্ত জীবের জন্যে এ আমার স্পর্ধিত প্রার্থনা   ১০১৮

বহিছে আনন্দধারা, ত্রিভুবন প্লাবিত তাহার
অমল কল্যাণ স্পর্শে।   আমি ব্যর্থ—মেলেনি প্রসাদ,
অন্ধকার গাঢ় হয় চেতনায় অন্তরে বাহিরে,
নির্মজ্জিত কলুষতা ছিন্ন হোক দৃষ্টির আঘাতে।   ১০২২

সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ যূপকাষ্ঠে আর্তপশুসম
মানুষের ইতিহাস রঞ্জিত শোণিতে ব্যর্থতায়,
ধ্বংসের করাল ছায়া মুহুর্মুহু ঢাকে আনন্দের
অমল শরীর।   দাও অস্তিত্বে অমল আত্মীয়তা।   ১০২৬

স্পষ্ট অনুভব করি ঃ কৃষ্ণমেঘ ঢাকে প্রাচীপট,
ঝঞ্ঝা আসে প্রেত যেনো মারমুখী, দিগন্ত সত্রাসে
কাঁপে বধ্য পশু যেনো।   পদতল হতে মৃত্তিকার
শেষ তৃণরেখা গেলো মদমত্ত জলের উদরে।   ১০৩০

শিশু খোঁজে জননীর বুকের পিঞ্জর, প্রণয়িনী
প্রেমিকের আলিঙ্গনে কাঁপে ভীরু তৃণদলসম,
বৃদ্ধের নয়নে প্রীত পাণ্ডুর বেদনা, দেবতার
আশীর্বাদ প্রার্থনায় করতল যুগ্ম প্রেমময়।   ১০৩৪

দেখি ঃ অন্ধকার আসে প্রলয়ের প্রবল গর্জন,
সহস্র ক্ষুধার্ত সিংহ সিংহনাদে কাঁপায় পৃথিবী,
পর্বত শিখরে হাসে কৃষ্ণকায় ক্ষুধার্ত পিশাচ,
প্রেম, তুমি বধ্যভূমে, এখানে নীরন্ধ্র অন্ধকার !   ১০৩৮

বহুলক্ষ বৎসরের পৃথিবী ভাসিয়া যায় স্রোতে
একখণ্ড শিলা যেনো, বায়ুরাশি বিষাক্ত কঠিন,
কীর্তিমান মানবের হস্তপদ নাসিকা নয়ন
খ'সে পড়ে—জীর্ণপাতা যেমন ঝরিয়া যায় শীতে।   ১০৪২

মাতৃগর্ভ হতে আসে কদাকার বিকলাঙ্গ শিশু,
সদ্যজননীর চোখে গভীর বেদনা নেমে আসে।

চতুর্দিকে আততায়ী অন্ধকার, বলে পরিণাম—
পেচক ঘোষণা করে—দুর্দৈব দুয়ারে প্রতীক্ষায়।   ১০৪৬

চুম্বনআনত ওষ্ঠে প্রেমিকের দেখে প্রণয়িনী
ভয়ঙ্কর ব্যাধি তীক্ষ্ণ দাঁত মেলে আছে প্রতীক্ষায়,
তার স্বর্ণস্তনশীর্ষে নেই শুভ্র আনন্দ পীযূষ,
নিদারুণ শূন্যতায় ঢাকে অন্তবিহীন হৃদয়।   ১০৫০

শিশুর করোটি হতে পান করে মদ প্রিয়পিতা,
তরুণীর পীতচর্মে ঢাকে শুভ্র আলোর উচ্ছ্বাস,
প্রণয়ী প্রিয়ার কেশগুচ্ছ হতে করে শিরোধান
ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা চতুস্পার্শ্বে ঘটে অনায়াসে। ১০৫৪

মরণ-প্রোথিত ওই পদক্ষেপে অমলবাগান,
সুবর্ণরঞ্জিত শস্যক্ষেত্র, স্নেহময় তৃণদল,
নীলকণ্ঠী পাখি, শান্ত প্রজাপতি, সুশান্ত হরিণ,
একাকার বস্তুপিণ্ড হয়ে যায় কেমন অক্লেশে! ১০৫৮

নিদ্রাতুর রাজকন্যা অন্তঃপুরে পালঙ্কে শায়িত,
স্বপ্ন দেখে ঃ রাজপুত্র আসে ওই ময়ূরপঙ্খীতে,
এখনই ভাঙাবে ঘুম স্পর্শ দিয়ে সোনার কাঠির,
অকস্মাৎ ভেঙে পড়ে বজ্রসম বিশাল গম্বুজ। ১০৬২

জানি, খেলাচ্ছলে ওরা হিংস্রনখে ছেঁড়ে ফুলদল,
আবেগার্ত স্তনচূড়ে ফোঁড়ে দাঁত শাণিত পিশাচ,
যুগ্মকরপুটে প্রেম বিদ্ধ করে ঘৃণায় হিংসায়,
গলিত প্রেমিক হয় অঙ্কশায়ী সুন্দর প্রিয়ার। ১০৬৬

শিশুর কোমল মাংস ছিঁড়ে খায় ক্ষুধার্ত জননী,
গোলাপ দলিত হয় অবহেলে ঘৃণ্য পদতলে,
যিশুর করুণ মূর্তি ছুঁড়ে দেয় পাতালে পাতক,
কোথাও বেদনা নেই, স্নেহ পুরাতন গল্প যেনো।   ১০৭০

ভালোবাসা একদিন গল্প হয়ে যাবে অনায়াসে,
হায় প্রেম, তুমি আজ স্মৃতিমাত্র অলৌকিক দ্যুতি!

কেউ নেই প্রতীক্ষায়, একমাত্র ধ্বংসের দেবতা
অপার মমতা নিয়ে জেগে আছে আমার শিয়রে। ১০৭৪

হে সুন্দর মহান দেবতা
অঙ্গে রাখো এই অঙ্গীকার—
আমার সকল সার্থকতা
ঘটে যেনো ছিঁড়ে অন্ধকার ১০৭৮

যেনো এই প্রবীণ মানব
তিলে তিলে পচনে গলনে
ক্রমশই নরকে উৎসব
প্রমত্ত না হয় আচরণে ১০৮০

যদি মৃত্যু হয় পরিণাম
অকালে অক্লেশে, শোনো প্রিয়
সমবেত এই মনস্কাম
একসাথে হোক বরণীয় ১০৮৪

দেখিতে চাহিনা প্রিয়তম
প্রেমহীন মানুষী হৃদয়
প্রাণময় অথচ অক্ষম
শোচনীয় এই পরাজয় ১০৮৮

শক্তি নেই যুগ্ম বাহুমূলে
বাঁধি প্রেম অশান্ত অমল
জন্ম হতে গ্রথিত ত্রিশূলে
একমাত্র বেদনা সম্বল ১০৯২

তিলে তিলে মৃত্যুর নখরে
ছিন্ন হতে চাহিনা রাজন্‌!
অতি তীব্র পদাঘাত কোরে
দাও প্রিয় অন্তিম শয়ন। ১০৯৬

সম্মিলন

কে তুমি সুন্দর পূর্বাকাশে দিলে দেখা
তরুণ অরুণের মতন অপরূপ সাজে ?
আমি তো ভাসমান অমল মান্দাসে একা,
তোমার চরণের মধুর পদপাত বাজে,
অন্ধকার দ্যাখো ঢেকেছে দূর তটরেখা,
কে তুমি অপরূপ জ্যোতির্বলয়ের মাঝে ? ১১০২

তুমি কি মানবের পূর্বপিতা পিতমহ
করুণাময় যিশু রক্তে যাঁর ছিল ক্ষমা ?
অথবা প্রেমময় কৃষ্ণ তথাগত নহ—
অপার ভালোবাসা যাদের আত্মোপমা ?
প্রেমিক, তুমি কেনো অচেনা আজও দূরারোহ ?
আবির্ভূত হও, মিলাক তমোনাশ অমা। ১১০৮

পূর্বাকাশ দ্যাখো, কৃষ্ণমেঘে আবৃত,
নৃত্যরত হলো গাঙুর শতফণা তুলে,
অমল মান্দাস ঘিরিয়া মহাসঙ্গীত,
ঝঞ্ঝা কলোরোলে তরণী ভয়ে ওঠে দুলে,
হাজার নাগিনীর ক্রুদ্ধ গর্জনে ভীত
অন্তরাত্মা কি ভিড়িবে কোনোদিন কূলে ? ১১১৪

স্বর্গ কতোদূর ? বেহুলা প্রিয়তম নারী,
নিদ্রাহীন কেনো শিয়রে পাগলিনী বেশে ?
মৃতুময় এই জগতে আমি পথচারী,
পরিক্রমণেই কেটেছে নবনব দেশে,
দুহাতে দাও তুলে চেতনাবৃত তরোবারি,
দীর্ণ করি শেষ অস্থিরাশি অবশেষে। ১১২০

জেনেছি, তুমি সেই মহানসুন্দর যার।
প্রাপ্তিকামনায় যাত্রা হয়েছিলো কবে !
তোমার শরীরেই অমল দ্যুতি দেবতার,

স্পর্শে প্রাণময় আপাত এই পরাভবে,
মৃত্যুজয়ী প্রিয়, ছিন্ন করো তমসার
দীপ্ত চতুরতা. জ্বলিয়া উঠি রৌরবে। ১১২৬

আর্তকরতলে তোমাকে চাই, এসো প্রিয়,
আলিঙ্গনে বাঁধো গলিত প্রেমিকের শব,
তুমিই সুন্দর, তুমিই চিরবরণীয়,
উজ্জীবিত হবো স্পর্শে, এই অনুভব
দহন করে জ্বালা, আবার হবো রমণীয়,
কোথায় প্রিয়তম! শোনোনি প্রেমিকের স্তব? ১১৩২

আমার সর্বাঙ্গে কেনো অপরূপ শান্ত নীরবতা?
কোথাও বেদনা নেই, যেনো ঠিক ছিলোনা কখনো!
এমন প্রশান্তি দূর দিগ্‌ বলয়ে সূর্যে মহাকাশে,
চতুস্পার্শ্বে প্রশান্তির অমেয় আনন্দ বিরাজিত। ১১৩৬

নির্বাণ লাভের পরে বুদ্ধের সে নির্লিপ্তমনন
মনে হয়, প্রেম আর প্রতিহিংসা অপ্রেম আঁধার,
একাকার হয়ে একই কেন্দ্রমূলে আনন্দতন্ময়;
কোথাও যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ের আর্তনাদ নেই। ১১৪০

সূর্য যেনো কোষে কোষে প্রাণমূলে, পুষ্পে ও লতায়
হিরণ্য আলোরস্পর্শ অমরার সৌন্দর্য সংবাদ;
হিংস্র খল গাঙুরের উদ্দামতা আক্রোশ কাহার
স্পর্শে যেনো স্নিগ্ধজল জননীস্বরূপা স্রোতস্বিনী। ১১৪৪

তুমি শুধু জেগে নেই, বাহুমূলে করোনি বন্ধন
অস্থিময় প্রেমিকের শবদেহ ঘৃণ্য বিগলিত,
কি অপার মমতায় জেগেছিলে শিয়রে তন্ময়,
আমাকে জাগাবে বলে সুন্দরের পূতঃ আশীর্বাদে! ১১৪৮

তুমি আজ একাকার শ্যামলে শ্যামল, নীলিমায়
নীল হয়ে নিরস্তিত্ব প্রাণসূর্য নক্ষত্রে আকাশে,
সর্বত্র মঙ্গলদ্যুতি সেই মুখ পরমাপ্রিয়ার,
এ-বাহু সমর্থ নয় আলিঙ্গনে বাঁধি অবন্ধনে। ১১৫২

কার দিব্যজ্যোতি ওই ভেলা যতো হয় অগ্রসর ?
আশ্চর্য সংগীত আসে, গন্ধ ভাসে স্বর্গীয় সুষমা,
মনে হয় এজগৎ আমাদের জননী পৃথিবী
একদা দেবতা ছিলো আমাদের পূর্বপুরুষেরা, ১১৫৬

তারপর লোভ হিংসা স্বার্থে তার বেঁধেছে সংঘাত,
প্রেম নির্বাসিত, স্নেহ পলাতক, ভীত ভালোবাসা,
সকল ইন্দ্রিয় হলো হিংস্রপশুরাজের প্রতীক.
ক্রমে জীবকূল আজ নির্বাসিত ঘৃণ্য প্রেতলোকে। ১১৬০

তাই একাকীত্বে করি আত্মার সন্ধান, আমাদের
সৃষ্ট পাপে কলুষিত প্রণাদবাতাস জলরাশি,
নির্বাসিত সুন্দরের স্তব করি—একাগ্র সাধনা,
দাও তীব্র স্পর্শ, আমি পুনরায় হই উজ্জীবিত। ১১৬৪

তোমাকে দেখেছি তাই উন্মীলিত তৃতীয় নয়ন
যখন মরণ
ভয়ংকর প্রেতসম এসেছিল দ্বারে
চিনেছি কি তখনো তাহারে ? ১১৬৮

অতীতে তমসাবৃত জ্ঞানচক্ষু প্রেমহীন দ্যুতি
আনে নি তো বাঞ্ছিত বিভূতি
কদাকার কামকুণ্ডে নিমজ্জিত আত্মা আর্তনাদে
ভরিয়া তুলিত দিন রাত্রি ১১৭২

তাই ভীষণ প্রমাদে
মুহুর্মুহু প্রকম্পিত উৎসর্গিত বধ্যপশুপ্রায়
বিস্মরণে ঠেলেছি তোমায়
আজ ওই অঙ্গরাগ সুন্দর মুখশ্রী জ্যোতির্ময় ১১৭৬

তৃণে তৃণে প্রান্তরের হরিতে শ্যামলে শ্যামময়
আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জে সূর্যে কিংবা চন্দ্রমাকিরণে
একাকার দ্বৈতসত্তা সকলের মনে
অসম্ভব উজ্জ্বলতা অমৃতের বার্তা বয়ে আনে ১১৮০

ওই স্বর্গে ক্ষণকাল আত্মানুসন্ধানে

যেতে হবে যেতে চাই
তাই বহুকাল
পূর্বে যাত্রা কোরেছিলো লখিন্দর, দিকচক্রবাল ১১৮৪

অজ্ঞান তিমিরাঞ্জনে ঢেকেছিলো যখন একদা
তুমি তো সর্বদা
স্নেহার্দ্র অঞ্চলে ঢেকে পূতিগন্ধ প্রেমিকের শব
অনির্দ্র শিয়রে জেগে, থাকো চিরদিন, কলরব ১১৮৮

যাবতীয় উন্মত্ততা অজ্ঞানতা বিদূরিত হলে
তৃতীয় নয়নে তুমি ধরা দাও
আমি কি তাহলে
ওই মুখোদ্যুতি ওই স্বর্গীয় আলোক ১১৯২

স্পর্শ পাবো কোনোদিন ? দুঃখের পাবক
অহর্নিশ দগ্ধ কোরে এনেছে এ প্রেমময় দেশে
তোমার উদ্দেশে
যাত্রা বুঝি শেষ হলো ১১৯৬

এতো কাছে, অথচ সুদূর
মাতৃসম হে প্রিয় গাঙুর
অক্ষম পাতকে করো পরিত্রাণ প্রিয়
ওই রমণীয় ১২০০

পৃথিবীর দ্বারে এনে পুনশ্চ পশ্চাতে কেনো টানো ?
হায় ! পুনঃ পশ্চাতের দিকে ফিরে যাওয়া ? তুমি জানো
মৃত্যুময় পৃথিবীতে কিছু নেই অজর অমর।
এসেছি, বরণ করো হে সুন্দর ! মহান সুন্দর ! ১২০৪

উপসংহার

আর্তনাদ কোরে সেই শবদেহ হতে ক্ষীণ আলো
উজ্জ্বল রক্তাভ শুভ্র ওই দূর আলোকে মিলালো
কোথাও যন্ত্রণা নেই, চিরশান্ত সুন্দরের দেশে
যুগব্যাধিজর্জরিত প্রেমিকের আত্মা অবশেষে ১২০৮

মেলায় আনন্দময় সুন্দরের শরীরে আবার
একদিন শাপদগ্ধ হয়েছিলো যে দেবকুমার
বাঞ্ছিত ঈশ্বরী তাকে স্নেহময় বুকে অতঃপর
টেনে নিলো—যার জন্যে তৃষ্ণা তার ছিল উন্মুখর ১২১২

গলিত কংকাল লয়ে একাকী সে কলার মান্দাস
ভেসে যায় কালো জলে চরিতার্থ অমল উদাস
সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ, অন্ধকার টেনে নিলো তারে
গাঙুরের জলোচ্ছ্বাস গ্রাসে সেই ক্লান্ত বেদনারে ॥ ১২১৬

হেমন্তের সনেট

যে কোন শিল্পই হবে রক্ত দিয়ে ফোটানো গোলাপ

উৎসর্গ

সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তরুণ কবি
আমার কাব্য ভাবনার অন্তর্লীন প্রেরণা
আপন স্বাতন্ত্র্যেঅমিত উজ্জ্বল
অগ্রজপ্রতিম কবি
শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
ও
শ্রীআলোক সরকার-এর
প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন
এই সনেটগুচ্ছ।

কবিতা

১ যে-কোনো শিল্পই হবে

যে-কোনো শিল্পই হবে রক্ত দিয়ে ফোটানো গোলাপ।
বিশেষত, কবিতার প্রতি শব্দ, প্রতি উচ্চারণে
ঘাতকের মর্মজ্বালা যেনো পায় অন্তিম প্রকাশ ;
যেনো আমি ক্ষুধার্ত কুকুর যার অতৃপ্ত রসনা
পরম বিবেক বুদ্ধি নীতিমালা ছিন্ন কোরে যায়···
পরম মুহূর্তে যেনো বিন্দু বিন্দু রক্তের প্রবল
পেষণে সমাজ প্রেম রুচি সুখ চূর্ণ হয়ে ঝরে···
কবিতার পাদমূলে দিতে হয় সকলি অঞ্জলি।

যে কোনো শব্দই যেনো উঠে আসে প্রণয়ী ঘাতক,
বুকে হিংস্র জ্বালা, তার গলায় ঘৃণার বনমালা,
হাতে তার বিষপাত্র, পদক্ষেপে কাঁপায় পৃথিবী,
বিষাক্ত ক্ষতের পরে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে অনায়াসে
পোড়ায় তোমার ঘর ; উদ্দীপিত করো তার ক্ষুধা,
তাহলে শিল্পও হবে রক্ত দিয়ে ফোঁটানো গোলাপ।

২ কবিতা, তোমার আত্মা

কবিতা, তোমার আত্মা যেনো হয় বন্দী নাগলতা।
ক্ষুধার্ত সাপের মতো কিছু নেই—প্রতি দেহকোষে
সুতীব্র জ্বলন আঁতি, কুণ্ডলী পাকানো হিংস্র জ্বালা,
চোখের গভীরে ঝড়, দ্বিখণ্ডিত ধারালো জিহ্বায়
তৃষ্ণা উন্মুখর, তৃষ্ণা প্রতিহিংসা জ্বালে মুহুর্মুহু,
বঙ্কিম বর্শার মতো বিষদন্ত গোপনে উন্মুখ,
আগুন উদ্‌গার করে নিঃশ্বাসের প্রচণ্ড প্রয়াসে,
সমস্ত ইন্দ্রিয় তার সমুদ্যত বজ্রের প্রতীক।

অন্তত আমার ইচ্ছা, মরি তোর দুঃসহ দংশনে,
আমিই উন্মুক্ত করি লোহ তোরঙ্গের আচ্ছাদন,

প্রথমে আমিই যেনো পেতে লই অনন্ত বিশ্রাম ;
তুই প্রেমিকার মতো আলিঙ্গনে বাঁধিস কবিতা !
সমস্ত ইন্দ্রিয় যেনো তীব্র হয় সুতীব্র জ্বালায়,
এবং আমিও হই ক্ষণতরে বন্দী নাগলতা ।

৩ প্রণয়ী-ঘাতক রূপে

প্রণয়ী-ঘাতক রূপে দেখা দিস কবিতা আমার !
লোভনীয় দেহ তুই ইচ্ছেমতো পীড়নে মর্দনে
দলিত পুষ্পের মতো ছুঁড়ে দিস কালের প্রান্তরে ।
পান সাঙ্গ হলে পাত্র অনায়াসে চূর্ণ কোরে তুই
ঘাতকের বরমালা জয়মালা কণ্ঠেতে দোলাস ।
মসৃণ সরণী বেয়ে প্রেমিকের প্রকোষ্ঠে যাবো না ।
প্রতীক্ষিত মালিকার ফুলদল এখনো অম্লান ;
কবিতা, দহন ছাড়া তোর তুষ্টি কি কোরে সম্ভব ?

এ মালা অক্ষত, তুই প্রিয়দর্শী প্রণয়ী ঘাতক !
ক্ষুরধার পদক্ষেপে কিংবা করপত্রের ঘর্ষণে
সুন্দর সুস্মিত রূপ প্রিয়কণ্ঠ-শোভন মালিকা
তাহার গম্ভীর গর্ব অহংকার ভেঙ্গে মার ছুঁড়ে,
এবং নৃমুণ্ডমালা তোর কণ্ঠ ঘিরে রত্নহার ।
প্রণয়ী-ঘাতক রূপে দেখা দিস কবিতা আমার ।

৪ কামার্ত নারীর মতো

কামার্ত নারীর মতো বেঁধেছিস বাহুর বন্ধনে ।
রক্ত জল হয়ে ফোটে, শিরা জ্বলে দীপিত ভীষণ ।
সর্বাঙ্গে নিরুদ্ধ অগ্নি, আমি যূপকাষ্ঠে মাথা রাখি
প্রতীক্ষায়, কী অসহ্য নাগপাশ-বদ্ধ মূঢ় পশু !
কবিতা, আমাকে তুই কী ভীষণ প্রেমের শৃঙ্খলে
বেঁধে রক্ত শুষে খাস পাপীষ্ঠা প্রমত্তা প্রণয়িনী !
আমি কী করুণ বলি তোর কাছে ! আমাকে এবার
অজস্র আলোর দিকে মাথা রেখে ছেড়ে দে কবিতা ।

কামাতুর আলিঙ্গনে নাভিশ্বাস উঠেছে আমার,
শিলা গলে জল হয় যে উত্তাপে সে তোর প্রেরণা।
যে-কোনো মুহূর্তে তুই পোড়াস দৃষ্টির হোমানলে।
পাকে পাকে বেঁধে মার চাঁবিসিক্ত ধারালো চাবুক।
আমি পরাজিত তোর কাছে, দেহে তীব্র অবসাদ—
কামার্ত নারীর হাতে আমি যেনো খেলার পুতুল।

৫ তিলে তিলে ক্ষয়ে যাই

তিলে তিলে ক্ষয়ে যাই কবিতার কঠিন পীড়নে,
তিলার্ধ বিষের বিন্দু স্নায়ুতে ছড়ায় দ্রুতগতি ;
অন্তিম, যে আশৈশব অধিরাজ, আমার নিয়তি
তার পদধ্বনি বাজে ঊর্ধ্ব অধঃ সমস্ত স্মরণে।
কবিতা, শিল্পের সীমা, শূন্যভেদী পর্বতশিখর--
যার পরে কিছু নেই যার পর অব্যর্থ মরণ,
সকল পথের শেষ, ক্লান্তির চরম, মহেশ্বর
ধ্যানমগ্ন, দৃষ্টিমাত্র ভস্ম হয় চতুর মদন।

কবিতা, ধারালো খড়্গ, নিয়তির মতন দুর্বার,
ঝঞ্ঝার মতন গতি, দুর্ভিক্ষের মতোই করাল ;
তার যূপকাষ্ঠে মাথা যে রাখে সে পায়না নিস্তার,
ঊর্ণনাভের মতো ছড়িয়ে সে রাখে শরজাল।
যে কীট পতঙ্গ প্রাণী দৈবক্রমে পড়ে সেই ফাঁদে
মৃত্যুই অব্যর্থ হয়ে দেখা দেয়, মরে আর্তনাদে।

৬ আমি কবিতার হাতে বন্দী

যেমন অবোধ প্রাণী দৈবক্রমে পড়ে যায় যদি
অলস হিংসার মতো স্থূল অজগরের সম্মুখে
পায়না নিস্তার, কোনো আকর্ষণ বলে তার মুখে
যেতে হয় ধীরে ধীরে, সেই মতো শৈশব অবধি
আমি কবিতার হাতে বন্দী এক করুণ শিকার ;
জানি, পরিণাম ধ্রুব বিনষ্টি যা আমার নিয়তি ;

শৃঙ্খলিত পদক্ষেপে ক্রমে অপমৃত্যু পরিণতি,
ক্রমশ কখন হবো হিংস্র অজগরের আহার।

এ ছাড়া কবিতা, তোর ফুলসম যে মুখমণ্ডল
কবির প্রেরণা, কিংবা প্রেমিকের সুগন্ধী স্মরণ,
যে শান্ত সৌন্দর্যরাশি বুকে নিয়ে মুগ্ধ ফুলদল
গর্বিত প্রতিমাসম, আমি তাকে বাঞ্ছিত মরণ
ভিন্ন অন্যতর কিছু ভাবি না হে কবিতা আমার!
আমি বন্দী চিরকাল, তোর হাতে করুণ শিকার।

প্রেম

১ তুমি থেকো

আমার অন্তিম লগ্নে তুমি থেকো নিবিড় শিয়রে,
যদি ভীত হই, তুমি বোলো ঃ মৃত্যু আমারি প্রতীক,
সকলই নশ্বর, মায়া ; যদি ভ্রষ্ট হই ক্ষণতরে,
বোলো ঃ আমাদের প্রেম মোহ নয় শুধু তাৎক্ষণিক।
স্মরণ করিয়ে দিও যতোদিন অস্তিত্ব তোমার—
এ মহা-প্রস্থান চিহ্ন অশুচি হবে না বিস্মরণে,
কখনো বিচ্ছেদ যদি মনে হয় দীর্ঘ, গুরুভার
তাহলে সান্ত্বনা খুঁজো সুদিনের সুমিত তর্পণে।

জানি, প্রস্থানের চিহ্নে কণ্টকিত স্মৃতির প্রান্তর,
গোলাপ সমর্থ নয় বাঁচাতে যা কালের অধীন ;
সব দৃশ্য মুছে ফেলে বিস্মৃতির বিষণ্ণ ঈশ্বর,
নিরপেক্ষ বিচারক রাখে তা-ই যা দীপ্ত স্বাধীন,
আপন ঐশ্বর্যে জ্বলে স্বর্মহিম সম্রাটের প্রায়।
আমি অমৃতের ভাগী ক্ষণকাল তোমার কৃপায়।

২ অজস্র কুসুমে আমি

অজস্র কুসুমে আমি সাজালাম ওই বরতনু।
সুগন্ধী চন্দনে লিপ্ত শ্বেত রক্ত, ফুলের শয্যায়
থাকো প্রিয়তম নারী, ভেসে যাক্ জলে পুষ্পধনু,
বিবর্ণ মুখের শিল্প থাকবে না বহতা ধারায়।
সব স্তোত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হোক, কীর্তনের
মুখর কল্লোলে ডুবে যাক্ স্মৃতি বেদনা-সম্ভব.
পদ্মের মৃণাল খই অগুরুর উচ্ছ্বাসে পাপের
পবিত্রকাহিনী থাকো শুয়ে. হোক করুণ উৎসব।

আমি ফিরে যাই. কণ্ঠে ধরে শুষ্ক ফুলের মালিকা.
ঘুমোও চন্দন ফুল জল হাওয়া আলোর গভীরে।
মানবী. তোমাকে বক্ষে ধরে মুগ্ধ জননী মৃত্তিকা.
বিপুল বেদনা হও সংকীর্ণ রেখার বৃত্ত ছিঁড়ে।
ক্ষণিক ফুলের স্বর্গ জানি জানি চিরন্তর নয়,
অজস্র কুসুমে তাই সাজালাম আমার প্রণয়।

৩ এতো শক্তি নেই যা'তে

এতো শক্তি নেই যা'তে কোরে যাবো তোমাকে অমর।
অনশ্বর শিলাপটে রূপায়িত করার প্রয়াস
অধুনা নিষ্ফল ভাবি! সময়ের চতুর তস্কর
চুরি করে সুন্দরের যাবতীয় ভাস্কর্য বিলাস;
যদি হৃদয়ের মাঝে কোরে রাখি ও-মুখ অঙ্কিত
অতৃপ্ত দিনের দস্যু ঢেকে দেয় আমার শোণিতে;
মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে বর্বরেরা হয় উপনীত
যেখানে নিভৃতে জ্বলে অহংকার পূজার বেদীতে।

পর্যাপ্ত ব্যথার পুষ্পে অতএব অধিকারী আমি,
বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বেঁধে অম্লান শোণিতের দাগ!
করুণার করপুটে আমি হই মৃত্যুর প্রণামী
নিয়ে অসহায় প্রেম, অভিশপ্ত মুগ্ধ অনুরাগ।

তাই মানি শান্ত মনে সময়ের কঠিন শাসন,
যতোদিন আমি আছি ততোদিন তোমার স্মরণ।

২ তোমার করুণ গল্প

তোমার করুণ গল্প কবিতায় কোরেছি উজ্জ্বল—
যে মর নশ্বর আয়ু অনির্বাণ জ্বালাতে সক্ষম,
কালের সাম্রাজ্যে যার সীমাহীন প্রতাপ প্রবল,
যাকে দেখে ভীত ত্রস্ত, অধিকার ছেড়ে দেয় যম ?
তোমার অনন্ত ক্লান্তি প্রেমের প্রবল পরাজয়ে,
প্রজ্জ্বলিত রূপাবলী হতাশার নিঃশ্বাসে মলিন ;
ক্রমে ক্রমে মরণের সাথে বদ্ধ হলে পরিণয়ে,
কি কোরে বিস্মৃত হই সেই স্মৃতি বসন্তকালীন !

সে সব করুণ গল্প কবিতায় কোরেছি শাশ্বত
যা রবে অম্লান শত দুর্যোগের দুরন্ত পীড়নে ;
আগত প্রেমিক কিংবা যারা আজো দূর অনাগত
তারাও ব্যথিত হবে, তুমি রবে অম্লান স্মরণে।
কোনোদিন পারবে না ঐ রক্তপুষ্প ছিঁড়ে নিতে
যতোদিন প্রেমিকের পদচিহ্ন রবে পৃথিবীতে।

৩ প্রেমিকার স্বগতোক্তি

এবার দেবতা দাও অসহ্য উত্তাপ, পুড়ে মরি !
সংগীতে পিপাসা আরো তীব্র হয়, সারা দেহ জ্বলে,
অপ্সরী-নিন্দিতরূপ কতোকাল করপুটে ধরি'
জেগে থাকবো ? যতোদিন পুষ্পরাজি ওই পদতলে
দেবো না অঞ্জলি, তৃপ্তি নেই, চিত্তে তিমির যন্ত্রণা।
এ-মালা মর্দন করো, দলো, ছেঁড়ো অতৃপ্ত দেবতা !
লুটে লও দস্যু, সব ছড়ানো উত্তপ্ত রক্তকণা :
মাখো সর্ব অঙ্গে দীপ্ত কুমারীর দুর্লভ শুদ্ধতা।

কারণ, পুষ্পের ভারে নত বৃক্ষ যখন গর্বিত
দেখে-হেমন্তের ছায়া, বুকে দ্রুত ধাবমান কাল ;
দেবতা অভুক্ত, পুষ্পে সে এখনো হয়নি অর্চিত,
নিষ্ফল ঐশ্বর্য লয়ে প্রতীক্ষায়, আসন্ধ্যা সকল
বৃথাই সুন্দর তনু সাজিয়েছি অগুরু চন্দনে
যা শুদ্ধ করেনি প্রেম ক্ষণকাল কামের দহনে।

৪ সে-কোন্ প্রেমিক

সে-কোন্ প্রেমিক যার ক্ষণ অদর্শনেই তোমার
এ-জীবন ব্যর্থ বলে মনে হয়েছিলো, ভাগ্যবান
কে সেই যুবক, সুরসভাতলে সুচিরকন্যার
তাল ভঙ্গ কোরেছিলো যার তীক্ষ্ণ রূপের সন্ধান
কে তুমি অব্যর্থ যাদুকর মুগ্ধ পতঙ্গ নাচালে,
জ্বালিয়ে ধর্ষিত আত্মা ত্বরান্বিত কোরেছো প্রলয়
সামান্য বিচ্ছেদে তার শূন্যবোধ জতুগৃহ জ্বালে,
টানে না উজ্জ্বল মুখ, মৃত্যু নয় ক্ষণিক বিস্ময়।

আমি নই জানি। দীনতম এক প্রণয়ী-ভিক্ষুক,
আশৈশব রক্তে বহি অনিবার্য ক্ষয়ের জীবাণু।
স্পর্ধার দুর্দম অশ্ব কখনো কি সেজেছে কামুক ?
রাধা দুই চোখে জ্বলে, সঙ্গোপনে ফিরে যাই কানু,
কারণ অজ্ঞাত নয়, হয়তো বা ফিরে যাবে কেঁদে
ক্ষণিক না দেখে, নয় চিরকাল আমার বিচ্ছেদে।

৫ স্বপ্ন সর্বদাই যার কণ্ঠে দোলে

স্বপ্ন সর্বদাই যার কণ্ঠে দোলে হীরার মালিকা,
চোখে স্বচ্ছ তারা জ্বলে, নয়নাভিরাম সে আলোকে
হাত ধরে নিয়ে যায় পুণ্য সরোবরে সে বালিকা—
বেগার্ত সলিলে স্নান কোরে যাওয়া যায় স্বর্গলোকে।
এ যেনো বিবর্ণ হবে স্পর্শমাত্র অশুচি আঙুলে,

অকালে বিচ্যুত হবে বৃন্ত হ'তে চির সূর্যমুখী
যদি ঘৃণ্য পাতকের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে যায় ভুলে
অথবা নিঃশ্বাসে তার যে আজন্ম অতৃপ্ত অসুখী।

এ সেই সুন্দরী, যার নৃত্য দেখে সুরলোকবাসী
নিস্পন্দ নিহত শুধু অযাচিত দাক্ষিণ্য বিলায়।
দেহের শুচিতা দেখে লজ্জা পায় ঘৃণ্য দেবদাসী,
জননীর অহংকার সর্ব অঙ্গে দীপ্ত চমকায়।
এ সেই সুন্দরী যার প্রতি অঙ্গ ঊর্ধ্বমুখী শিখা,
স্বপ্ন সর্বদাই যার কণ্ঠে দোলে হীরার মালিকা।

৮ উচ্ছৃত নৈঃশব্দ রাশি

উচ্ছৃত নৈঃশব্দরাশি কার কণ্ঠ আনিল স্মরণে ?
সুন্দর হে শব্দপুঞ্জ, পুনঃ পুনঃ দুঃখের আঘাত
করো অর্গলিত দ্বারে, আমি রিক্ত স্নায়ুর ক্রন্দনে,
সর্বস্ব অর্পণ কোরে ধুয়ে ফেলবো শোণিতাক্ত হাত।
বড়ো দীর্ঘ বিষণ্ণতা শুয়ে আছে চোখের গোলকে !
ক্লান্তির একাঘ্নী শরে শরীর নিষ্প্রাণ যেনো, শব।
কে পারে নেবাতে দাহ ? অন্ধ যাদুকরের কুহকে
আচ্ছন্ন চেতনা, স্নায়ু ম্রিয়মান, মানে পরাভব।

উচ্ছৃত নৈঃশব্দরাশি কার কণ্ঠ আনিল স্মরণে—
মৃত্যুর ? অথবা সেই দূরাগতা সুন্দরীতমার ?
ঝরো বৃষ্টিধারা, যারা শান্তি চায় মৃত্যুর গহনে
ক্ষণিক তাদের শূন্যে ফোটাও অমিত পুষ্পভার।
যারা দূরযাত্রী, যারা বিনষ্টির নিঃস্ব ক্রীতদাস
উচ্ছৃত নৈঃশব্দ, দাও তাহাদেরও ক্ষণিক আশ্বাস।

বিষাদ

১ কারা বসে আছো ঘাটে

কারা বসে আছো ঘাটে স্মৃতিফলকের মতো একা ?
তোমরা দূরের যাত্রী, কতোকাল প্রতীক্ষায় রবে ?
সূর্যাস্ত ঘনালে তবে দেখা দেবে সব পথরেখা,
ভয়ঙ্কর প্রেতদল মত্ত হবে কুটিল উৎসবে।
কারা বসে আছো তবু বিশ্বাসের মোহন শিখরে
ভগ্ন-তরণীর স্মৃতি বুকে নিয়ে ? অনন্ত দুরাশা।
শীত সমাসন্ন, কাঁপে বৃক্ষকূল মুহুর্মুহু ত্রাসে,
আসন্ন অন্তিমে কেনো অর্থহীন এই ভালোবাসা ?

তোমরা দূরের যাত্রী, ঐশ্বরিক আত্মার আলোকে
পার হয়ে যাবে চড়ে অদৃশ্য তরণী দূর দেশে ;
আমি প্রেত, অনুচর শয়তানের, জাগি প্রেতলোকে,
তরণী জানায় তার অক্ষমতা আমার উদ্দেশে।
কারা বসে আছো ঘাটে মোহমুক্ত পরিচয়হীন ?
মোহভারে নত দ্যাখো আত্মঘাতী ঈশ্বর প্রবীণ।

২ শৈশব যাত্রা

অবিরত তোকে স্মরি' যাত্রা এই প্রতিকূল স্রোতে
শৈশব, দূরের দ্বীপ,—বহু পথ হয়ে যাই পার ;
সুন্দর তরণী ভাসে, মাস্তুলের ভিড় জমে পোতে ;
রাত্রির উন্মাদ টানে মনে হয়, আমার উদ্ধার
অনায়াস লভ্য বুঝি ; পণ্যা নারী, মাতাল, লম্পট
স্বর্গীয় আঁধারে জ্বলে ; শ্বেত রম্য প্রাসাদের সারি
জলে প্রতিকৃতি দেখে ; কারা যেনো মৃত্যুর শকট
বাহিয়া উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে চলে যায়—প্রচ্ছায়া আমারই ?

অবিরত জলরাশি ধেয়ে আসে কাঁপায় তরণী,
মুহূর্তের আলিঙ্গনে আর্তনাদ জানায় সত্রাসে ;
কোথায় সবুজ দ্বীপ ? অপেক্ষিত শব-প্রাবরণী ;
ক্ষণিক বিলম্ব হলে ছিঁড়ে যাবে সমুদ্র-বাতাসে

সযত্নে খাটানো পাল। আবর্তের অসহ দুর্বার
আক্রমণে পণ্ড হবে আয়োজন শৈশব-যাত্রার।

৩ এক একটি রক্তের বিন্দু ঢেলে দেবো

এক একটি রক্তের বিন্দু ঢেলে দেবো শব্দের গহ্বরে।
খড়্গের প্রচণ্ড ধারে শতখণ্ড কোরে অনায়াসে
মেটাবো শূন্যের ক্ষুধা। কে-রে তোর উপাসনা করে
হে শান্ত কুটির? দ্যাখ, ঐ শিলা খরস্রোতে ভাসে।
প্রতিটি মুহূর্ত্ত পল দণ্ড নাচে, ঘূর্ণিবৃত্তে ঘোরে।
কে যায় অদৃশ্য হয়ে? কে থাকে প্রাচীন মূর্তিবৎ?
প্রতি রক্তকণা কার বিশ্বাসে প্রদীপ্ত? আমি ওরে,
তোকে শুদ্ধ টেনে নেবো নরকে সজোরে। সদাসৎ

পাপ পুণ্য বিচারের ক্ষণমাত্র অবসর নেই;
মেলে না ক্ষণিক স্বস্তি কিংবা দীর্ঘ শান্ত পরমায়ু;
প্রতিটি মুহূর্ত তবে ডুবে থাকি স্বকৃত পাপেই।
কোনো আর্তনাদ কিংবা দীর্ঘশ্বাস বৃথা। সব স্নায়ু
রক্তকণা হাড় মাংস সব ঢালি শব্দের গহ্বরে—
উঠে আয় নবজাত দৈত্য…যা রে পুষ্পবৃষ্টি কোরে।

৪ ক্রমশ নিজেই হবো

ক্রমশ নিজেই হবো মাংসভুক্ প্রাণীর আহার…
আয় হিংস্রমুখি জ্বালা বন্য ক্ষুধা নেকড়ে বা শৃগাল!
শাণিত দাঁতের ধারে ছিন্ন কর্ যন্ত্রণা আমার;
ছড়া ইতস্তত মাংস হাড় কালো কুৎসিত চোয়াল,
বিশুষ্ক মাথার খুলি, কেশরাশি, অতৃপ্ত আঙুল,
বিবর্ণ রক্তের ধারা ছুঁড়ে মার গোলাপ বাগানে,
কৃমিদের মহোৎসব দ্যাখ ওরে বকুল পারুল!
তোদের প্রণয়ী-আত্মা ধ্বংসের দেবতা কাছে টানে।

দ্যাখ রে ক্ষুধার্ত মাটি, অবশিষ্ট আহার্য কৃমির
তোর জন্যে রেখে যাবো ।এতোকাল তীব্র পদাঘাতে
যে পাপপুণ্যের বোঝা বুকে নিয়ে ছিলাম অস্থির
তাকে শুদ্ধ ছুঁড়ে দেবো অভুক্ত প্রাণীর হিংস্র দাঁতে।
জানি, অন্তহীন এক অন্ধকার আছে প্রতীক্ষায়,
আমার অশান্ত আত্মা তাকে শুদ্ধ সজোরে নাচায়।

৫ শব্দ হতে ক্ষরিত শোণিতবিন্দু

শব্দ হতে ক্ষরিত শোণিতবিন্দু ঢালো বৃক্ষমূলে,—
কিছু করপুটে ধরি, কিছু দিই জলের ধারায়,
অর্ধেক পৃথিবী গাঁথি ক্ষুরধার মৃত্যুর ত্রিশূলে,
অন্যার্ধে স্তাবকবৃন্দ গতায়াত কোরে যেনো পায়
শীতল মাছের রক্ত কিংবা নিভৃতির পাদদেশ।
আমি শূন্য নৈঃশব্দের ব্যর্থতায় কখনো যাবো না।
শব্দের ক্ষরিত রক্তে স্নান সেরে উলংগ মহেশ,
উদ্দাম সৃষ্টিতে মেতে হবো রক্তস্নাত ধূলিকণা।

অতএব এসো ঢালি বৃক্ষমূলে দেহ-দ্রাক্ষারস।
লুব্ধ পিপীলিকা আয় ছুটে, তোরা আমারি নিয়তি।
খুড়ে ফেল মাটি, ছেড় শিকড়গুচ্ছের স্পর্ধা, ধ্বস
নেমে আয় সিংহনাদে, উদ্ভাসিত উজ্জ্বল সন্ততি
পুনশ্চ আত্মস্থ হোক স্নান কোরে শব্দের শোণিতে।
আমার হত্যার স্মৃতি ধরে রাখ কবিতা, নিভৃতে।

৬ সময় বিগত হলে

সময় বিগত হলে নানাবিধ ব্যর্থ উচ্চারণে
ভুলে যাই কালজয়ী কীর্তির অমোঘ পরিণতি ;
পদাঙ্গুলে ধরে রাখি অক্ষমের আশ্রিত মরণে,
নিভে যায় ক্রমে ক্রমে দীপমালা সন্ধ্যার আরতি ;
আমরা রাত্রির গর্ভে পুনরায় আশ্রিত যখন
দেখি, বহুবর্ণ ছবি নিমজ্জিত কালের গুহায়,

জীবন-মৃত্যুর এই প্রান্ত জুড়ে নামে বিস্মরণ,
ক্রমিক লুপ্তির স্বর্গ ছেড়ে উঠি কীর্তির চূড়ায়।

সময় বিগত হলে বহুবিধ বিলাস ব্যসনে
ভাঙা কাচপাত্র হাতে মাতালের করুণ ভূমিকা।
হায় অন্তরাত্মা, আমি কি রচিবো শোণিত ক্ষরণে,—
প্রশস্ত কপালে যার উজ্জ্বল কীর্তির জয়টিকা!
রচিবো নরক স্বর্গ ইচ্ছেমতো প্রেমে, ঘৃণা কোরে,
অন্যথায় ধ্রুবলুপ্ত ক্রমাগত কালের বিবরে।

৭ নৈঃশব্দ আমাকে ডাকে

নৈঃশব্দ আমাকে ডাকে। দূরবর্তী মহান সুন্দর
যে পবিত্র বৃক্ষরাজি পরিবৃত প্রান্তরে একদা
শুয়েছিলো শেষবেলা অপরূপ লাবণ্যে ভাস্বর
ক্লান্তির পূরবী সেই যৌবণের প্রজ্বল প্রমদা…
তার চিহ্ন বুকে নিয়ে হে নৈঃশব্দ হে স্মৃতিফলক,
প্রমূর্ত বিষাদ, কেনো অবিরাম শোকার্ত প্রেমিক?
আরেক আহত তৃষ্ণা শিলাতলে জ্বলন্ত পাবক?
তাকে কেনো ডাকো প্রিয় দিক্‌ভ্রান্ত সে রিক্ত নাবিক।

সর্বস্ব দিয়েছি ওই মহর্ষি কালের পদতলে;
তুলে লই বিষকুম্ভ ক্ষুরধার পথের প্রণয়ী।
নৈঃশব্দ আমাকে ডাকে শুষ্ককণ্ঠে, অনির্বাণ জ্বলে:
হে নীরব বৃক্ষরাজি-পরিবৃত দুঃখ! শোনো, ঐয়ি—
আমিও তোমার কণ্ঠে মালা দেবো। পবিত্র ধুলায়
রেখে শেষ ভস্মরাশি মিশে যাবো শান্ত তমসায়।

৮ উচ্ছিন্ন জাতকের প্রার্থনা

অসীম ক্লান্তির ভাবে নতজানু প্রার্থনা আমার ঃ
নববৃষ্টি বারিধারা-লাঞ্ছিত হে সজল বীথিকা,
হে শান্ত মৃত্তিকা ঐয়ি জননী প্রতিমা! তমসার
চতুর্দোলা চড়ে আর কতোকাল ব্যর্থ অহমিকা
বশত নায়ক সেজে তৃপ্ত হবো অমিত উচ্ছ্বাসে!

কোনো স্মৃতিফলকের দর্পিত ঘোষণা কী করুণ
যখন সজলস্নিগ্ধ শ্যামচ্ছায়া ডাকে পরবাসে,
ভাসে দিক্‌চক্রবালে কৃষ্ণমেঘ ঢাকে নবারুণ।

শোনো মৃত্যুলোভাতুর হে হৃদয়, হে ঘৃণ্য-পাতক!
কে পারে নেবাতে জ্বালা বিনা ঐ রম্য বনবীথি—
শোভিত জননী মাটি? আমি ভীরু উচ্ছিন্ন জাতক,
স্বকৃত অনলে জ্বলি, হয়ে যাই বহু-দূর স্মৃতি।
যে গান বাজাই সবই স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-হননের!
বাঞ্ছিত হে মাটি, দাও ঢেকে ক্লিষ্ট শরীর পঙ্কের।

৯ অমল কিশোর

পরম নিষ্পাপ মুখ শত লক্ষ শয়তানের হাতে
যদি ঘোরে, অবিরাম কাড়াকাড়ি করে পাতকেরা,
অন্ধকার যদি দীপ্ত দ্যুতি দেখে হিংস্রতায় মাতে
তথাপি উজ্জ্বল সুখী, যা দেখে প্রণমে ঘাতকেরা।
পরম নির্মল কণ্ঠ যা দৈবদানের ফলশ্রুতি—
নরকের দ্বার থেকে নিয়ে যায় স্বর্গের তোরণে,
মনে হয়, দেবশিশু জ্যোতির্ময় অঙ্গের বিভূতি
যা পারে বাঁচতে তাকে যে স্বস্তি খুঁজেছে পলায়নে।

হয়তো আগামীকাল পিশাচের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে
পুড়ে যাবে গোলাপের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য, মহিমা;
রুক্ষ মরুদেশ থেকে ছুটে আসা আগুন-বাতাসে
ঝলসে যাবে মুখ তার, তবু ঐ মুখের গরিমা
কণ্ঠ-নিঃসারিত গান, যার জন্ম শোণিত ক্ষরণে—
আমার শান্তির উৎস, সুখ—সেই মুখের স্মরণে।

১০ তুমিও বিস্মৃত হবে

তুমিও বিস্মৃত হবে, আমি গল্প হবো যথারীতি
কোনো দুঃখ নেই তাতে। হে প্রবীণ প্রাজ্ঞ পিতামহ !
অলৌকিক ব্যূহ ভগ্ন, চতুর্দিকে বিনষ্টির স্মৃতি
একদা তোমার কীর্তি। যে শাসনদণ্ড অহরহ
সরবে ঘোষণা কোরতো সম্রাটের বিপুল গৌরব,
প্রবল শক্তির দম্ভ, সীমাহীন সাম্রাজ্যের কথা,
যার পাদপীঠে রক্ত, ছিন্নমস্তা বাসনার শব
অথবা শব্দের মুখে যে ছড়াতো করুণ স্তব্ধতা—

হে প্রবীণ পিতামহ, তাহারি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে
উজ্জ্বল আলোর শিখা স্পর্শ করি। অযোনিসম্ভূত
ঈশ্বরের পুত্তলিকা চূর্ণ কোরে, তাহারই উদ্দেশে
সাজানো নৈবেদ্যরাশি যা আমার সঞ্চিত প্রভূত,
আত্মজেরে দান করি, তারপর বিফল বিবৃতি
হয়ে যাই, আর তুমি গল্প যাও যথারীতি।

মৃত্যু

১ মৃত্যুর বর্ণনা

মৃত্যু কী কুৎসিত, তার জিহ্বা পড়ে ঝুলে কটিদেশে !
চোখের গহ্বরে কিংবা মস্তকের খুলিতে বাতাস
শব্দ কোরে কাঁদে, মুখে কুটিল দন্তেরা ওঠে হেসে,
স্তন-চিহ্নে সাদা হাড় ব্যঙ্গ করে জীবিত-বিলাস ;
বিস্ফারিত নাভিমূলে যে গহ্বর এখন বিরাজে
তা দেখে ভয়ার্ত ত্রস্ত লম্পটের লোলুপ হৃদয়,
ফিরে যায় মাংসভুক্ প্রাণীদল আত্মীয় সমাজে— ;
চতুর্দিক জুড়ে থাকে মত্ততার নগ্ন পরিচয়।

তুমি তো সম্রাজ্ঞী ছিলে ; স্তাবকেরা তোমার আহ্বানে
সারা অঙ্গে জ্বেলে নিতো লোভ, কাম, উত্তেজক জ্বালা ;

পতঙ্গ মেলেছে পাখা ওই হিংস্র রূপের সন্ধানে!
মদালসা হে রমণী, ছিন্ন কোরে স্তাবকের মালা
অবশেষে পরিণামী-শূন্যতায় লয়েছো আশ্রয়—
সে গর্ব নিশ্চিহ্ন, সেই উদ্দামতা করুণ বিস্ময়।

২ আমিও পিশাচসিদ্ধ

আমি তো পিশাচসিদ্ধ, শ্মশানের সতর্ক প্রহরী—
ঘৃণ্য বায়সের কণ্ঠ, চতুর শৃগাল বন্ধুবর
নিয়ত পরমসঙ্গী, নির্জনতা নিত্য সহচরী,
আমরা উন্মাদ বিংশশতকের অন্ধ সহচর।
এইমাত্র যে যুবক শুয়েছিলো চন্দন চিতায়
ফুলেফুলে ঢাকা তার অপরূপ অনিন্দিত দেহ—
তাকে ভেবে হাসি, ব্যঙ্গ ঠোঁটে তাই দীপ্ত চমকায়
আহা কী করুণ সন্ধি—মৃত্যুর অবাধ্য নয় কেহ।

তিনজন পরমবন্ধু জীবিতের ব্যঙ্গ প্রতিচ্ছবি ঃ
একজন ঘোষণা করে (কী কর্কশ তার কণ্ঠস্বর !)
সকলই প্রপঞ্চ মায়া ; অন্যজন খোঁজে যজ্ঞ-হবি,
তৃতীয় মৃতের মাংস খুঁটে খায় সমস্ত প্রহর।
কন্দর্প, কুরূপা কিংবা রমণীয় সুন্দরীর শব
তাদের কাঙ্ক্ষিত ভোজ্য। শুরু হয়, উৎসব উৎসব।

৩ কয়েকটি মুখের স্তম্ভ

কয়েকটি মুখের স্তম্ভ ধ্বসে গেলো খরজলস্রোতে…
জলরাশি আচ্ছাদিলো দম্ভ ভরে কীর্তির মহিমা,
পতনের শব্দ নাচে তরঙ্গিত সমুদ্র পর্বতে ;
শেষাঙ্কে নৈঃশব্দ এলো স্তব্ধবাক নিস্পন্দ নীলিমা।
কে কাকে স্মরণে বাঁধে ? বিস্মৃতিই অব্যর্থ নিয়তি।
দুর্বিনীত সম্রাটের অহংকার, নির্লিপ্ত মরণ
খুলে দেয় বহুমূল্য বেশ-বাস—যার পরিণতি
ধূলিতে, কালের দস্যু তাকে করে নিঃশব্দে বহন।

কয়েকটি মুখের স্তম্ভ কাঁপিয়া স্রোতের পদাঘাতে
অবশেষে শব্দ কোরে ধ্বসে পড়লো জলের উপরে.;
সকলই নিঃশব্দ···কীর্তি···যশরাশি···আকাঙ্ক্ষা দু-হাতে
সজোরে মারলো ছুঁড়ে ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত গহ্বরে !
হায় কীর্তিচিহ্ন ! হায় যশোগাঁথা···বিপুল গৌরব !
তোমরা বহন করো এই পুণ্য বিস্মৃতির শব ।

৪ জীবিত মানুষ মাত্র

জীবিত মানুষ মাত্র খণ্ড সময়ের দায়ভাগী ।
হে প্রিয় মানুষ শোনো, অতীন্দ্রিয় কামনানিচয়
জাগায় যে অস্থিরতা সন্তপ্ত মুহূর্তে, তার লাগি
তোমার নির্দ্বিধ যাত্রা ক্রমাগত করে অপচয়
ধ্রুপদী চিন্তার মূর্ত পৌরুষ-প্রদীপ্ত অনুরাগ ।
নিষ্ফল যে অহংকার টানে আত্মমুখী সর্বনাশে,
আমার প্রার্থনা, যেনো তুমি লও কাঁধে দায়ভাগ
আপাত নগণ্য যারা, সাধারণ—অটল বিশ্বাসে ।

জীবিত মানুষ মাত্র কামনার অন্ধ ক্রীতদাস···
কেউ ঘোরে বৃক্ষ-মূলে, কেউ ওঠে সুউচ্চ চূড়ায় ।
আমি যে সামান্য কবি, জানি, সত্য আমার বিনাশ—
সেতো নয় বহু দূরে । হায় অন্ধ তৃষ্ণার গুহায়
নামে জলস্রোত, ঘূর্ণি । হে সময়, আমার ঈশ্বর !
রক্তের বিপুল স্পর্ধা তোর কাছে কতো হাস্যকর ।

৫ কে থাকে সুচিরকাল

কে থাকে সুচিরকাল ? কে কণ্ঠে দোলাবে সেই মালা
যা শুষ্ক হবে না কোনোদিন ? কার প্রখর দৃষ্টিতে
আনন্দ অপরিম্লান ? কে পারে নেবাতে তীব্র জ্বালা ?
কার কণ্ঠ অনির্বাণ জনতার নশ্বর স্মৃতিতে ?
সবই তো প্রলয়মুখি, অনিবার্য ধ্বংসের অধীন ;
যা কিছু উদ্দীপ্ত করে, মনে হয় অনন্য স্বরাট,
যা নিয়ে ত্রিকাল বাঁচে, সে বিমুগ্ধ সোনারহরিণ,—
অন্ধকারে নিমজ্জিত চৈতন্যের ক্ষণিক বিভ্রাট ।

পিশাচের তীক্ষ্ণ দাঁতে, নারকীর কামুক জঙ্ঘায়
যে দেবী নিদ্রিত, সেতো বৈনাশিক, শোণিত-পিপাসী,
সবই তাঁর ইচ্ছাধীন, দেখা মাত্র আমি অসহায়
পড়েছি কবলে। নিদ্রা দূর হলে দেখি, অবিনাশী—
কিছু নেই, কী বিবর্ণ কাল-রাত্রে পরিহিত মালা!
এ কণ্ঠ জ্বলে না আর। জনহীন সব পান্থশালা।

৬ জ্বলো, জ্বলে পুড়ে মরো

জ্বলো, জ্বলে পুড়ে মরো আপনার রূপের আগুনে!
ঊর্ধ্বে প্রজ্জ্বলিত শূন্য, নীচে বৃক্ষ শ্যামল বসুধা।
মাতালের মতো চাও করপুটে জ্বলন্ত প্রসূনে,
যতই ব্যর্থতা বাড়ে ততো বাড়ে রূপাশ্রিত ক্ষুধা।
ছায়া নেই, বৈশাখের খরস্রোতা রৌদ্র ধেয়ে আসে;
হাওয়া নেই, রুদ্ধশ্বাস পত্রপুষ্প-শোভিত বনানী!
মধুময় ধূলি ওড়ে, পরমাপ্রকৃতি মরে ত্রাসে,
শ্যামলতা কোন্‌খানে? মহেশ্বর সাজে অগ্রদানী।

কাহার অর্ধেক আলো বিচ্ছুরিত? আরক্তবরণী
হে কন্যা আমার। জ্বলো, পুড়ে মরো। অন্তরীক্ষ জুড়ে
ছড়াও রূপের বিভা। তুমি নও কাহারো ঘরণী,
সবার বাঞ্ছিতা প্রিয়া, প্রেমিকের চিরঅন্তঃপুরে।
তোমার দৃষ্টিতে সুখ এতো তীব্র সহনে না যায়।
নিঃশেষে জ্বালায় ঘর, পুড়ে মরি রূপের বিভায়।

৭ কতো শক্তি ধরে

কতো শক্তি ধরে ওই বাহুযুগ, জানু সুগঠিত ?
এ লৌহকাঠিন খুলি চূর্ণ-চূর্ণ কোরে চতুর্দিকে
ছড়াতে পারে কি ওই বজ্রমুষ্ঠি ? কিংবা শৃঙ্খলিত
আত্মার জিঘাংসা ? কিংবা স্বৈরাচারী পাশববৃত্তিকে
নাচাতে সক্ষম, বল্ ! রোমশবুকের নিষ্পেষণে
বিচূর্ণ বিধ্বস্ত কোরে দিতে কি পারে না অবহেলে
রক্তের উদ্দাম জ্বালা ? তারপর ঘৃণার দহনে
পোড়াতে আমাকে ? ঠেলে দিতে কি সমর্থ গর্তে ফেলে ?

চিবিয়ে চিবিয়ে খা রে মহাকাল প্রলুব্ধ নিয়তি,
এ আর্ত বৃপের শিলা জলবিন্দু ধারণে অক্ষম ;
পুড়ে গেছে হাত, নেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়, শুধু আত্মরতি—
এছাড়া সান্ত্বনা আর জানা নেই ; প্রতিপক্ষ যম
বাঞ্ছিত পুরুষ শুধু···যার দণ্ড নিয়মে বিধৃত।
তুই দীপ্ত পুরোহিত যজ্ঞাগ্নি শিখায় ঢাল ঘৃত।

৮ আহা দৃশ্য ঝরে যায়

আহা দৃশ্য ঝরে যায় বাগানের স্বচ্ছল সুন্দর !
আমাদের প্রতিবেশী কেউ নয় অমিতঅম্লান।
মালতী করবী চাঁপা বেল যুঁই বা নাগকেশর,
তোমরা ফুটন্ত তৃপ্ত যৌবনের উত্তাপে শ্মশান
ক্ষণকাল কোরে তোলো মোহময়ী নন্দনকানন ;
জীবনে ফোটাও তৃষ্ণা রৌদ্রময় অনন্ত উজ্জ্বল।
শ্বেতকরবীর ডাকে জ্যোতিঃস্নাত আয়ুর ক্ষরণ,
আহা শান্তি প্রিয় মুখ, শান্তি স্তব্ধ সমুদ্রের জল।

আমরা সবাই ঝাঁর নীচে ওই অতল গহ্বরে—
কতো অভিমানী ফুল ঝরে গেছে, তবুও তোমার
আকাঙ্ক্ষা কমেনি, তুমি নিদ্রাহীন প্রতিটি প্রহরে,
জীবনের সাথে নিত্য কোরে যাও মরণ-বিহার।

নিবৃত্তি শেখোনি তুমি, মমতায় গড়েছো কুটির,
জেনেছো যেহেতু তুমি—কোনো স্রোত হয় না সুস্থির।

৯ রাজদণ্ডহীন আমার ঈশ্বর

ঈশ্বরের বর্ম নেই, তাঁর দেহ শোণিত-চর্চিত।
হে বিংশশতক ঘৃণ্য কাপালিক রক্তলোভাতুর!
আমার সম্রাট, যাঁর অহঙ্কার সর্বত্রবিদিত
তাঁর রাজদণ্ড কেনো কেড়ে নিলে? প্রবল প্রচুর
গোলাপের তীক্ষ্ণ কাঁটা হিংস্র ন'খে বিঁধেছে সুন্দর।
কেনো একাকীত্বে ম্লান আরণ্যক যূথচারী প্রাণী!
সুতীব্র আলোর তলে পলাতক পণ্ডিতপ্রবর,
অসহায় যাত্রী···নেই মূঢ় হাতে ঘাটের পারানি।

রক্তের গহনে ঝড় কিছুক্ষণ থেমেছে, এখন
বিধ্বস্ত প্রাচীর, কুঞ্জ, যাবতীয় প্রাচীন বৈভব।
ঈশ্বর চলেন হেঁটে পদব্রজে, প্রতিষ্ঠ বাহন
নেই, এযুগের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর হোলো পরাভব।
শতধাবিচূর্ণ বর্ম, আত্মরক্ষা অনন্যনির্ভর;
রাজ্যহীন রাজা, রাজদণ্ডহীন আমার ঈশ্বর।

১০ প্রতি মুহূর্তেই আমি গান করি

প্রতি মুহূর্তেই আমি গান করি, যে গানে পুষ্পিত
বৃক্ষের গর্বিত পত্র ঝরে যায়, যে গানে গোলাপ
নিমেষে বিবর্ণ হলে বনভূমি সভয়ে কম্পিত,
অথবা স্পর্শের ভারে দ্রুত ওঠে করুণ বিলাপ
নির্বিষ্ট সংসারে; প্রতি নিমেষের ঘৃণার চুল্লিতে
তিলে তিলে মরি আমি অসহায় নরকের কীট;
লতাঙ্গী রমণী, ক্লিষ্ট তরুলতা, আমার সঙ্গীতে
দ্যাখো, পদতল হতে অপসৃত সুস্থ পাদপীঠ।

প্রতি মুহূর্তেই আমি গান করি, শব্দ ছুড়ে মারি
অক্লিষ্ট শান্তির মুখে. পদতলে বিশাল গহ্বর,-
জেনেছি, নিস্তার নেই। আত্মহত্যা অন্বিষ্ট আমারি
অনর্থ জীবনপাত কতো শোচনীয় হাস্যকর !
তাই শব্দ তীক্ষ্ণ শর. কণ্ঠে আত্মহননের গান।
দ্যাখো রে প্রণয়মুগ্ধ. বলে ওঠে করুণ শয়তান।

২১ পান করো নিরন্তর

পান করো নিরন্তর জীবনের পাত্র হতে সুরা
যা দেবে বিস্মৃতি যার হাতে নিদ্রা দুঃস্থ ক্রীতদাসী,
মরণের প্রিয়ভগ্নী. অনশ্বর অক্ষতা অনূঢ়া.
যার সঙ্গ প্রাণীদের লোভনীয়, পাতাল-প্রবাসী
হওয়া যায় যার স্পর্শে. ভালোবাসি সেই বরনারী।
যদি শান্তি সুদূরিত. যদি প্রেম কখনো গরল
মনে হয় বরণীয় মৃত্যুর অব্যর্থ তরোবারি.
তবে পান কোরো প্রিয় শয়তানের সুপেয় অনল।

কারণ. নিমিত্তমাত্র হলেও সে মহান মানবী.
স্পর্শের প্রসন্ন তেজে মুছে দেয় স্বেদাক্ত ললাট.
অকপট প্রেমে তার মুগ্ধ হয় শোণিতাক্ত কবি.
যে রাজা সাম্রাজ্যচ্যুত সেও হয় ক্ষণিক সম্রাট ;
ভিক্ষুক. প্রণয়ী ব্যর্থ. রাজ্যলোভী হিংস্র যুবরাজ
কিছুকাল দ্রব্যগুণে পরে দীপ্ত সম্রাটের সাজ।

২২ ক্রমশ ধ্বংসের দিকে

যেমন জলধিগর্ভে ডুবে যায় সুন্দর জাহাজ
নিরুদ্বিগ্ন যাত্রীদল সর্বনাশ আসন্ন জানে না ;
কল্পিত আনন্দলোকে সকলে গর্বিত যুবরাজ ;
স্ব স্ব অংশ অভিনয়ে মগ্ন থাকে সংশপ্তক সেনা,
যখন নিশ্চিত জানে পাতালের প্রশস্ত সরণি
ক্ষুধার্ত সাপের মতো খুলে আছে মুখের গহ্বর,

কী তীব্র চিৎকার…বাঁচা…জল…মৃত্যু…জীবন…তরণী·
ধীরে ধীরে জলগর্ভে ডুবে যায় আশ্রয়, নির্ভর।

তেমনি অদৃশ্য কোনো ভয়ঙ্কর দেবতার টানে
ক্রমশ ধ্বংসের দিকে আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ।
হেমন্ত পরম সত্য আশ্রয়. তা জেনেও সন্ধানে
জীবন ক্ষয়িত হয় বসন্তের, অথচ আক্ষেপ
করি এ জীবনে আর ফিরিবার সময় বিগত ;
অব্যর্থ ধ্বংসের দিকে পদক্ষেপ করি অবিরত ।

২৩ কি কোরে ফোটাই বৃক্ষে

কি কোরে ফোটাই বৃক্ষে নানাবর্ণ ফুল্লফুলদল ?
পর্যাপ্ত পুষ্পের ভারে নত হয়ে পড়ে বনরাজি।
কি বিপুল আনন্দের আয়োজন চতুর্দিকে আজি !
নিষ্পত্র নিষ্ফল শাখা একমাত্র আমার সম্বল !
ফুলভারে অবনত হবে না এ বৃক্ষের বয়স ?
দুরন্ত বাতাস, তুই অবসন্ন কেনো এ ফাল্গুনে ?
নেই কি অতনু তোর ফুলশর অনশ্বর তূণে ?
বয়সী বৃক্ষেরা সব খা খা করছে। কার পরবশ

ওরা ? কী মৃত্যুর, নাকি শয়তানের ? অথবা আমার ?
আমি কি রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলে পবিত্র কোরকে
দেবো না অমল স্পর্শ কোনোদিন ? স্তবকে স্তবকে
পুষ্পিত আনন্দরাজি সাজাবে না মুগ্ধ উপচার ?
একদিন এই বৃক্ষে কতো ফুল অজস্র ফোটাবো ;
আপাতত বৃক্ষমূলে প্রাণধারা ঢেলে দিয়ে যাবো।

২৪ ভীত বিড়ালের মতো

ভীত বিড়ালের মতো প্রাণপণে টেনেছি শৃঙ্খল,
কিন্তু কী অদৃষ্ট, আমি যতো টানি, দৃঢ় হয়ে বসে,
গলায় কঠিন ফাঁস, বুকে ভারি নেতির পাথর ;
প্রতি পলে অনুভব করি দরজা ধরে প্রতীক্ষায়
কৃষ্ণকায় প্রেতমূর্তি ; দেহ দলে রথচক্রতলে
অশরীরী সম্রাটের নিরন্তর শিকার-বাহিনী ;
ভীত বিড়ালের মতো প্রাণপণে ঠেলেছি পাথর ;
আমি অসহায় ! ব্যর্থ হয়ে মেনে নিয়েছি নিয়তি ।

কিন্তু কী করুণ এই পরাজয় ! সমস্ত শরীর
উদ্যত কোরেও এই পরাজয় মেনে নিতে হয় ;
অশরীরী সম্রাটের ঝকঝকে বর্শার ফলকে
বিদ্ধ হয়ে বিড়ালের সব অগ্নি ক্রমে নিভে আসে ;
সমস্ত শৃঙ্খল আরো দৃঢ় হয়, পাথর বিশাল,
কৃষ্ণকায় প্রেতমূর্তি শয্যায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ।

২৫ পিশাচী, তখনো তুই

এতো তীব্র মরণের স্পর্শে আমি বিভোল নর্তক ।
কতোকাল আছি তৃপ্ত পিশাচীর ঘৃণ্য সহবাসে !
তুই কী চতুর হিংস্র ভয়ঙ্কর সুন্দর কুহক,
আমাকে দেখাস লোভ যদি শুই তোর ডান পাশে,
যেখানে মর্দিত মাংস জ্বলে ফাটে টানে অন্ধকারে,
নিষ্কলুষ প্রেমিকের পবিত্র কামনা পুড়ে কালি,
যেনো বা চুল্লিতে দগ্ধ মাংস ! আমি কামের বিকারে
পাতিয়েছি এতোকাল তোর সাথে জঘন্য মিতালি ।

আজ তীব্র মরণের স্পর্শে খসে স্বরচিত জরা ।
প্রাচীন মূর্তির মতো পাথরের প্রস্তআবরণ
খুলে ফেলে চলে যাবো । মৃত পুষ্প, পূতিগন্ধ মরা
পশ্চাতে ডাকবে ; তাঁর অসহায় স্খলিত চরণ
যেখানে পড়বে, আমি অন্য পথে উধাও নর্তক,
পিশাচী, তখনো তুই বিগলিত শবের বাহক ।

আগুনের বাসিন্দা

মার্জনা করো প্রভু, আমি অবিশ্বাসী, আগুনের বাসিন্দা

উৎসর্গ

প্রতিটি কবিতার জন্মের আগে আমি মরে যাই,
ভূমিষ্ঠ হলে নতুন কোরে বেঁচে উঠি। বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে
আমার যন্ত্রণাময় উপলব্ধি শূন্য-শব্দের স্বর্ণপাত্রে ঢেলে
দিই। কখনো একা দিগন্তবিস্তৃত মাঠের বুকে
দাঁড়িয়ে পৃথিবীর রক্তাক্ত বুকের আর্তনাদ
শুনি। হাত পা সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র
অসাড় হয়ে যায়। সেই নির্জন
কান্না ধরে রাখি শব্দের অক্ষমতায়।
মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে অনাদি শূন্যতার
সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করি ঃ
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত খুনি আসামীর মতো নির্দিষ্ট
মৃত্যুর অপেক্ষায় রত থাকাকালে যে
অব্যক্ত অনুভব নাভিকুণ্ডল থেকে ব্রহ্মতালুতে
উঠে আসে, শব্দের অক্ষম প্রতীকে
তাকে ধরে রাখি।
অতলশায়ী অন্ধকার সমুদ্রের বুকে প্রেততাড়িত
জাহাজের মতো বিপর্যস্ত বিভ্রান্ত আমার
কবিতা শূন্যভেদী আর্তনাদ করে।
তাই এই কবিতা পড়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র
বধ্যভূমির অন্ধকার অথবা মধ্যরাত্রির
নিঃসঙ্গ ঊষর মরুভূমি।
শ্মশানে সদ্য আনিত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আত্মাই
আমার একমাত্র পাঠক,
তাঁর উদ্দেশ্যে এই রক্তাক্ত শূন্যভেদী
মন্ত্রগুচ্ছ অর্পিত হোলো।

মার্জনা করো প্রভু, আমি অবিশ্বাসী. আগুনের বাসিন্দা... ..
আর শৈশবে তোমার সীমা কোরেছি লঙ্ঘন
তাই উদ্যানের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর চেরুবিন
আর হাতে তার জলন্ত তরোবারি
তাই ফেরার পথ বন্ধ

অপাত্রে ঢেলে দিওনা করুণা, লোভের আগুনে পুড়তে পুড়তে
পুড়তে পুড়তে মোমের পুতুল ; হাত পা খ'সে খ'সে পড়ছে মাটিতে
কিংবা অকেজো, আমরা অবিশ্বাসী, মার্জনা করো

চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত হেঁটে চলেছি,
আর সব পেয়েছির দেশ আমাদের লক্ষ্যে
আর খচ্চরের পিঠে তাবু, ক্রীতদাসীর কোমরে ঝন ঝন কোরছে শৃঙ্খল
আর পায়ের নিচে আগুনের ফুলকি,

মাথার উপরে ক্রোধান্ধ সূর্য জ্বলছে দাউ দাউ কোরে
খরাক্লিষ্ট আমার কণ্ঠে মরুভূমি
বিরামহীন এই যাত্রা

সব পেয়েছির দেশ কোনখানে ? কতোদূর ?
ক্লান্ত ক্ষুধার্ত, তাই অবিশ্বাস মাথা তুলছে শয়তানের মতো
জল দাও, অমৃতময়ী জল প্রাণদ

চল্লিশ দিন চল্লিশ রাতের ক্লান্তি সর্বাঙ্গে
ক্ষুধার্ত প্রেতের জিহ্বা মরুভূমি হৃদয় আকাশ
অবিশ্বাসীর যুগ্মকরপুটে দাও প্রাণদায়ী তৃষ্ণার আশ্বাস

বাঁচা এক স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের যৌথ ব্যবসায়
পথ থাকে দীর্ঘ, সুবিস্তীর্ণ...ফুরোবার নয়
পুণ্যভূমিতে পৌঁছোবার আগে ক্ষুধার্ত বালুকণা দাঁতে চিবোয় আমাদের হাড়
চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাতের এই পথই সত্য

জল দাও, হে প্রিয় ঈশ্বরের পুত্র
জানি, অসহায় তুমিও, হোরেবের পাথরে যতোই আঘাত করো
প্রস্রবণের দেখা মিলবে না

চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাতের তৃষ্ণাই সত্য
ঈশ্বরও আজ মানুষের প্রাণ নিয়ে নিলাম ডাকছেন,

প্রভু, আমাদের মার্জনা করো

আমি

মৃত্যুর ছায়াময় উপত্যকার মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি
মাথার উপরে অন্ধকার সমুদ্র তরঙ্গিত নির্জনতা
ছেঁড়া-মেঘের চাদরে ঢাকা মৃতপ্রায় অগণন নক্ষত্র
চাঁদ যেনো ব্যাধিগ্রস্ত ঈশ্বরের মুখ মাথার উপরে ভাসছে
আমার সামনে
মাথা ফুঁড়ে উঠছে অসংখ্য পিরামিড···পৃথিবী···
সভ্যতার কুরুক্ষেত্র
হেঁটে চলেছি মৃত্যুর ছায়াময় উপত্যকা পার হয়ে

গর্বিত হবার মতো বাগান
বাগানের হাজার পাখী
হিরণ্যগর্ভ তোমার স্মৃতি
পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে
আম জাম জারুল হিজলের যোজন যোজন অন্ধকার
সময়—পাহাড়ের স্থির জেটিতে নোঙরকরা জাহাজ
উপত্যকা জুড়ে
রাজ্যচ্যুত সম্রাটের বুকের হু হু করা নৈঃশব্দ
ইতিহাসের কবর থেকে উঠে আসা বাতাস
ঘুলিয়ে দিচ্ছে অন্ধকার সমুদ্র
কুরুক্ষেত্রের অতৃপ্ত লক্ষ লক্ষ আত্মা আমার
ডাইনে বাঁয়ে মাথার উপর
পিচ্ছিল অন্ধকার জলের উপর দিয়ে
ভাসমান সরীসৃপের মতন ভেসে যাচ্ছি
আমি এই অন্ধকার সমুদ্রে জল হয়ে যাবো

উপত্যকার সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি
পিছনে ফেলে এসেছি লেথে নদীর নির্জন স্রোতের বাঁক

পায়ের ছাপ মুছে দিচ্ছে তৃণ-সমুদ্রের ঢেউ
পড়ে থাকে তৃষ্ণার পৃথিবী যন্ত্রণার ইতিহাস
নিরাকার নির্জনতার সমুদ্রে সি-গালের সাঁতরে বেড়ানো অক্লান্ত
ডানা ভাঙে
কোনখানে মগ্ন পাহাড়ের চূড়া ? প্রবাল দ্বীপ ?

প্রথম জন্মের দিন যে জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যকে
রক্ত চক্ষু মেলে জীবজগতকে শাসন কোরতে দেখেছি
সম্রাটের ভঙ্গীতে
সে এখন
উপত্যকার বুক ফুঁড়ে-ওঠা পাহাড়ের চূড়ায়
মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আছে
দীর্ঘকাল যক্ষায় ভুগে ভুগে রক্তহীন দ্যুতিহীন
আলো-অন্ধকারের ঠাণ্ডা চাদরে
ওই মৃতপ্রায় সূর্যের দেহ ঢেকে দিচ্ছে
মৃত্যুর মহান দেবতা

আমি হেঁটে চলেছি
লেথে নদীর পার দিয়ে
লক্ষ লক্ষ জীবাত্মার তৃণের শরীরে পা ফেলে ফেলে
বুকের হাড়ে দুর্বা গজায়
রক্ত বরফ-গলা নদী
চোখের মণিতে নিস্পলক প্রজ্ঞার জ্বালাময় বিদ্যুৎ
মৃত নক্ষত্রের আমন্ত্রণ লুটিয়ে পড়ে পায়ের পাতায়

আমার সাজানো বাগান পায়ের তলে
তালতমাল বকুল জারুলের ডালপালা
ডালেবসা পাখী শিশুহরিণ খরগোস
আমার পায়ের তলে

চিনতে পারছি ময়ূর আর রাজহাঁসগুলিকে
বাগানের সবুজঢাকা সব পথই চিনতে পারি

আমার পৃথিবী
সরোবরের লাল নীল সোনালী মাছ

সবুজ ঘাসের আস্তরণের তলায় ঘুমিয়ে আছে
কয়লা হয়ে, ধোঁয়া আর জল হয়ে
তাপ আর ভস্ম হয়ে

মৃত্যুর উপত্যকায় গাঢ় হয়ে নামছে অন্ধকার
দুলে উঠছে অন্ধকার সমুদ্র
বুকের বরফ-গলা জলে গলা ভিজিয়ে চলতে থাকি
পায়ের চাপে ধুলো হয়ে যাচ্ছে দ্রৌপদী নকুল সহদেব
অর্জুন আর বৃকোদর
কুরুক্ষেত্র প্রলয়ের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে

এই দ্যাখো
আমার শরীর ছায়া হয়ে যাচ্ছে
আমি টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছি
ঘাস হামাগুড়ি দিয়ে উঠছে পায়ের পাতা থেকে হাঁটুতে
হাঁটু ছাড়িয়ে হৃদ্‌পিণ্ডে কণ্ঠনালী বেয়ে মাথার ঘিলুতে
সারা শরীরে শিকড় ছড়িয়ে হাসছে মৃত্যুর মহানিম গাছ
ঠাণ্ডা বরফকুচি, শিলীভূত ফুল পড়ছে ঝরে
মৃত্যুর দেশে
উপত্যকা জুড়ে ইতিহাসের গর্বিত পায়ের শব্দ
যেনো বিজয়ী পদাতিক সৈন্যদল চলেছে ছুটে
আমাদের বুকের ধুলো উড়িয়ে

ঘাতকের প্রতি নিবেদন

আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে চলো
প্রার্থনা করি না মার্জনাপত্র
শরণ্য দেবতা
মুঠোয় ধরে আছো যন্ত্রণার নিরাময়
সকল সম্ভাবনার সীমান্ত
দ্যাখো, হৃদয়ে যেনো মেঘ না জমে
করুণা দুর্বলতা
তোলা থাক জননী আর সন্তের জন্যে
তুমি ঈশ্বরের মতো পাথর

অরণ্যের মতো হিংস্র
আহত সাপের মতো ক্রোধ-সমুদ্রকে উত্তাল কোরে তোলো

ফুটন্ত বিষ ঢেলে দাও শিরায় শিরায়
চোখের মণিতে রোমকূপে
যন্ত্রণার প্রতিটি মুহূর্ত অনুভব কোরতে কোরতে
ক্রোধান্ধ ময়ালের জঠরে মিলিয়ে যেতে চাই
নীহারিকামণ্ডল সৃষ্টির প্রেরণা শিরায় শিরায়
প্রতিযোগী ঈশ্বর হতে চাই নই বিশ্বামিত্র
নেই অর্জিত তপোবল…স্বশরীরে করি স্বর্গারোহণ
তাই ত্রিশংকু
শূন্যতা চীৎকার কোরছে চারপাশে

আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে চলো
হে করুণাময় ঘাতক করো করুণা
ধর্ষণের তৃষ্ণা গর্জন কোরছে শিরায় শিরায়
সৃষ্টির উল্লাস
আমি অসহায় বীর্যহীন খোজা প্রহরী
আহত দন্তহীন সাপ
ফুসতে পারি দংশনের নেই ক্ষমতা
সুন্দরী কবিতা সম্রাটের বাহুবন্ধনে সহজে দেয় ধরা
দ্বাররক্ষী আমি
ক্ষুধার্ত চোখ মেলে প্রহর গুণি
ফুটন্ত বিষ কপাল থেকে চুঁইয়ে পড়ে মুখে
নামে গলায় বুকের হাড় দাউ দাউ কোরে জ্বলে ওঠে
সম্রাটের হাতের চেটোয় নৃত্য করে কবিতা
প্রভু !
বধ্যভূমির পরিণতিই আমার প্রার্থনা !

প্রবেশ কোরেছি অথচ জানিনা নিষ্ক্রমণের রাস্তা
বাবা বলেছেন ঃ ঘুমিয়ে ছিলাম তখন মাতৃগর্ভে
(এখন যে আমি কি করি !)

ঘুমিয়ে ছিলাম, তাই জানা নেই নির্গমনের রাস্তা
বাবা বলেছেন ব্যূহ ভেদ কোরে প্রবেশের পদ্ধতি
তখন মাতৃগর্ভের অন্ধকারমায়াঞ্জন
চোখের পাতায় বুলিয়ে দিয়েছে কানের দরজা বন্ধ
(ঘুমিয়ে ছিলাম নিয়তির নির্দেশে !)

মা, তুমি আমাকে জাগালেনা কেনো ?
(এখন যে আমি কি করি !)
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য কৃপ অশ্বত্থামা
ঘিরেছে—চক্রব্যূহ সব দিকে সপ্তরথী
(শিশু বলে কোনো ক্ষমা নেই !)
গ্যাস চেম্বারে ইহুদিকে ঠেলে নাৎসী
অপরাধ জানে হিটলার জানে আইখম্যান

লড়ছি তো আমি প্রাণপণে নেই অস্ত্র
ধনুকের ছিলা সারথী অশ্ব রথের চূড়া
মাটিতে লুটায় রক্তের নদী পায়ের তলে
সূর্য এখন অস্তাচলে
নিরস্ত্র আমি (শিশু বলে কোনো ক্ষমা নেই !)

হরিণের প্রতি করুণায় সংযত শিকারীর গুলি ?
অবশেষে তুলি রথের ভগ্ন চাকা
ঘোরাই ওড়াই ঝাঁকে ঝাঁকে তীর সপ্তরথী
হিংস্র মুঠোয় ট্রিগারযে চেপে ধরে
(শিশু বলে কোনো ক্ষমা নেই !)

এ যেনো এসেছে জল খেতে নীল গাই
জ্যোৎস্নার ছায়া পাতায় পাতায় দীঘির জলে
শাল তাল আর তমালের বনে স্বর্গীয় নীরবতা

গুলির শব্দে বুকের রক্তে দীঘির জলের রঙ
লাল হয় ভাসে প্রাণহীন সেই অবোধ বন্যশিশু।

বৃথা লাফালাফি দৈত্যের হাতে শোলার পুতুল
সাধ্য কি পাই নিস্তার ?
দানবের হাত বিষাক্ত আর যোজন যোজন বিস্তার
অগস্ত্য নই ইল্বল আর বাতাপীর দৌরাত্ম্য
খোলা আছে গ্যাসচেম্বার

প্রবেশ কোরেছি জানিনা নিষ্ক্রমণ
সপ্তরথী যে ঘিরে ফেলে মারমুখী
বাবা বলেছেন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন মাতৃগর্ভে
মুক্তির পথ জানা নেই
ছিন্ন চক্র কে দেবে আচ্ছাদন ?
(এখন যে আমি কি করি !)

কর্ণ

যুদ্ধ শেষের ক্লান্তি আমার শরীরে
ভগ্ন ধনুক ছিলা ছেঁড়া তূণ শূন্য
রথাশ্ব দুটি হাঁটু মুড়ে বসে মাটিতে মগ্ন চাকা
শিরোস্ত্রাণের কাপড়ে হাজার ক্ষতের পট্টি বাঁধি
কোন্ অভিশাপে মাটিতে প্রোথিত রথের চাকা?

চারপাশে আমি তাকাতে পারি না
রক্তে ছোপানো পিতামহ পিতামহীর কিশোরবেলা
শিশুচারা মুখ থুব্‌ড়ে মাটিতে মাটি নেই
ছিন্নমুণ্ড গড়াগড়ি যায় চোখের মণি
হাতের অঙুল আলতা-রাঙানো পায়ের পাতা
রক্ত ঘামের জলকাদা মেখে গড়াগড়ি যায়

কুকুর শেয়াল কীট পতঙ্গ মহোৎসবে
এ বাগান ছিলো ইডেন কবে ?
পিতামহ পিতামহী ছেঁড়া ঠ্যাঙ গলিত নখ

ওপড়ানো চোখ   ছড়ানো বুকের ছিবড়ে হাড়
চারপাশে যতো শকুন কুকুর শেয়াল তাকায় লুব্ধ চোখে
আমাকে গিলছে   কাড়াকাড়ি করে শূন্যতা
লোহার প্রাচীর হয়ে নামে ঘন অন্ধকার

চাকা টেনে তুলি শক্তি কই
যতো টানি ততো ডুবে যায়
জননী মেদিনী রাক্ষসী গ্রাসে রথের চাকা
হাতের বুকের শিরা টান্ টান্ শিথিল ঝোলে
কুরুক্ষেত্রে কাটামুণ্ডের অট্টহাসি দীর্ঘশ্বাস

এইখানে পিতামহ পিতামহী কিশোরবেলা
রোপণ কোরেছে রজনীগন্ধা   চামেলী যুঁই
এইখানে বুক সরোবর হোতো হাজার নদীর উৎস
শাল তাল আর তমালের ডালে রঙিন উষ্ণ পাখী

আমার রোমশ হাতে রক্তের দাগ
জর্ডন আর গঙ্গা পুণ্যতোয়ায় ধুয়ে
ওঠেনি কেননা পাখীর পালক উষ্ণ বুক
ছড়ানো ছিটোনো চারপাশে   মুখে রক্ত লেগে
যুদ্ধশেষের কুরুক্ষেত্র নিজের রক্তে ভেজাই গলা
স্বজন বন্ধু হত বা আহত আর্তনাদ
জেগে আছি যেনো শ্মশানের সারমেয়
অস্তসূর্য বাগিয়ে দিলো নির্বাসনে

পুরোনো বাড়ীতে আর ফিরবোনা

পুরোনো বাড়ীতে আর ফিরবোনা পুরোনো বলেই
লাথি মেরে ভাঙছি জীর্ণ গথিক্ গম্বুজ স্তম্ভগুলি
বাবুই বাদুড় কিংবা কবুতর কাকের আস্তানা
ছুঁড়ে মারছি দূরে জনস্রোতে
অথবা আগুনে পুড়বে বিলাসী পাখীর ডিম
শাবক ইত্যাদি
পুরোনো ভিটায় চড়বে ঘু ঘু কাল হতে

সময় এসেছে আমি নতুন পোষাকে শিরোস্ত্রাণে
রোমশ চেটোয় নিয়ে আগুনের ফুল্কি পুরাতন
বাড়ির অন্দরে দেবো ছুঁড়ে মারবো মুহুর্মুহু লাথি
পিতৃ-পুরুষের জীর্ণ সুখনীড় কড়ি বড়গা জানালা-দরোজা
নিচে বহমান তৃপ্ত অল্পে খুশী জনতা নামক
খড়ের পুতুলগুলি তুলে নিক্, বানাক আস্তানা
আমার নতুন বাড়ি প্রয়োজন আমার চারপাশে
গথিক গীর্জার চূড়া খাজুরাহ সারনাথ কাবার প্রাচীর
চীনের দেয়াল, চোখে সাতপট্টি ছানি বুকে শ্লেষ্মা বার্ধক্যের

বরফে আগুন জ্বালবো, যে আগুনে তুষারমেরুর
নীরবতা নদী হবে অথবা সমুদ্র, প্লাবনের
প্রয়োজন বড়ো
ওই ক্যাথলিক গীর্জা কিংবা সারনাথ মন্দিরের চূড়া
ডুবে যাবে অস্তিত্বের বাঁধ-ভাঙা সে মহাপ্লাবনে

পুরোনো ভিটায় শুধু ঘু ঘু চড়বে, পুরোনো যাত্রীর
পায়ের ক্লেদাক্ত ছাপ মুছে যাবে ঈশ্বর ঈশ্বর
বিকৃত ভয়ের চিহ্ন মুখে কেনো ?
পর্বত চূড়ায়
নৌকো বেঁধে বাঁচো আমি ভাসি কিংবা ডুবি
পুরোনো ডাঙায় আর উঠবো না অস্তিত্ব টেঁকাতে।

অমরতা সম্পর্কিত

অমরতা কোন্‌খানে স্বর্গে না পাতালে শুয়ে আছো
অমরতা তুমি কোন্‌ দেবতার করতলে প্রসন্ন মুদ্রায়
তুমি বিশ্বামিত্র করো নতুন স্বর্গের সৃষ্টি শূন্যে যোগবলে
অমরতা দ্যাখো, আমি শূন্যোদ্যানে শোণিতাসিঞ্চনে
গোলাপ ফোটাতে চেয়ে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে আর্তনাদ করি
কোনখানে যাবে তুমি—স্বর্গে ? না পাতালে ?

কল্পান্তের অন্ধকারে সমুদ্র আকাশ কিছু নেই
রাহুকবলিত সূর্য যক্ষ্মায় ক্ষয়িত হতে হতে বিন্দুবৎ
মেলায় আঁধারে ডোবে সৌধচূড়া ইতিহাস সব প্রতিশ্রুতি ?
যুদ্ধ শেষ হলে নামে কুরুক্ষেত্রে অন্ধকার, একা দুর্যোধন
হাঁটু মুড়ে বসে থাকে মুকুট লুটায় সারমেয়
শকুনি গৃধিনী ঘোরে চারপাশে অনিবার্য নিয়তি যেনবা
কুরুক্ষেত্র বুকে নিয়ে অমরতা দিতে চাও কোন্‌ প্রতিশ্রুতি ?

২

সব কিছু পড়ে থাকে, বিজয়ী পাণ্ডব তুমি সব ফেলে রেখে
আশা উদ্দীপনা লোভ উদ্যম প্রভৃতি
রক্তের বিনিময়ে লব্ধরাজ্য পৃথিবীর চক্রবর্তী রাজা
সব ছুঁড়ে ফেলে কেনো চলে যাও মহাপ্রস্থানের
পথে···কেনো চলে যাও বলো। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির
স্বর্গ ? না বৈরাগ্য ? নাকি সার্বিক শূন্যতা
বুকে হাহাকার করে ?
কে বিজয়ী ? তুমি ? নাকি দুর্যোধন ? নাকি অন্ধকার ?

৩

কুণ্ডলী পাকিয়ে তুমি শুয়ে আছো ক্ষুধার্ত ময়াল
জন্ম হতে মাথা রেখে হৃদ্‌পিণ্ডের পিচ্ছিল বালিশে
সঙ্গমকাতর কোনো কুকুরের মতো ছোটাছুটি
পশ্চাতে পশ্চাতে তোর অমরতা ! জ্বলে
ছত্রিশ বুকের হাড় দিনরাত্রি ধ'রে

সম্রাট পোষাক খোলো
বুকের গহ্বরে খেলছে পাঁচটা সাপ, শোনো
যে কোনো মুহূর্তে তারা উড়ে যেতে পারে
ঘুমন্ত ময়াল পারে ঢেলে দিতে বিষ
অমরতা সম্রাটের ক্রীতদাস নয়
অণ্ডকোষ খসে পড়ে, বীর্যও শুকোয় সূর্য রাহুগ্রস্ত হলে

ব্রহ্মতালুতে সূর্য যখন স্থির হয়ে দাঁড়ায়
আমি একহাতে ছিঁড়ি চন্দ্র
অন্য হাতে সপ্ততাল ভেদ করি
সমুদ্রকে গ্রাস করি গণ্ডূষে বিন্ধ্যপর্বতও মাথা নোয়ায়
সূর্যের হাজার বল্লম বিদ্ধ করে হাজার অন্ধকার
ব্রহ্মতালুতে সূর্য স্থির হয়ে দাঁড়ালে
পা রাখি বলির বুকের উপর
পাঁচটি কৃষ্ণসাপ গড়িয়ে পড়ে পায়ের নিচে
আমি বিজয়ী বলে শঙ্খনাদ করি
আর সূর্য যখন অন্ধকারের বল্লমে বিদ্ধ হয়ে
আহত শূকরের মতো চীৎকার কোরতে কোরতে মুখ থুবড়ে
মাটিতে পড়ে যায়
আমি ব্রহ্মতালু ভেদ কোরে একটি কৃষ্ণসাপকে
কণ্ঠনালী বেয়ে নামতে দেখি
আমার বুকের ডালপালা ছেড়ে সব পাখী...
কোন্ অজানা দেশের দিকে উড়ে যায়

চতুর্দিকে শব্দ ঝরে পতন পতন

হলুদে পাতারা বাতাসে উড়ছে কিসের গান ?
হাতুড়ি ঠুকছে বুকের পাথরে কালের কর্মকার
খোদাই কোরছে পতনের রাজপথ

ভেঙে যায় সব স্বপ্ন ঘনালে অন্ধকার
ওই পথে বাজে কালপুরুষের অশ্বক্ষুর
বুকের মধ্যে ভূতের নাচন প্রাণান্ত

পতন বাজায় মাদল   বাজায় মৃদঙ্গ

আহা এইকাল আকাল   হিমেল বাতাস বয়
বুকের খাঁচায় গোক্ষুর সাপ ছড়ায় বিষ
খ'সে পড়ে চোখ কুন্দদন্ত পুরুষাঙ্গ বা পদাঙ্গুল
কশাই ছুরিতে দিচ্ছে শান

পতন জড়ায় ড্রাগন যেনবা ভয়ংকর
মুখ থেকে পড়ে ছিটকে আগুন তরল বিষ
আমার চামড়া সৌখীন জুতো মূল্যবান
হাড় গুড়ো কোরে ধানের সার
পতন বাজায় মাদল   ঘনায় অন্ধকার

সম্রাট আর ভিখারী সাজাও নিজের শব
মোমবাতি জ্বালো কফিনের চারপাশে
ফুলের বাগান মাতায় শ্মশানগন্ধ

হাজার দিনের হাজার স্থপতি বৃথা গৌরবে জ্বলছো
মাটিতে গড়ায় নোতর্‌ডমের চূড়া
রাজার মুকুট   সমাধিসৌধ   বণিকের গর্বিত
বুকের উপর পতন গড়ায় ষ্টীমরোলার

একা রাজপথে হাঁটে হতাদর কবি

১

আমরা

বুকের মধ্যে তোলপাড় করে সমুদ্র. পাহাড় ওঠে দুলে
চিরহরিৎবৃক্ষের ছায়ার শাল গায়ে জড়িয়ে
পাশমুক্ত হরিণ
সেই পাহাড় সেই অরণ্য সেই মরুভূমির
সন্ধান কোরে চলে
পায়ের ছাপ যেখানে শুধু পশুরই পড়ে
যূথবদ্ধ নয় তারা আত্মরক্ষায়
সব প্রাণীই যেখানে অবলোকিতেশ্বর আনন্দ

সব নদীই নৈরঞ্জনা
বৃক্ষ মাত্রই বোধিদ্রুম

২

ভেঙে পড়ছে তোমার অনাহার-ক্লিষ্ট শরীর
মাটির বুকে হাড়ের ছায়া
সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো যে হাড়গুলি
লাফিয়ে উঠতো ভালোবাসার জন্যে
শুয়ে পড়েছে তোমার ভারি কাঁধ ক্রুশের ভারে
মশানে এলে
আমরা উল্লাসে ফেটে পড়লাম
ঠোঁটের নোনা রক্ত জিব দিয়ে নিলাম চেটে
বুকের মধ্যে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ
পায়ের নীচে বধ্যভূমির
বাসি রক্তে ছোপানো মাটি
আমাদের রোমশ থাবায় প্রতিহিংসার অন্ধকার

তোমার মুখ বিকৃত হয়েছিলো যন্ত্রণায়
স্পন্দনহীন পাথর থেকে স্বেদবিন্দু উত্থিত হতে দেখেছি
কঁকিয়ে উঠেছিলো কালভেরির চূড়া
বৃক্ষগুলি নতজানু
ডালপালা ঝড়কে কোরছিল আহ্বান
রক্তবমন কোরছিলো অন্তিমসূর্য পাহাড় চূড়ায়
আমরা খুর ঠুকে ঠুকে গান গাইছিলাম তৃপ্তির গান

চল্লিশদিন চল্লিশরাত ধরে কল্পান্তের বৃষ্টি নামলো না
কালভেরির শিখরদেশে
দেখা গেলো না আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ
পৃথিবীর শবদেহ কালোচাদরে মুড়ে দিয়ে
রোমশ থাবায় ধরে-থাকা স্বর্ণপাত্র থেকে
পান কোরছিলাম তৃপ্তির মদ

৩

চিরহরিৎবৃক্ষের ছায়ার শাল গায়ে জড়িয়ে
পাশমুক্ত যে হরিণ
বহু প্রান্তর সমুদ্র মরুভূমি পার হয়ে চলেছে
কস্মিনকালেও কি সে পৌঁছোবে
বোধিদ্রুমের ছায়াতলে ?
আমার বুকের সমুদ্রে হিংস্র অন্ধকার ফণা তোলে
লোভার্ত চোখের মণি বিষাক্ত তীর

সনাক্তকরণ

পিতামহ, গাঙুড়ের কালো জলে ভাসে কার গলিত কবন্ধ
চিনতে পারো ?
উলঙ্গ আকাশে জ্বলে রক্তচক্ষু সূর্য, জলে নাচে
পিচ্ছিল মাছেরা, খায় খুঁটে খুঁটে চক্ষুর গোলক ;
ভেলা কবে কোনখানে ভেসে গেছে (ছিলো কি কখনো !)
পিতামহ, কোনখানে তোমার চুম্বন রেখেছিলে ?
পিতামহী. কোনখানে স্মৃতির সঞ্চয় রেখেছিলে ?
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ! এই জাতকের জন্মক্ষণে তুমি
মন্দিরে বাজিয়েছিলে পবিত্র ঘণ্টার ধ্বনি-কখন : কোথায় ?
পিতামহ পিতামহী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, অন্ধকার
দিঘি ছেঁচে তুলে আনতে পারো রম্য স্বপ্নের খেলনা ?

যতোই বেহুলা, তুমি নৃত্য করো দেবসভাঙ্গনে
দৈবও অক্ষম দিতে কঙ্কালে শরীর, প্রাণবায়ু !
মর্গের ইঁদুর জানে. পিচ্ছিল মাছের চোখ জানে,
উলঙ্গ আকাশ জানে, সভ্যতার সমান বয়সী
আমি জানি. গাঙুড়ের জলে ভেসে যায় কার দেহ,
গলিত মুঠোয় কেনো ধরে আছে পুঁথি.ছেঁড়া মালা ।

ঠিকুজী কুষ্ঠিও নেই হিমঘরে শায়িত শবের !
শবব্যবচ্ছেদ কোরেছিলো যারা, মৃত্যুর কারণ
তারাও জানেনা, তারা ভয় পেয়েছিলো, ভয় পেয়ে

পশ্চাদপসরণের চেষ্টা কোরে সকলেই সেই
হিমঘরে পাশাপাশি শুয়ে পড়েছিলো ইঁদুরেরা
পরম তৃপ্তিতে ভোজ সাঙ্গ কোরে শববাহকের
প্রতীক্ষায় জেগেছিলো চোখের গহ্বরে অন্ধকারে।

কফিন বাইরে রেখে শববাহকের দল মর্গের জঠরে
সেই যে হারিয়ে গেলো ফেরেনি তারাও, ইঁদুরের
কোলাহল শুনেছিলো ভ্রাম্যমান লুব্ধ শিয়ালেরা !

কে করে সনাক্ত এই শতাব্দীর সন্তানের শব ?

এরকম অন্ধকার

মাঝে মাঝে এরকম অন্ধকার নামে, অন্ধকার
ইতিহাস পার হয়ে নেমে আসে, হৃদয় মনন
ঢেকে দেয়, আমাদের মানবের চৈতন্য ছড়ায়
নির্জীব নিস্তেজ শীতলতা, আনে কঠিন মৃত্যুর
শোকাবহ সম্ভবানা, ধীরে ধীরে উদরস্থ করে
মহান প্রতিভা শিল্প বিজ্ঞানের মহৎ চেতনা
মানবিকতার সুস্থ সমৃদ্ধ আত্মার অগ্রগতি
থেমে যায় ভয়ানক প্রেতে প্রলুব্ধ পদাঘাতে

মাঝে মাঝে এরকম অন্ধকার আসে, ইঁদুরেরা
মৃত ভেবে ছেঁড়ে মাংস জীবিতের, ইতিহাসময়
এরকম অন্ধকার মর্গের ভিতরে, রাজপথে
জনপদে কতোবার নেমেছিল, বিংশ শতকের
ইঁদুরেরা জানে তা, এ একবিংশশতকের মুখ
ফেরানো ধ্বংসের দিকে অথবা সূর্যের

প্রকীর্ণ কবিতাবলী

১

অনাদিকাল ধরে নরকের দরজায় আমি প্রহরী, আর তুমি
ভালোবাসার পরমহংস। পৃথিবীর অন্ধকার তোমাকে
গ্রাস কোরতে পারে না, সর্বভুক অগ্নি পারে না স্পর্শ কোরতে।
মরণ বুদ্ধ দরজায় করাঘাত কোরে ফিরে যায়।

দ্যাখো, আমি কালের নখরাঘাতে বিশ্লিষ্ট শরীর
নিয়ে নরকের দরজায় অপেক্ষমান ; ধূর্ত শৃগাল কিংবা
প্রভুভক্ত কুক্কুরের প্রতিদ্বন্দ্বী ; রক্তচক্ষু শকুন আর
প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেতের সঙ্গে একই শবাহারে ব্যস্ত।

আমি ভালোবাসতে চেয়েছিলাম কোনো মানবীকে যে
আমাকে বিশাল মরুভূমি পার কোরে নিয়ে যেতে পারে,
কোনো মানুষকে যে প্রকৃত গণ্ডার হয়ে যায়নি,
কোনো ঈশ্বরকে যে রূপময়ী কোলকাতার অরণ্যে
প্রেমের অমলবৃক্ষ হতে পারে।

কোলকাতা আমার ! যখন সন্ধ্যার স্বপ্নিল সূর্য
মুহূর্তের জন্য তোমার দাম্ভিক প্রাসাদশ্রেণীর শীর্ষে
জ্বলন্ত ঈগলের মতো অপেক্ষা করে,
কিংবা গঙ্গার বিস্তীর্ণ কালো জলে ভাসমান জাহাজশ্রেণীর
উদ্ধত মাস্তুলে হাল্কা সোনালী মেঘমালা
দেবকন্যাদের মতো সন্তরণ করে, তখন কি
আমাকে মনে পড়ে, তোমার ?

যে আমি হৃদয়হীন হতে চাই ভালোবাসার জন্যে,
কামুক হতে চাই পবিত্রতার জন্যে, শয়তান
হতে চাই ঈশ্বরের করুণা লাভের জন্যে, তার প্রতি
সামান্যতম করুণাও কি হৃদয়ে নেই তোমার ?

আমরা ভুলে যাই, মাথার উপরে অদৃশ্য খড়্গ
ধরে আছে যে নিয়তি, তাকে ; ভুলে যাই,

কামনার গাছ যতো ফলই দিক না কেনো
একদিন নিঃশেষিত হয়ে যায়।

মানুষের অপরিসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী হতে চেয়ে ব্যর্থ.
মানুষকে অমৃতের পুত্র জেনে আনন্দিত হতে চেয়ে ব্যর্থ
মানুষকে অনন্ত প্রেমিক ভেবে আহ্লাদিত হতে চেয়ে ব্যর্থ.
বীরাচারী তান্ত্রিকের মতো শবাসনে মহান
ঈশ্বরীর জন্য পূত প্রার্থনা কোরতে চেয়ে ব্যর্থ।

হে আমার কামনাপঙ্কে নিমজ্জিত আত্মা. হে উন্মাদ
অতৃপ্ত রক্তপায়ী আকাঙ্ক্ষা আমার! শোণিত-স্রোতে
ভাসমান পারিজাত তুলে আনতে পারবে কি ওই
বল্লমের মতো তীক্ষ্ণ নখ?

অভিশপ্ত কামকুণ্ডে অনন্তকাল ধরে ভেসে যেতে যেতে……
ভেসে যেতে যেতে হে আমার পবিত্র নিষ্কলঙ্ক আত্মা.
তুমি ঐশ্বরিক পরমহংসের মতো
শ্বেতপক্ষ বিস্তার কোরতে পারো?
পৃথিবীর শুদ্ধতম মানুষের মহান আত্মার মতো
অনির্বাণ জ্যোতির্লেখা বিস্তার কোরতে পারো?

পারো প্রিয়তম. তাই ঈশ্বর তোমাকে চুম্বন করেন
যে আমি শয়তান. নরকের দরজায় অনাদিকালের প্রহরী
সেই আমার মহান আত্মা ভালোবাসার পরমহংস।

২

অন্তিম মুহূর্ত কতো সুন্দর
কেনোনা দিনগুলি আমার দুঃস্বপ্ন. রাতগুলি হিংস্র ভয়ংকর
পাপ ও পুণ্যের সহস্র নীতি-উপদেশ-ভরা বাল্য আর কৈশোরের
দিনগুলিতে ফিরে যেতে চায় যে মূর্খ
আমি তাকে করুণা করি
কিংবা কিছুই হোলোনা বলে গলিত অসহায় হাত
শূন্যে মেলে ধরে যে বুদ্ধিমান
আমার ঘৃণা হয় তাকে

সংখ্যাহীন নিরুত্তাপ নিস্তেজ মানুষের মিছিলে
হতভাগ্য দেবদূত—আমার পরমদেবতা
শয়তানের আরাধ্য ঈশ্বর, সন্তর্পণে চলেছেন
কখনো প্রখর সূর্যালোকে রাজপথে
কখনো কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার বেয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে

কেনোনা পৃথিবীর দিনগুলি অর্থহীন
শয়তানের দৌরাত্ম্যে সতত অস্থির
রাতগুলি কামনার হিংস্র দাঁতে খণ্ডচ্ছিন্ন
অন্ত্র আর শিরা হাড় আর মাংসের জান্তব সৌষম্য
পিশাচের নখে বিদীর্ণ
মৃত মানুষের জয়যাত্রা রাজপথের উপর দিয়ে চলেছে সরবে
জয়ধ্বনিতে উচ্চকিত আদিম নীরবতা
ভক্তের সাহজিক প্রেম শয়তানের অস্ত্রাঘাতের উল্লাসে
রক্তপাতের আনন্দে আর্তনাদ কোরে ওঠে

আমরা এগিয়ে চলেছি ফাঁসিমঞ্চের দিকে
পাগুলি শিথিল, চলতে চায় না
হাতগুলি ঝুলে পড়েছে জানু ছাড়িয়ে
চোখের কোলে বহু-রাত্রি-জাগরণের অন্ধকার
মণিগুলি বিবর্ণ, মৃত মানুষের চোখের মতো লক্ষ্যহীন নিষ্পলক
আর অন্ধকার—ঠাণ্ডা আর নিঃসঙ্গ অন্ধকার
সমস্ত শরীরে থমকে আছে

আমরা এগিয়ে চলেছি মৃত-আত্মার মতো
কবরের দিকে শবানুগমন কোরছি নীরবে
মাথাগুলি ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর
যেনো পৃথিবীর কাছে আর কোনো প্রশ্ন নেই
দাবি নেই—সব কিছু অর্থহীন, সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে গেছে

বেঁচে থাকতে চায় ওই সব দেহসর্বস্ব বিলাসিনীরা
ওই নির্বোধ, তৃপ্ত নারীর দল
কেনোনা, জান্তবতার ঊর্ধ্বে কোনো অলৌকিক জাগরণের ইঙ্গিত
শুনতে পায় না ওরা

সব শব্দের নীরবতার পরে
পৃথিবীর আনন্দিত কণ্ঠের গান ওরা শুনতে পায় না
তাই লৌকিক কামনার গহ্বরে মুখ গুঁজে
জীবনের সীমান্ত সন্ধান করে

ওই রকম নির্বোধ হলে সুখী হতাম
অতৃপ্ত অশান্ত হে আমার আত্মা
পৃথিবীর ক্লিষ্ট রক্তপায়ী নখে তুমি বিদীর্ণ হবার আগে
অলৌকিক আহ্বানে জেগে ওঠো
কান পেতে শোনো অন্তিম মুহূর্তের বিষাদ-সংগীত
মৃত্যুর আগে অন্তত একবারের জন্য প্রার্থনা করো শয়তানের কাছে
যেনো সে এই বিষাদ-সুন্দর অন্তিম মুহূর্তকে ত্বরান্বিত করে

৩

আমার হোক মৃত্যুর মতো শুভ্র আর দ্যুতিময় উত্থান

সকল শব্দের পরপারের যেখানে হীমশীতল ভৌতিক নির্জনতা
উত্তরমেরুর বিস্তীর্ণ তুষার অঞ্চলের মতো
অকলঙ্ক নৈঃশব্দ্য, কিংবা প্রাচীন মিশরের
প্রবল প্রতাপান্বিত ফারাওদের শতসহস্র
বৎসরের অন্ধকার পিরামিডের গহ্বরের মতো
নির্জন আর করুণ শব্দহীন সাম্রাজ্যে
আমি মুকুটহীন সম্রাট
চলে যেতে চাই ওই সব মুখরতার পরপারে

অসংখ্য প্রাচীন কবরের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে
হেঁটে যেতে যেতে গান গাইবো, যে গানের
কোনো অর্থ নেই, কোনো সুর নেই
শুধু তরঙ্গহীন মরণের অন্তর তুলে ধরে
যে গান, আমি কবরের মধ্য দিয়ে
হেঁটে যেতে যেতে হেঁটে যেতে যেতে সেই গান গাইবো

যে গানের শীতল অশরীরী স্পর্শে জেগে উঠবে
কেঁপে উঠবে স্তূরীভূত কঙ্কাল, আর্দ্র হয়ে যাবে

পাথরের কোমল বক্ষ, গলে গলে হবে নদী
হবে মানুষ. পশু নীলকণ্ঠী পাখী
আর অপরূপ প্রজাপতি

সে গানের মোহন আনন্দে প্রাচীন মিশরের অত্যাচারী
ভয়ানক সম্রাটেরা পৃথিবীর অবারিত আকাশ আর
আলোর দিকে চোখ মেলে ফিরে তাকাবে
শাখায় শাখায় নির্ভয়ে গান গেয়ে উঠবে নীলনদের
আশ্চর্য পাখীর দল
আশঙ্কা-পাণ্ডুর বৃদ্ধের কপালে ইহলোকের তৃষ্ণা হবে তীব্র
আর লম্পটেরা প্রেমিকাদের গোপন অন্তরে মুখ লুকোবে

আমার আত্মার সদ্গতির জন্য মন্দিরের পুরোহিত সেই
ভয়ানক রহস্যময় কণ্ঠে, প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসা
কোনো অলৌকিক কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ কোরছে
আমি পাপপুণ্য ইহলোক পরলোকের প্রতি কতোখানি
শ্রদ্ধাবান, তার প্রমাণ আমার প্রতিদিনের কার্যকলাপ
আসলে নির্মম হতে হবে. হতে চেয়ে নিষ্ঠুরতা
ঘটাই মাঝে মাঝে, প্রাচীন মূর্তিগুলি চূর্ণ কোরতে
কীরকম উৎসাহী হয়ে উঠি ; কোমল নিরাশ্রয় শিশুর করোটি
সুরাপানের উপযুক্ত পাত্র ভেবে কেমন উত্তেজিত হই
কতোরকম নিষ্ঠুরতা ঘটাতে চাই
কিন্তু গান…পৃথিবীর শুদ্ধতম মানুষের আত্মার অশ্রুসজল কণ্ঠ
যেনো গান গেয়ে ওঠে, আমার হাত থেকে উদ্যত খড়্গ খসে পড়ে,
ভয়ানক প্রতিহিংসা নখ গুটিয়ে নেয়
অসাড় নিস্পন্দ হয়ে যায় শরীর
আমার হয় মৃত্যুর মতন শুভ্র আর দ্যুতিময় উত্থান

৪

বিশ শতকের গোপন বীভৎস চুল্লিতে
এসো, আমরা ঝলসে নিই আমাদের আত্মা
মুখ দেখো না পরস্পরের—ভয় পাবে
গোল হয়ে বসো হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে
দলপতির অঙ্গুলি হেলনে
খাঁচা থেকে বের করো ক্ষতবিক্ষত পাখী
রক্ত ঝরে পড়ুক, ছট্ফট্ কোরে চেষ্টা করুক প্রতিবাদ কোরতে
তুমি ভয় পেয়ো না
কেনো না, এই সেই মুহূর্ত যখন আত্মা শয়তানের অধিকারে
এই সেই লগ্ন, যখন
নরকের দরজা শেষবারের আহ্বান জানায়
সূর্য, পৃথিবীর পবিত্র পিতার মুখ পূর্বাকাশে দেখা দেবার আগে
নরকের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে

দেবদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো যখন
শয়তান, আমার ইহলোকের প্রভু, দাঁড়িয়েছিলো
কী জ্বালাময় তার দৃষ্টি ! কী প্রতিহিংসায় কঠোর হয়ে উঠেছিলো
তার নখদন্ত
দেবদূত কি দেখতে পেয়েছিলো ?
পেলেও কী সান্ত্বনা সে দিতে পারে ?
আমার কৃতকর্মের সরণী বেয়ে শয়তানের রথ ছাড়া
কোনো অলৌকিক আত্মার আগমন সম্ভব নয়
দেবদূত তাই দেখেও না দেখার ভান কোরেছিলো

এসো, যখন আমাদের প্রিয় অনুভূতিগুলি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে উঠছে
শাণিত বল্লমের মতো, পৃথিবীর সামান্যতম দাবিও যখন আমাদের
কোনো মুহূর্তকে অধিকার কোরে নেই, এসো, আমরা
বিশ শতকের গোপন বীভৎস চুল্লিতে যে যার আত্মা ঝলসে নিই

সূর্য, পৃথিবীর পবিত্র পিতার মুখ পূর্বাকাশে দেখা দেবার আগে
একবার গোল হয়ে বসি হাঁটুতে মুখ গুঁজে
মুখ দেখবোনা পরস্পরের, ভয় পাবো
দলপতির অঙ্গুলি হেলনে খাঁচা থেকে বের কোরবো
ক্ষতবিক্ষত কীটদষ্ট পাখীগুলি
রক্ত ঝরে পড়ুক, ছট্‌ফট্ করুক, আমরা ভয় পাবো না

শয়তান, আমার ইহলোকের প্রভু, করুণা করো।

৫

আমার প্রখর চৈতন্য কোন্ অন্ধকারের অন্ধকূপে আত্মহত্যা
কোরতে উদ্যত ?
এর চেয়ে মরণই ছিলো শ্রেয়। তোমরা রাজপুত্র শ্রেষ্ঠীপুত্র, বণিকপুত্র
তোমাদের অলৌকিক প্রভায় প্রদীপ্ত মুখগুলি
দেখা যেতো সারবন্দী আমার মৃত্যু-শয্যার চারপাশে
অসম্ভব বিমর্ষতা বৈকালিক সূর্যালোকের মতো
নেমে আসতো উদ্ধত অট্টালিকার মতো তোমাদের মুখমণ্ডলে
চোখের কোণে মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা আর প্রতিবাদ
কি বৈপ্লবিক তরোবারিরই তোমরা অধিকারী !

এই দীর্ঘকাল সঞ্চিত মদের অতলে
ডুবে যাচ্ছে আমার চেতনার শেষ রশ্মিটুকু
ভয়ানক এই যন্ত্রণা, ভয়ানক যন্ত্রণা শিরায় শিরায়

এর চেয়ে মৃত্যুই ছিলো ভালো
উন্মাদ হবার আগে শুধু তোমারই জন্যে
তোমার ঐ বৈদ্যুতিক অতলান্তিক ভালোবাসার জন্যে
আমার আর্তি, অনন্ত আকাঙ্ক্ষা
ঐ দূর পাহাড়ের উঁচুতে…আরো উঁচুতে
তীক্ষ্ণাগ্র বর্শাফলকের মতো শিখরের উঁচুতে
আমাকে শুইয়ে দাও
তুমি আর নীরবতা, নীরবতা আর তুমি থাকো পাশে
আর অনন্ত আকাশ হোক চন্দ্রাতপ।

৬

কান্নার মতন বন্ধু আর নেই

শয়তান কাঁদে না, শয়তানের চোখ তাই জ্বলতে থাকে
পুড়তে থাকে নিরুপায় বিদ্রোহের মতো
তুমি কাঁদতে পারো···তাই তুমি এতো সুন্দর
তাই নরকের নির্মম দূত —যে এসেছিলো ভয় দেখাতে,
প্রভুর অলংঘ্য আদেশ পালন কোরতে, দুর্বল হয়ে পড়েছিলো
দু'দণ্ডের জন্যে
যে দিঘি অনুভূতিহীন, যতো ঝড়ই হোক না কেনো
কাঁপে না তার জল, সেও কেঁপে উঠেছিলো মুহূর্তের জন্যে
যে ঘাতক তিলে তিলে হত্যা কোরেছে তার তীক্ষ্ণাগ্র অনুভূতি
সেও উদ্যত খড়্গ তুলতে পারেনি
সেই রাজা, যার শাসন সব দুর্বলতাকেই জয় কোরেছে
যার কাছে পাপের শাস্তিই মৃত্যুদণ্ড
সেও ক্ষণকালের জন্যে হয়েছিলো উন্মনা
যে লম্পট ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলো তার মানবিক অনুভূতিগুলি
কুমারীর স্বর্গীয় পবিত্রতা যার লোভের ইন্ধন যোগাতো
যার পরিতৃপ্তি ছিলো বলাৎকার ধর্ষণ ইত্যাদিতে
সেও কান পেতেছিলো এক মুহূর্তের জন্য,
সে শুধু তোমার ঐ কান্না
ঐ অতলান্তিক চোখের কোণে দু'ফোঁটা অশ্রুবিন্দুর জন্যে
শয়তান কাঁদে না তাই তার মতো দুঃখী কেউ নেই
তুমি কাঁদতে পারো, তাই তুমি এতো সুন্দর, এতো পবিত্র।

৭

এরকম অন্ধকার ইতিহাস-ভূমিতে নামেনি কোনোদিন
গাছগুলি অস্তিত্বহীন অসাড়
স্নায়ুতন্ত্র অনুভূতিহীন নিস্পন্দ
মগজে খড় কুটো আর ফাঁকা
এই ব্যাধি পৃথিবীর শিরায় শিরায় সঞ্চারিত
অশ্বত্থ গাছের মতো মাটির অতলে সর্বাঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছে

শিকড়গুচ্ছ   এই অন্ধকার
অন্ধ কোরে দিয়েছে চোখের দৃষ্টিকে

হায় মরণ তোমার পক্ষ সঞ্চালনের শব্দ
এখন যদি শুনতে পেতাম ঐ পাহাড়ের চূড়ায়
ঐ পাহাড়তলীর নিঃশব্দ উপত্যকায় পড়তো তোমার পায়ের চিহ্ন
আমি এই অন্ধকারের টুটি চেপে ধরতাম বলিষ্ঠ আঙুলে
ইতিহাস-ভূমিতে এরকম অন্ধকার আর যাতে কেউ কোনোদিন
দেখতে না পায়
ঐ যে পাহাড় আমাদের শহরতলীতে
যার পাশে ছোট্ট নদী চলেছে একে বেঁকে দূরে অনেক দূরে
যার মাথার উপরে প্রভাতের সূর্য দাঁড়িয়ে থাকে
কয়েক মুহূর্তের জন্যে   নানাবর্ণের নিষ্কলঙ্ক পাখীর ডাকে
সচকিত হয় যেখানে বন্য হরিণের দল
ওইখানে তুমি শুয়ে আছো—
ওইখানে রেখে এসেছি আমার ঐশ্বরিক চৈতন্যসত্তার বিগ্রহ
আমার অস্তিত্ব

যতো ভাবি ততোই উন্মাদ হয়ে যাই
এই বিশাল পৃথিবী অনন্ত তার ক্ষুধা, অনন্ত তার তৃষ্ণা
মরণ, আমার মরণই ভালো
অথবা হাজার বছরের পুরোনো মদে নির্জীব কোরে তুলতে পারি
সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে.   শান্তি পাই

শান্তি ?   কে পায় ?   অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখিনি
এমন কেউ আছে যে শান্তি পেয়েছে
আসলে শান্তির জন্যে ছট্‌ফট্‌ কোরে মরা আহত পশুর মতন
এই আমাদের ভাগ্য
তুমি আছো এইখানে শান্তিতে শরীর এলিয়ে

এ কি ভাবছি আমি ?   তুমি কি এই শান্তি চেয়েছিলে ?
পৃথিবীতে বেঁচে থাকার দুঃখ সেও ভালো
মৃত্যুতে তো সকল প্রশ্নের অবসান
তুমিতো প্রশ্নের মতোই বেঁচে থাকতে চেয়েছিলে

ঐ পাহাড় ওই শহরতলীর নির্জনতা
ওই ছোট্ট নদী আর নিষ্কলঙ্ক পাখীর দল
তোমাকে শান্তিতে ঘুম পাড়াতে চায়
আমি জেগে আছি প্রেতের মতন. স্মৃতি আর দীর্ঘশ্বাসই
আমার সম্বল

৮

আমার স্বপ্নের জগত থেকে আমি নির্বাসিত

এই অলৌকিক বৃক্ষে একটি পাতাও অবশিষ্ট নেই
যে হলুদ হয়নি, ঝরার জন্যে অপেক্ষা কোরছে না
এমন একটি পাতাও নেই যে আমার মজ্জমান চৈতন্যকে
তুলে ধরতে পারে

আমার আত্মহত্যার দৃশ্য আমিই দেখেছি
রক্তপাতে মন কেঁপে উঠছে না. চোখের সামনে কোমল
সুন্দর মাংস টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছিট্‌কে পড়ছে
চোখের যে সুন্দর মণিদুটি স্বপ্ন দেখতো নির্লজ্জের মতো—
দলিত হলো ট্রেনের চাকায়
আর সেই বলিষ্ঠ উদ্ধত আঙুলগুলি
তোমার হাতে হাত রেখে স্বপ্নের জগতে চলতে থাকতো—
নিষ্পেষিত হয়ে পিণ্ডে পরিণত হলো

আমার হত্যার দৃশ্যের আমিই নীরব সাক্ষী
সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো কোকড়ানো চুলগুলোর জন্যে
মন হু হু কোরে কেঁদে ওঠে আমার
ওই চুলগুলো আমার মুঠোয় ধরা দেবার জন্যে
বাতাসের অত্যাচারে লাফিয়ে উঠতো
আমার রক্তিম স্পর্শকাতর ঠোঁটদুটি
যে অধীর হয়ে উঠতো তোমার ঠোঁটে চুম্বন কোরবার জন্যে
পাশার ঘুটির মতো ছিটকে পড়লো ইতস্তত

আজ আর একটি পাতাও অবশিষ্ট নেই
আমি এখন প্রেতাত্মা, দুর্বিনীত আর নিষ্ঠুর
আমি তোমার স্বপ্নের জগত থেকেও নির্বাসিত

৯

বাঁচতে আমিও চাই, কে না চায় ?
অথচ কি ভয়ানক দুঃসময়েই না আমরা বেঁচে আছি
তোমাকে এই দুঃসময়ে জন্মাতে হলো বলে
ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে হয়
এখন এই সময়ে এমন একটি বৃক্ষের দেখাও মেলে না
যার প্রতিটি পাতাই স্বাভাবিক, অসম্ভব উজ্জ্বল
এমন একটি বৃক্ষের দেখা মেলে না যে
স্বর্গীয় পুষ্পসম্ভারে অবনতমুখী, ঐশ্বর্যে গর্বিত
হায় আমার নিয়তি, এ জাহাজ কোন প্রেত
তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে সর্বনাশের দিকে ?
কোলরিজের সেই বুড়ো নাবিকের মতো
আপন কৃতকর্মের ফলভোগ কোরছি···নরকযন্ত্রণা···
দুর্বিষহ এই জীবন

মাঝে মাঝে বাগানে যাই,
নানাবর্ণের ফুলগুলি অভ্যর্থনা করে মাথা দুলিয়ে
ওদের সারল্যে সৌন্দর্যে আলোড়িত হয়ে ওঠে তৃষ্ণা
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় কাতরাই জীবন হাতছানি দেয়
লণ্ঠন দোলায় আলোকস্তম্ভের শীর্ষ থেকে
ফুলের মতো দীপ্ত গর্বিত হতে গিয়ে হাত বাড়াই

হায়, সর্বনাশা কীট কুরে কুরে খাচ্ছে পাপড়িগুলো
স্পর্শ না কোরতেই ঝরে পড়ে

অভিশাপ দিই ঈশ্বরকে
এই সর্বনাশা দুঃসময়ে তোমাকে জন্মাতে হলো ঃ

বিষাদাশ্রিত কবিতা

আমরা জন্মান্ধ নই

আমরা জন্মান্ধ নই, এরকম অন্ধতা তো ছিলোনা শৈশবে
এমনকি কৈশোরেও অনিবারণীয় অন্ধকার
এমতো চোখের কোলে শায়িত ছিলোনা !
ব্যাপ্ত অনিবার্য এই পরিণতি, এই অভিশপ্ত ভবিষ্যৎ
কেমন বিমূঢ় করে, আলিঙ্গনে চোখের পাতায়
মহাঘুম নামে, আলো অপসৃয়মান
আলো দূরে অতি দূরে
শৈশব কৈশোর থেকে যৌবনের সীমানায় এসে
ডুবে যায় মধ্যগাঙে নিঃশব্দে নির্জনে……

অপ্রেম-সম্ভূত এই অন্ধকার মহাভারতের
পূর্বে বা পশ্চিমে কিংবা উত্তরে দক্ষিণে ঊর্ধে অধে
মেঘে মেঘে ভাসমান. তৃণে তৃণে চুম্বিত, নদীর
খরস্রোতে, অন্ধকার শালিক বা দোয়েলের কণ্ঠে উচ্চারিত
যে শিশু জন্মালো তার চোখের মণিতে বিচ্ছুরিত
সাধ বা স্বপ্নেরা যেনো অতীতের ইতিহাস
চলমান দিনে
শুধু বধিরতা. শুধু অন্ধতা
মূর্খের মুখরতা
শুধু নিষ্ক্রিয়তা দেহে, চৈতন্যে জড়তা
অপদার্থ বণিকের অমানবিকতা
রাজদ্বারে দুর্ভিক্ষে বা শ্মশানে বন্ধুর বেশে সম্রাটের মতো
যৌবনে বার্ধক্যে অন্ধ ; তামসিকতার চোরাবালিতে প্রাসাদ
গড়ে দৃষ্টিহীন এই শতকীসভ্যতা
যেনো অজড়……অমর ?

এদেশ সেদেশ নয়, স্বদেশে বিদেশে
আলোকস্তম্ভগুলি নির্বাপিত, নির্বাসিত সমুদ্র সৈকতে
কোথাও আকাশ নেই ধ্রুবতারা সপ্তর্ষিমণ্ডলী

সূর্য ক্ষীয়মান, রাত্রি ক্রূরতার ষড়যন্ত্রে শান্তি নাশ করে
প্রকৃতি বা ঈশ্বরের পক্ষপুট থেকে মানুষের
যাত্রা এসে থেমে গেছে বণিকের পদতলে
রজতচক্রের

চতুস্পার্শ্বে ঘুরে ঘুরে

ঈশ্বর প্রকৃতি প্রেম বোধ শান্তি

স্বপ্ন সার্থকতা

ইত্যাদি কেমন শূন্য দূরাগত অর্থহীন মনে হয় আজ
প্রপিতামহের দিকে ছুড়ে দিই কানাকড়ি, করুণায় হাসি।

মানুষ এখন যেনো ঝলসানো মাংসের মতো খাদ্য হয়ে গেছে
সময়ের, স্বভাবের ;……সাধনার কিছু নেই যেনো
ভাবনার কিছু নেই, প্রর্থনার কিছু নেই যেনো
একদিন ছিলো বলে ভুলে গেছে, ভুলে যেতে চায়
নিজেই ছেদন করে ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা, ওপড়ায় মণি
নাক কান কেটে ফেলে, মগজে বোঝাই করে শুক্‌নো খড়কুটো
সৌন্দর্য-সাধনা-শান্তি-স্বপ্ন-প্রেম-সফলতা-প্রকৃতি ঈশ্বর
বোধহীনতার অস্ত্রে ছিঁড়ে কেটে দিয়ে
ওয়েদিপাউসের মতো ওপড়ায় চোখের মণি

নিয়তি নিয়তি……

চতুস্পার্শে পাতা ঝরে

চতুস্পার্শ্বে পাতা ঝরে, নেই কোনো বিশ্বাসের স্থির পটভূমি
প্রেম…শান্তি ইত্যাকার যাবতীয় মৌল অনুভব
অতিদূর ইতিহাস……রূপকথা……স্বপ্নের আকাশে
ধূসর নক্ষত্র। শুধু পাতা ঝরে

ঝরিবার বেলা শব্দহীন

যেনো নীরব প্রস্থান পথিকের

যুদ্ধ রক্তপাত হত আহতের বীভৎস চীৎকারে
তোমার কণ্ঠের গান দূরশ্রুত বিলাপের মতো মনে হয়
মানবিকতার এই ধ্বংসস্তূপে ছিন্নমস্তা ঈশ্বরী আমার !

কি দেবো তোমাকে ?

শুধু শূন্যতাই দিতে পারি

অমল বৃক্ষের

শাখায় অমৃতফল ফলেনি, শুধুই

মৃত্যুর অব্যর্থ দূত কাণ্ডের গহ্বরে বাসা বেঁধে প্রতীক্ষায়
বসে আছে ; শতাব্দীর অভিশপ্ত দু'চোখে নিদ্রার
লেশ মাত্র নেই, ক্লান্তি সর্বরিক্ত শরীরের প্রতি কোষে কোষে
পাতা ঝরে পাতা ঝরে প্রভাতে প্রদোষে

হায় ! একি রিক্ততার অবসন্ন হেমন্ত-গোধূলি
আমাদের চতুষ্পার্শ্বে মরণের মতো ধীরে ধীরে
নেমে এসে চৈতন্যের শেষতম বিন্দুর অতলে
ছড়ায় কুয়াশা, রাত্রি ক্ষুধার্ত জঠর মেলে ধরে
বামে বা দক্ষিণে শুধু পাতা ঝরে, মাথার উপরে
বিবর্ণ পাতার ক্লান্তি-ঘন চোখ, পদতলে ঝরা
পাতার গোঙানি

ক্লান্তি অনিবার্য ক্ষয়ের সংকেত !

হায় ! আমি এ কোন ধ্বংসের দেশে এসে
অনুভূতিহীন দেহ নিয়ে অবশেষে
শতাব্দীর অন্ধকারে শুনি শুধু বাগানের নিভৃত প্রদেশে

পাতা ঝরে যায় শব্দহীন
পাতা ঝরে যায় ক্লান্তিহীন
পাতা ঝরে যায় রাত্রিদিন

বামে বা দক্ষিণে ঊর্ধ্বে আকাশে নিচের মৃত্তিকায়
ও-কার কণ্ঠের গান দূরশ্রুত বিলাপের মতো ভেসে আসে !
চিনিতে পারি না কুয়াশায়
আমার শরীর রক্ত মাংস অনুভূতি সব এক
অমানবিকতা গ্রাস করে

আমার পৃথিবী পরে নিঃশব্দে নিঃসঙ্গ পাতা ঝরে

মুখশ্রী উজ্জ্বল করো

তোমার মুখশ্রী ততো স্পষ্ট নয় যতো স্পষ্ট আমার নিরতি
আমাদের মানবতা অস্তগামী ততোধিক প্রয়াণে উন্মুখ
আকাশ-নক্ষত্র-নদী-সংগীত শিল্পের অস্তিত্বের
কেন্দ্র থেকে সরে যেতে যেতে যেতে প্রত্নতাত্ত্বিকের
গবেষণাগারে, শান্তি সর্বত্র বিঘ্নিত, যুদ্ধে অথবা শান্তিতে
স্বদেশে বিদেশে, শান্তি জরাথুস্ট্র খ্রীষ্টের বুদ্ধের
হৃদয়ে নিহিত ছিলো, অন্যত্র কি ছিলো সমকালে ?
তবুও বাঁচার কোনো অর্থ ছিলো, কোথাও ছিলো বা প্রতিশ্রুতি
আকাশের নীলিমতা এতো ম্লান ছিলো না ;   সূর্যের
ক্রমক্ষীয়মান প্রভা, নক্ষত্রের ভৌতিক বিষাদ
তোমার মুখের মতো অস্পষ্টতা দিগন্তের কোণে
আনে সর্বনাশা মেঘ ঝড়ের সংকেত

মানুষের ইতিহাসে পদক্ষেপ কোরেও দেখেছি কতোবার
রাত্রির অরণ্য থেকে নাগরিক ঔজ্জ্বল্যের রাজকীয়তায়
গ্রীসে বা মিশরে, রোমে ব্যাবিলনে, প্রাচীন ভারতে
অবলুপ্ত সভ্যতার ধ্বংসস্তূপে ইলোরা অজন্তায়
ছিলো না অখণ্ড প্রেম, চৈতন্যের নিরঙ্কুশ আলো
শয়তানের স্পর্শে ক্লিন্ন আনন্দের অমৃতসাধনা,
পবিত্র আত্মার বুকে পদাঘাত কোরেছে পিশাচ

তবুও তোমার মুখ এতো ম্লান যন্ত্রণাকাতর
এতো নিরুত্তাপ হয়তো ছিলো না। হে ঐশ্বরিক দ্যুতি
হে প্রিয় আনন্দ, আমি বৃত্ত থেকে সরে যেতে যেতে
কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো আজ প্রয়াণের খুব কাছাকাছি
এতো শীতলতা কেনো তোমার শরীরে ?   মানুষের
শেষ প্রতিশ্রুতিটুকু মুছে গেলে মাথার উপর
আকাশ, পায়ের তলে শ্যামল মাটিও হবে কবরসদৃশ

মুখশ্রী, উজ্জ্বল করো, যুগ্ম করপুটে দাও অমৃত-আশ্বাস

দুঃস্বপ্ন-মন্থিত জন্ম

দুঃস্বপ্ন-মন্থিত জন্ম, আমৃত্যু সংকল্প আর সংঘর্ষে ধ্বংসের
করতালি বাজে, আমি দ্বিধাহীন মরণ-বিলাসী,
অন্তরাত্মা দুলে ওঠে সাইক্লোন-তাড়িত ভগ্ন-জাহাজের মতো
অস্থির সর্পিল ক্রুদ্ধ ভয়ংকর কণ্ঠের চীৎকারে
পালায় চৈতন্য থেকে সন্তের সাধনা-লব্ধ দিব্য অনুভূতি
জন্ম বা মৃত্যুর মাঝে ব্যবধান লুপ্ত হতে হতে
শূন্যের কোঠায়, স্বপ্ন সার্থকতা সাধনার মন্ত্রে
প্রেমের চিন্তার শুদ্ধ শিল্পের শাশ্বত কবিতার
মতো সভ্যতার স্বর্ণ ফসলের গোলাবাড়ি ক্ষেত বা খামার
রিক্ত নিঃশেষিত, নেই কোনোখানে খর্জুর বীথির
ছায়াঘন পথ, কবে নির্জনে আত্মার মুখোমুখি
হবো বিংশশতকের জ্বরতপ্ত জারজ যুবক ?
দুঃস্বপ্ন-মন্থিত জন্ম, শুদ্ধ কোনো সংকল্পের স্বপ্নও দেখে না

এ এক সময় প্রাণ ধরণের গ্লানি, সংশয়ের
আবর্তে ঘূর্ণায়মান আত্মা ডোবে পঙ্কিল গহ্বরে
ডুবে যাচ্ছি হে কৃতান্ত, দুঃস্বপ্নের কোলে মাথা রেখে
অতল অদৃশ্য শূন্য শীতল নির্জন
সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা দিন সম্বৎসর শতাব্দীর
অযুত নিযুত দণ্ড মহাকাল
ডুবে যাচ্ছি ডুবে
জীবন মৃত্যুর মাঝে ব্যবধান ঘোমটা খসে পড়ে
হায় ! একি আত্মরূপ, এ কোন্ অস্তিত্ব ভয়ংকর ?

ভয়ংকর অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চীৎকার
কোরে ওঠে বোধগুলি বিপন্ন বিষণ্ন, বিস্মরণ
খোঁজে অতঃপর ; কবে গোপনে দেহের কোষগুলি
ক্যানসারে ক্ষয়িত হয়ে পচে গেছে, কবে ইন্দ্রিয়ের
তলদেশ থেকে মাটি কুরে কুরে খেয়ে জলস্রোত
অদৃশ্য হয়েছে, তাই বোধহীনতার
ভয়ানক পরিণাম মেনে নেওয়া ছাড়া নানাপথ

ঢেলে রাত্রি ক্লান্ত পায়ে শ্মশানযাত্রীর মতো ফেরে পায়ে পায়ে
দিনের চিতাগ্নি নিভে গেলে ঢাকে এ মহাপৃথিবী
শূন্যতায়···মহাজনশূন্যতায় ঢাকে

আমি, আমরাই ভোগে রোগে সুখে সঞ্চয়ে সুপ্তির
সাধনায় মগ্ন থাকি, মাতালের মতো স্বপ্নে ডুবি
সম্রাট অথবা ভাঁড় স্বর্ণের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে
ক্লান্ত জীর্ণ দেহে ফিরি সঞ্চয়ের লুপ্তির কবরে।

হে আমার অন্তরাত্মা ! তৃপ্তি নেই অক্লান্ত পাথায় ?
হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে—কোন্‌খানে
আত্মোপলব্ধির আলো জ্যোতির্ময় করে চৈতন্যের
বিস্তৃত বিবর, দেয় নির্দেশনা, মহৎ প্রেরণা ?

সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচিবার, সমগ্র হৃদয়
হিরণ্ময় পাত্র পূর্ণজ্যোতির উদ্ভাসে, রিক্ততার
অবসান কোনখানে ? স্বর্গে ? না হৃদয়ে ?

মূর্খেরাই বেঁচে থাকে শয়নে স্বপনে সন্তর্পণে
বিষাদ পালায় তীব্র আস্ফালনে চর্বিতচর্বনে
আত্মবিশ্লেষণে মহাশূন্যতার ভয়ংকর দর্পণে মুখের
হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি পড়ে, ভয়ে মূর্খেরা পালায়
অস্তাচলে
দিবসের চিতাভস্ম ধুয়ে ফেরে শ্মশান যাত্রীরা

শূন্যতা চীৎকার করে, বিদ্ধ করে শব্দভেদী স্বরে :

ইঁদুর

মর্গে এবং মগজে দিচ্ছে হানা
শোণিত-পিপাসু ইঁদুরেরা দলে দলে
লোভার্ত চোখ প্রতিহিংসায় জ্বলে
ভেবেছে কি এই দুনিয়া কবরখানা ?

তুষার মেরুর ওরা নাকি অধিবাসী
চেঙ্গিস খাঁর তাতার সেনার হাতে
যেনোবা বর্শা মরণ খেলায় মাতে
সম্রাট ভাঁড় ক্রীতদাস ক্রীতদাসী
কেহই পাবে না চরমে অব্যাহতি

লোভে চকচকে চোখের মণিতে জ্বালা
মূর্ত শমন, কে জানে কাহার পালা
মূঢ় সভ্যতা ভয়ানক পরিণতি

ছিঁড়েখুঁড়ে খায় কুরে কুরে খায় দাঁতে
মগজের ঘিলু ফুসফুস স্নায়ুতন্ত্র
হাড়ে ঢেলে দিয়ে প্রতিহিংসার মন্ত্র
পচন ধরায় শটিত সভ্যতাতে

কোথা থেকে আসে, চলে যায় কোনখানে
হঠাৎ শহরে জনপদে দেয় তুড়ি
খাটে না পিশাচ ওর কাছে জারিজুরি
ভদ্রমুখোস খুলে ফেলে একটানে

ছিন্নমস্তা শতকের শবদেহ
ওরা নিয়তির মতন দুর্নিবার
দাঁতে ফাড়ে দেহ শয়তান দেবতার
সম্রাট ভাঁড় রেহাই পায় না কেহ

মর্গে এবং মগজে দিচ্ছে হানা
শোণিত পিপাসু ইঁদুরেরা দলে দলে
অগ্নিগর্ভ মুখগহ্বর জ্বলে
জানে, সভ্যতা পুরোনো কবরখানা ।

তোমাকে আড়াল করে

তোমাকে একান্ত কোরে পাবার প্রত্যাশা ছিলো বিগত ফাল্গুনে
তখন আমার কণ্ঠে গান ছিলো, শরীরে উদ্দাম
মানসিক জরাগ্রস্ত হইনি, বাসনা সামুদ্রিক
পাখির মতন কোনো কল্পবৃক্ষে উড়ে যেতে যেতে
দেখেছে পৃথিবী। শুধু শূন্যতার নীলিমায় ভেসে
আদিগন্ত স্বপ্নচারী আমার সতৃষ্ণ চোখ বুঝি
তোমাকেই খুঁজেছিলো ? তখন ফাল্গুন ?

একটি বছর গেছে
স্বর্ণাভ সমুদ্র থেকে ভূমিকম্পে জেগেছে পর্বত
কঠিন নিশ্চল, আর শূন্যজুড়ে চলন্ত ময়ূর
তৃষ্ণাতুর জ্বালাময় চোখের বিদ্যুৎ
আছে সবই
তোমার রক্তিম ঠোঁট, আরক্তিম গালের উপরে
চুম্বননিরত চুল, কামনামদির দুটি চোখ,
বুকের নর্তিত দুটি নষ্ট ফল, লোভনীয় উরু
কুসুমনিন্দিত দেহ সকলই অক্ষত আছে
…এখন ফাল্গুন

পর্বতে বেঁধেছি বাসা, সমুদ্রের খুবই কাছাকাছি
দর্শনের ভক্ত, মিল বেন্থামের চতুর পাঠক
এখন আমার চোখে কামনার অগ্নি জ্বলে নেভে
কল্পনার নীলাঞ্জন রেখা
ব্যাভিচার কলংকিত চোখের প্রচ্ছায়ে গেছে মিশে
সমুদ্রপাখির কণ্ঠে শতাব্দী-মন্থিত বিষামৃত
নীরক্ত ঠোঁটের স্পর্শে নৃত্যের শীতল স্পর্শ
শীতের সকাল ভাসে ফাল্গুনী বাতাসে

তুমি কি তেমনি আছো ? এতো শুষ্ক ছিলো ঠোঁট ? এতো
রুগ্ন কেশদাম ? গালে সময়ের নখের আলপনা ?
কপালে বিচিত্ররেখা, নিষ্প্রভ নক্ষত্র যেনো দু'চোখের তারা

মধুকণ্ঠী, তোর কণ্ঠে হাড়গুলি স্পষ্ট দীপ্তিমান
নন্দনের ফলদুটি দ্যুতিহীন, মৃত্তিকাবিলাসী
শীর্ণ উরু, শিথিল চর্মের বৈদ্যুতিক
আভা ! প্রিয় ! শতাব্দী কি পর্বতের মত
দুটি ফাল্গুনের মাঝে বিচ্ছেদের সেতু
রচনা কোরেছে ?

একই জলবিন্দু জানি পুনর্বার স্পর্শের অতী :
একই স্রোতে স্নান করা যায় না দ্বিতীয়বার
তোমাকে একান্ত কোরে পাবার প্রত্যাশা ছিলো বিগত ফাল্গুনে
তখন আমার কণ্ঠে গান ছিলো, শরীরে উদ্যম,
মানসিক জরাগ্রস্ত হইনি, বাসনা সামুদ্রিক
পাখির মতন কোনো কল্পবৃক্ষে উড়ে যেতে যেতে
দেখেছে পৃথিবী, শুধু শূন্যতার নীলিমায় ভেসে
আদিগন্ত দু'টি স্বপ্নচারী চোখ বুঝি
আমাকেই খুঁজেছিলো

তোমাকে আড়াল কোরে মধ্যপথে উদ্ধত পাহাড়
স্রোত সরে গেছে ॥

অস্তিত্ব সম্পর্কিত

আত্মঘাতী হওয়া পাপ ! পুণ্য বুঝি অস্তিত্ব রক্ষায় ?
জীবন ও জীবিকার স্নায়ুযুদ্ধে রক্তাক্ত আমার
অন্তরাত্মা, নিষ্পেষিত স্বপ্নের কবন্ধ, নিঃশেষিত
হিরণ্ময় পাত্র, আমি আত্মপ্রসাদের অন্ধকারে
পাপ ও পুণ্যের সীমা মিশে গেছে দিকচক্রবালে
কোথাও পুষ্পিত বৃক্ষ দেখি না কোথাও দেখি না প্রতিশ্রুতি
ক্ষুধার্ত আগ্নেয় ওষ্ঠ চতুর্দিকে ধায়, দেবতারা
উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে, অর্থ পরমার্থ স্বপ্ন সফলতা
বিদায় নিতেছে, শান্তি বিদায় নিতেছে
অনুভব প্রেমের স্বর্গের আত্মবিশ্বাসের
বিদায় নিতেছে ক্রমে ক্রমে

সে রকম ভাবে কেউ বেঁচে নেই, পিতামহ
পিতামহীদের মতো বেঁচে নেই কেউ, বৈনাশিক
অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখি অন্ধ-অনুবর্তনের দায়ে

এ রকম দিন কবে এসেছিলো ইতিহাস জানে
আমরা জেনেছি এই ভয়ানক পেটের ভিতরে অন্ধকার
বুকের ভিতরে শূন্যতার
কণ্ঠের ভিতরে হিংস্রতার
ভয়ঙ্কর অভিশাপ, জন্ম গোত্রহীন
জীবনের জীবিকার প্রাত্যহিক সংঘর্ষে পীড়িত
রিক্ত আত্মা মুখোমুখি চরম সত্যের জিজ্ঞাসার
ঃ আত্মঘাতী হওয়া, পাপ ? পুণ্য নেই অস্তিত্ব রক্ষায় ?

আবর্তন

একই কেন্দ্রে ফিরে আসা, একই বৃত্তে ক্রমাগত ঘুরে
পুরোনো অভ্যাসে জীর্ণ দেহটাকে ক্ষয়ে যেতে দেখি,
বুক পোড়ে, গলে পড়ে রক্ত মাংস মোমের মতন
সর্বাঙ্গ পুড়িয়ে কিংবা অর্ধদগ্ধ হয়ে ক্ষয়ে যাওয়া
অলক্ষ্যে শিকার হওয়া, সময়ের ব্যাধির প্রকোপে
পচে যাওয়া, চক্রাবর্তে নিরুদ্বিগ্ন মনে

ফিরে ফিরে আসা সেই একই পথে পা রেখে পা রেখে
পিতামহ পিতামহী ভিন্নদেহে স্বদেশে বিদেশে
শ্বেত কিংবা কৃষ্ণ কিংবা অতিকায় সবল ক্ষীণায়ু,
তোমরা কি পেয়েছিলে ভিন্নপথ ? বাঁচার তৃতীয়
কোনো মানে ? পেয়েছিলে কোনো সমাধান ?
বৃত্তের শাসন থেকে মাথা তুলে ভিন্ন পদক্ষেপ
কোরেছিলে ? নাকি একই অভিন্ন রীতিতে
প্রথার সড়কে অন্ধ পদচারণায় মগ্ন ছিলে ?

চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই……
চলেছে মন্থর তরী কখনো জোয়ারে নিরুদ্বেগে
কখনো ভাটার টানে কেন্দ্রমূলে ফেরার প্রত্যাশী !
স্বপ্ন কোথা ? তরী শূন্য। জোয়ারে উজানে

সর্বদাই আন্দোলিত, চলেছে মন্থর বেগে, নিরুদ্দেশে নয়,
গন্তব্য তাহার জানা ঃ সেই পথ, সেই স্রোতোরেখা,
সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়, দিন আর রাত্রি নিয়মের
অন্ধ ক্রীতদাস, শূন্যে জ্বলে নেভে নক্ষত্রবাসনা

স্বপ্নের কে চাষ করে ? উদরপূরণে কায়ক্লেশে
সংগ্রাম চলেছে নিত্য। বাঁচা কেনো ? কোন শূন্য ডালে
ফুল ফোটানোর তৃষ্ণা বাঁচার প্রেরণা দান করে ?
অস্তিত্ব বোঝাই তরী পরিণামে ডোবে মধ্য গাঙে

নিস্তেজ দেহকে আর বৈদ্যুতিক স্বপ্ন জাগরিত
করে না, প্রেমিক মাথা ঠুকে মরে দেহের দুয়ারে
ওফেলিয়া মৃত, গত শতাব্দীর কফিনে শায়িত
হ্যামলেটের মৃতদেহ ; ছিন্নমস্তা ঈশ্বরী আমার !

এদেশ সেদেশ নয়, কোনো কল্পবৃক্ষচূড়ে বাসা
বাঁধে না কপোত কিংবা কপোতীরা। বৃক্ষের গোপন
কোটরে বিষাক্ত সাপ নিঃশ্বাসে ছড়ায় মৃত্যুবীজ; ।
কোন্ মন্ত্রে হে বেহুলা ! প্রেমিকের কংকালে জীবন
সঞ্চারিত কোরেছিলে ? —প্রশ্ন করে আর্ত সিসিফাস ;

দেবদূতের গান

অন্ধকার যখন শেষবার কেঁপে ওঠে ফুলের বুকে
আমরা তখন জেগে উঠি
শয়তানের বারোঘণ্টার তাবুগুলি
সূর্যের প্রথম রশ্মি আমরা
গুটিয়ে ফেলি ক্ষিপ্র হাতে
গত রাতের ভয়ংকর উৎসবের গল্প করি পরস্পর
কাল রাতে আমাদের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে
ওরা পান কোরছিলো রক্তের মতন ঘন আর লাল
তীব্র ঝাঁঝালো মদ
নরহত্যা ঘটলো মাংসের প্রয়োজনে
মনে হোলো—পৃথিবীর শুদ্ধতম মানুষের হৃদ্পিণ্ড
জ্বলন্ত চুল্লিতে ঝল্‌সে নিয়ে

এ ওর মুখের দিকে তাকালো
আমরা দেখিনি এতো হিংস্র আর ঘৃণার দৃষ্টি
বড়ো ভয় হোলো

পৈশাচিক হাসির শব্দে ফিরে তাকালাম
ফিরিয়ে নিলাম চোখ
এতো তীব্র গন্ধ আর ভয়ংকর দৃশ্যের সঙ্গে
পরিচয় হয়নি আগে
তরুণীর কোমল স্তনের চূড়ায়
যেখান থেকে স্বর্গের শুরু, পাতালের সিঁড়ি গেছে নেমে
করোটি ভরে পান কোরছে মদ
চোখ ফেরালাম
কাল রাতের নিষ্ঠুর সত্য আজ মনে হয় দুঃস্বপ্ন

পাপড়ির পেয়ালায় প্রথম আলোর মদ
ধরবে বলে ফুলগুলি উন্মুখ
আমাদের প্রথম স্পর্শ উদগ্র কোরে তোলে তৃষ্ণা
ভালোবাসার পরম আশ্বাসে পূর্বদিগন্ত কাঁপছে
শয়তানের ঘুমিয়ে পড়ার সময় হোলো
আমাদের জেগে উঠবার এইতো সময়

কোনো সুন্দরী মহিলাকে

কে এখনো তোর রমণীয় দেহে তীক্ষ্ণ নখে
উল্কি পড়ায়, লেখে পরিণামী গল্পকথা
দীপ্ত ললাটে আঁকে কুচক্রী কালের ছবি
আহা অপরূপ সুন্দরী তোর মরণ ভালো

সেই কবি যার লক্ষশ্লোকেও পড়েনি ধরা
তোর সুগভীর চোখের যোগ্য উপমা আজো
শত চরণেও মুখের মহান শিল্পরুচি
বর্ণনা যার হয়নি সে তুই রে মায়াবিনী

সেই ভাস্কর নিরলস মেতে পরিশ্রমে
যার ওষ্ঠের অদ্ভুত গূঢ় হাসির রেখা

ফোটাতে পারেনি বলে মৃত্যুর প্রবল প্রেমিক
তুই সে মহান সুন্দর, তুই মমতাময়ী

অথচ এখন কে যেনো চোখের আড়ালে বসে
উল্কি পড়ায়, লেখে পরিণামী পরাণকথা
দেহের উগ্র বাগানের ফুল দুহাতে দলে
অসহায় নর, ততোধিক তুই উপায়হীনা

বৃথাই বস্ত্রে ঢাকিস্ বুকের ললিত চূড়া
বৃথাই কবরী সাজাস্ মোহন পুষ্পভারে
গোপন প্রেমিক চুম্বনে ঢালে চিহ্ন জরার
মরণ, এখন প্রেয়সীরে, তোর মরণ ভালো !

সাপ

তোমার রাজকীয় দৃপ্ত ভংগিমা আমার ভালো লাগে,
তুমি যখন ফণা তুলে কোমল মসৃণ ঘাসের উপর দিয়ে চলতে থাকো
নিজেকে বড়ো করুণ ভিখারী বলে মনে হয়
আমার দীনতা আমাকে দংশন করে

তোমার দুচোখে দেখেছি প্রেম আর ঘৃণা, মৃত্যু আর জীবন
সংশয় আর বিশ্বাসের অসম্ভব উজ্জ্বলতা
প্রথম প্রেমের উদ্গত মুকুল যেনো ওই চোখ দুটি
ঈশ্বরের পদচিহ্ন মাথায় বহন কোরে হে প্রিয়দর্শী সম্রাট
পাতালের অন্ধকার সামাজ্য শাসন করো প্রবল প্রতাপে

আমি মানবতার রুগ্ন পঙ্গু প্রতিরূপ, অপ্রেমের অন্ধকারে
অনন্তকাল ধরে জেগে আছি
বিরাট ধ্বংসস্তূপের...ইতিহাসের, দম্ভের, অত্যাচারের
ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে তুমি যখন
প্রাচীন রোমান সম্রাটের মতো চলতে থাকো
আমার দীনতা, অপ্রেম, সকল তুচ্ছতা
রাজচ্ছত্র ধরে দাঁড়াতে চায় তোমার পাশে
আমার নিস্তেজ নিরুজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষাগুলি

আত্মঘাতী হবার বাসনায় ভয়ংকর
ডুবে যাবার আগে শেষবার পৃথিবীর আলো পান কোরবে বলে
অনিবার্য নিয়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে চায়

আর তুমি কী নির্লোভ নিরাসক্ত রাজর্ষি

যেনো তুমি জেনে গেছো আমাদের সকল সম্ভাবনার সীমান্ত
জেনে গেছো ইচ্ছার সততা, উচ্চারণের অনুরাগ, ভালোবাসার গভীরতা
যেনো পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বর্ণেরও
ইংগিত তোমার নখদর্পণে

তাই ক্রূরতা তোমার ছলনা, হিংস্রতা তোমার ছদ্মবেশ

দ্বিখণ্ডিত জিহ্বায় মৃত্যুর অমৃতলোকের আশীর্বাদ
বাঁকা, শ্বেতরক্তিম দন্তফলকে অমৃত-নির্ঝর, ক্ষণ মুহূর্তে
পৌঁছে দিতে পারো সকল বেদনার পরপারে

তোমার ক্ষণিকের আলিঙ্গনে বিষাক্ত পঙ্কিল জীবনের হয় অবসান
আমাকে দাও সেই মহান অপাপবিদ্ধ আলিঙ্গন